♣ উত্তরপত্র

৩৫ তম বিসিএস বাংলা

Total questions : 34 Total marks : 34

---

1) 'পুরষ্কার -বিতরণী অনুষ্ঠানের পরিবেশ এত অপরিস্কার' বাক্যটির পুরষ্কার ও অপরিস্কার পদে ষ/স ব্যবহারে -

1) প্রথমটি অশুদ্ধ দ্বিতীয়টি শুদ্ধ
2) প্রথমটি শুদ্ধ দ্বিতীয়টি অশুদ্ধ
✔ 3) দুটোই অশুদ্ধ
4) দুটোই শুদ্ধ

ব্যাখ্যা : বাংলা বানানের নিয়ম অনুযায়ী ই/উ যুক্ত শব্দে সাধারণত "ষ" ব্যবহার হয়। যেমনঃ পরিষ্কার, আবিষ্কার, পুরষ্কার জোতিষ্ক ইত্যাদি।

2) হুলিয়া কবিতা কার রচনা ?

1) আবুল হাসান
2) আবুল হোসেন
3) মহাদেব সাহা
✔ 4) নির্মলেন্দু গুণ

ব্যাখ্যা : হুলিয়া কবিতাটি রচনা করেন নির্মলেন্দু গুণ। তার বিখ্যাত কবিতাগুলো হলো:- প্রেমাংশুর রক্ত চাই, না প্রেমিক না বিপ্লবী, মুজিব- লেলিন- ইন্দিরা প্রভৃতি। নির্মলেন্দু গুণকে বাংলাদেহসের কবিদের কবি বলা হয়।

3) জীবনচুলি কি ?

1) একটি উপন্যাসের নাম
2) একটি আত্মজীবনীর নাম
3) একটি কাব্যগ্রন্থের নাম
✔ 4) একটি চলচ্চিত্রের নাম

ব্যাখ্যা : জীবনচুলি একটি মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র। শতাব্দী ওদুদ উক্ত চলচ্চিত্রে অভিনয়ে জন্য জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন।

4) প্রাণের বান্ধব রে বুড়ি হইলাম তোর কারণে - গানটির গীতিকার কে ?

1) শাহ আব্দুল করিম
2) রাধারমন
✔ 3) শেখ ওয়াহিদ
4) কুদ্দুস বয়াতি

Hello BCS

ব্যাখ্যা : প্রশ্নোল্লিখিত গানটির গীতিকার শেখ ওয়াহিদুর রহমান। 'আমার মাটির গাছে লাউ ধরেছে' কাঙ্গালিনী সুফিয়ার বিখ্যাত 'পরানের বান্ধববে - বুড়ি হইলাম তোর কারণে' কিংবা ডলি সায়ন্তিনীর কণ্ঠে 'কোন বা পথে নিতাইগঞ্জ যাই'সহ অসংখ্য জনপ্রিয় লোকগীতির গীতিকার তিনি।

5) কোনটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আত্মজীবনী?

1) আমার কথা
2) আত্মকথা
✔ 3) আত্মচরিত
4) স্মৃতি কথামালা

ব্যাখ্যা : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আত্মজীবনীমূলক বর্ণনাধর্মী অসমাপ্ত রচনার নাম 'আত্মচরিত' সংকলিত অংশে তার শৈশব জীবনের কথা বিধৃত হয়েছে। এ রচনায় তিনি তার পিতা , পিতামহ ও জননীর কথা বর্ণনা করেছেন।

6) হপ্ত পয়কর কার রচনা ?

✔ 1) সৈয়দ আলাওল
2) জৈনুদ্দিন
3) দ্বীনবন্ধু মিত্র
4) অমিয় দেব

ব্যাখ্যা : মহাকবি আলাওল ছিলেন আরকান রাজ সভার কবি। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা হলো- হপ্ত পয়কর, পদ্মাবতী, তোহফা, সয়ফুল মূলক বদিউজ্জামান, সিকান্দারনামা প্রভৃতি।

7) বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন যুগের নিদর্শন কোনটি?

1) ময়নামতীর গান
2) গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস
✔ 3) দোহাকোষ
4) নিরঞ্জনের রুষ্মা

ব্যাখ্যা :

প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পরিচয় উদ্ধারে হরপ্রসাদের অবদান দৃষ্টান্তমূলক।
- এশিয়াটিক সোসাইটির জন্য পুঁথি সন্ধানের কাজ করতে গিয়ে হরপ্রসাদ বাংলা ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশের পর্ব-পর্বান্তর কালানুক্রম অনুযায়ী স্পষ্ট করে তোলার লক্ষ্যে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও দেশের বিদ্বৎসমাজের কাছে তা উপস্থাপনের জন্য গভীরভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।
- অনুসন্ধিৎসু হরপ্রসাদ প্রাচীন বাংলার পুঁথির খোঁজে চারবার নেপাল যান ১৮৯৭, ১৮৯৮, ১৯০৭ এবং ১৯২২ সালে। ১৯০৭ সালে তাঁর হাতে আসে বাংলার প্রাচীনতম কবিতা-সংগ্রহ চর্যাগীতির পুঁথি। দীর্ঘ ৭/৮ বৎসর পুঁথির রচনাগুলি গবেষণা করে তিনি আবিষ্কার করেন যে, গানগুলির ভাষা প্রাচীন বাংলা।
- ১৯১৬ সালে হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা গ্রন্থে দুটি দোহা কোষ ও ডাকর্ণব পুঁথির সঙ্গে চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয় পুঁথি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়।

Hello BCS

- চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয় বা চর্যাগানের সংকলনটি আবিষ্কার ও সম্পাদনা বাংলাভাষা ও সাহিত্যের গবেষণায় তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

উৎস : বাংলাপিডিয়া

8) দ্রোপদী কে ?

1) রামায়ণে সীতার সহচরী
2) মহাভারতে দুর্যোধনের স্ত্রী
3) রামায়ণে লক্ষণের প্রণয়পার্থী নারী
✔ 4) মহাভারতে পাঁচ ভাইয়ের স্ত্রী

ব্যাখ্যা : দ্রৌপদী হলেন মহাভারত মহাকাব্যের কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র। ইনি পঞ্চপাণ্ডবের সহধর্মিনী । সে মহাভারতের বীরাঙ্গনাদ্রৌপদী পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের কন্যা । দ্রুপদের কন্যা বলে তার নাম দ্রৌপদী ।
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষে যুধিষ্ঠির যখন হস্তিনাপুরের রাজা হন তখন তিনি পুনরায় রাণী হন । তিনি বিভিন্ন নামে পরিচিতা ।
পাঞ্চালের রাজকুমারী বলে তিনি পাঞ্চালী, যজ্ঞ থেকে তিনি উৎপন্ন হয়েছিলেন বলে যাজ্ঞসেনী, ভরতবংশের কুলবধু বলে তিনি মহাভারতী এবং তিনি সৈরিন্ধ্রী নামেও পরিচিতা কারণ অজ্ঞাতবাস কালে তিনি মৎস্যরাজ বিরাটের স্ত্রী সুদেষ্ণার কেশসংস্কারকারিনী ছিলেন ।
[তথ্যসূত্রঃ মহাভারত মহাকাব্য]

9) নিচের কোনটি ধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ নয় ?

✔ 1) প্রাতিপাদিক
2) অভিশ্রুতি
3) অপনিহিত
4) ধ্বনি-বিপর্যয়

ব্যাখ্যা : বিভক্তিহীন নাম শব্দকে প্রাতিপাদিক বলে। যেমনঃ মুখ, পা, বই ইত্যাদি। [তথ্যসূত্র : প্রমিত বাংলা ব্যকরণ ও নির্মিতি,২য় খণ্ড]

10)
সবচেয়ে বেশি চর্যার পদ পাওয়া গেছে কোন কবির ?

1) লুইপা
2) শবরপা
3) ভুসুকুপা
✔ 4) কাহ্নপা

ব্যাখ্যা :

Hello BCS

কাহ্নপা হচ্ছে চর্যাপদের সর্বাধিক পদকর্তা। তিনি মোট ১৩ টি পদ রচনা করেছেন। যেগুলি হচ্ছে ৭,৯,১০,১১,১২,১৩,১৮,১৯,২৪,৩৬,৪০,৪২,৪৫।

11) বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনীর সংখ্যা কত ?

✔ 1) ৭ টি
2) ৮ টি
3) ১১ টি
4) ৬ টি

ব্যাখ্যা : বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনির সংখ্যা সাতটি । যথা : অ, আ, ই, উ, এ, ও , অ্যা। বাংলা বর্ণমালায় স্বরবর্ণ, অর্ধমাত্রা ও স্বরবর্ণে পূর্ণমাত্রার বর্ণ যথাক্রমে ১১,৮ ও ৬ টি। [তথ্যসূত্রঃ বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (নবম-দশম শ্রেণি)]

12) কোন শব্দ জোড়া বিপরীতার্থক নয় ?

1) অনুলোম-প্রতিলোম
2) নশ্বর-শাশ্বত
3) গরিষ্ঠ-লঘিষ্ঠ
✔ 4) হৃষ্ট-পুষ্ট

ব্যাখ্যা : এখানে হৃষ্ট -পুষ্ট শব্দ জোরে একই ধরনের অর্থ প্রকাশ পায়। কারণ হৃষ্ট শব্দের বিপরীতার্থক বিষন্ন ; পুষ্ট শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ ক্ষীণ।

13) 'লবণ ' শব্দের বিশেষণ কোনটি ?

1) নোনতা
✔ 2) লবণাক্ত
3) লাবণ্য
4) ললিত

ব্যাখ্যা : 'লবণ' বিশেষ্য পদ। এর বিশেষণ লবণাক্ত। যা দ্বারা লবণের গুণ প্রকাশ পেয়েছে।

14) তেল নুন লকরি' কার রচিত গ্রন্থ?

1) প্রদ্যুম্ন মিত্র
2) প্রবোধ চন্দ্র সেন
✔ 3) প্রমথ চৌধুরী
4) প্রমথনাথ বিশি

ব্যাখ্যা : 'তেল নুন লকড়ি 'প্রমথ চৌধুরী রচিত বিখ্যাত প্রবন্ধ গ্রন্থ। তার উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ হলো : বীরবলের হালখাতা, নানা কথা ও প্রবন্ধ সংগ্রহ (১ম খন্ড ২য় খণ্ড)

Hello BCS

15) কোনটি রবীন্দ্র রচনার অন্তর্গত নয় ?

1) কালের যাত্রার ধ্বনী শুনতে কি পাও?
✔ 2) অগ্নিগ্রাসী বিশ্বত্রাসি জাগুক আবার আহ্লদান
3) প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে তাই হেরি তায় সকল খানে
4) কি আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে নদীর কূলে

ব্যাখ্যা : উপরিউক্ত উক্তিগুলোর মধ্যে "অগ্নিগ্রাসী বিশ্বত্রাসি জাগুক আবার আহ্লদান" উক্তিটি কাজী নজুল ইসলামের। তাই ইহা রবীন্দ্র রচনার অন্তর্গত নয়।

16) Consumer goods -এর উপযুক্ত বাংলা পরিভাষা কি ?

1) ভোক্তার কল্যাণ
✔ 2) ভোগ্যপণ্য
3) ক্রয়কৃত পণ্য
4) ক্রেতার গুণাগুণ

ব্যাখ্যা : Consumer goods -এর উপযুক্ত বাংলা পরিভাষা হল "ভোগ্য পণ্য"।

17) পরশ্ব শব্দটির অর্থ কী ?

✔ 1) পরশু
2) পরের ধন
3) কোকিল
4) পাশ্ববর্তী

ব্যাখ্যা : "পরশ্ব" শব্দের অর্থ হচ্ছে পরশু, বা আগামীকালের পরদিনে।

18) 'দ্বৈপায়ন' শব্দটির সন্ধিবিচ্ছেদ কী ?

1) দ্বীপ+আয়ন
✔ 2) দ্বীপ+অয়ন
3) দ্বিপ+অনট
4) দ্বীপ+অনট

ব্যাখ্যা : দ্বৈপায়ন = দ্বীপ + অয়ন হচ্ছে শুদ্ধ সন্ধিবিচ্ছেদ। (নিপাতনে সিদ্ধ)

19) কোনটি সার্থক বাক্যের গুণ নয়?

✔ 1) আসক্তি
2) যোগ্যতা
3) আকাঙ্ক্ষা
4) আসত্তি

Hello BCS

ব্যাখ্যা : একটি বাক্যকে সার্থক ও শুদ্ধ হতে হলে তিনটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার। এগুলো হচ্ছে :
১. আকাঙ্ক্ষা
২. আসত্তি
৩. যোগ্যতা

উৎস : বাংলা একাডেমির আধুনিক ব্যাকরণ।

20) জজ সাহেব কোন সমাসের উদাহরণ ?

1) দিগু
✔ 2) কর্মধারয়
3) দ্বন্দ্ব
4) বহুব্রীহি

ব্যাখ্যা : জজ সাহেব কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ। যার সঠিক ব্যাস বাক্য হচ্ছে যিনি জজ তিনি সাহেব = জজ সাহেব।

21) সমাচার দর্পন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন -

✔ 1) জন ক্লাক মার্শম্যান
2) জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন
3) উইলিইয়াম কেরি
4) ডেভিড হেয়ার

ব্যাখ্যা : সমাচার দর্পন বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র। জন ক্লাক মার্শম্যান এর সম্পাদনায় পত্রিকাটি ১৮১৮ সালে প্রকাশিত হয়।

22) নিচের কোন সাহিত্যিক আততায়ীর ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন ?

1) আবুল হাসান
2) হুমায়ুন কবির
✔ 3) সোমেন চন্দ্র
4) কল্যাণ মিত্র

ব্যাখ্যা : ১৯২০ সালের ২৪ মে তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন নরসিংদী জেলায়। ১৯৪২ সালের ৮ই মার্চ তিনি আততায়ীর হামলায় নিহত হন।

23) বাংলা সাহিত্যের সার্থক ট্রাজেডি নাটক কোনটি ?

✔ 1) কৃষ্ণকুমারী
2) শর্মিষ্ঠ্যা
3) সধবার একাদশী

Hello BCS

4) নীল দর্পন

ব্যাখ্যা : বাংলা সাহিত্যের প্রথম ট্রেজেডি নাটক হচ্ছে মাইকেল মধুসুদন দত্ত রচিত "কৃষ্ণকুমারী"। তার অন্যান্য বিখ্যাত নাটক হলো- পদ্মাবতী, শর্মিষ্ঠ্যা, মায়াকানন প্রভৃতি।

24) "তাম্বুল রাতুল হইল অধর পরশে" - এর অর্থ কি ?

✔ 1) ঠোঁটের পরশে পান লাল হলো
2) পানের পরশে ঠোঁট লাল হল
3) অস্তাচলগামী সূর্যের আভায় মুখ রক্তিম দেখা গেল
4) অস্তাচলগামী সূর্য ও মুখ একই রকম লাল হয়ে গেল

ব্যাখ্যা : পদ্মাবতী গ্রন্থে পদ্মাবতীর রূপ বর্ণনা খন্ডে মহাকবি আলাওল বলেন- "রক্ত উৎপল লাজে জলান্তরে বৈসে/তাম্বুল (পান) রাতুল হৈল অধর পরশে।।" অর্থ – ঠোঁটের পরশে পান লাল হলো। আলাওলের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এই 'পদ্মাবতী'।

25) কোন বাক্যটি সত্য ?

1) দৈন্যতা সর্বদা মহত্বের পরিচয় নয়
✔ 2) দৈন্য সর্বদা মহত্ত্বের পরিচায়ক নয়
3) দৈন্যতা সর্বদা মহত্বের পরিচায়ক নয়
4) দৈন্য সর্বদা মহত্বের পরিচায়ক নয়

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত বাক্যগুলোতে 'দৈনতা' এবং 'মহত্ব' শব্দ দুটি অশুদ্ধ। এদের শুদ্ধ রূপ হবে যথাক্রমে 'দৈন্য' এবং 'মহত্ত্ব'। [তথ্যসূত্র : প্রমিত বাংলা ব্যকরণ ও নির্মিতি,২য় খণ্ড]

26) কোন শব্দটি প্রত্যয় সাধিত ?

1) প্রলয়
✔ 2) খন্ডিত
3) নিঃশ্বাস
4) অনুপম

ব্যাখ্যা : খন্ড শব্দটির সাথে ইত প্রত্যয় যোগ হয়ে হয়েছে খন্ডিত। যেমনঃ খন্ড + ইত = খন্ডিত।

27) মিলির হাতের স্টেনগান' গল্পটি কার লেখা ?

✔ 1) আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
2) শহীদুল জহির
3) শওকত ওসমান
4) শওকত আলী

Hello BCS

ব্যাখ্যা : আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩ - ৪ জানুয়ারি ১৯৯৭) বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক।

28)
নিম্নোক্ত কোন উপন্যাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধোত্তর সময়ের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে?

1)
দেবেশ রায়ের "তিস্তা পাড়ের বৃত্তান্ত"

✔ 2)
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের "পূর্ব-পশ্চিম"

3)
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের "যাও পাখি"

4)
অভিজিৎ সেনের "রহুচন্ডালের হাড়"

ব্যাখ্যা : সুনীল গঙ্গেপাধ্যায়ের 'পূর্ব - পশ্চিম' উপন্যাসটিতে বিভাজনপূর্বক পূর্ব বাংলার একটি পরিবার '১৯৪৭ এর ভারত বিভাগের সময়কার পরিস্থিতি ,দেশত্যাগ ,উদ্বাস্তুদের জীবন, নতুন প্রজন্মের চিন্তাধারা, পশ্চিমবঙ্গের নকশাল আন্দোলন এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ স্থান পেয়েছে।

29) নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?

✔ 1) মনীষী
2) মনীষি
3) মনিষী
4) মনিষি

ব্যাখ্যা : মনীষী ১. /বিশেষণ পদ/ তীক্ষ্ণধী, বুদ্ধিমান্।

30) বাংলা ভাষায় শব্দ সাধন হয় না নিম্নের কোন উপায়ে ?

1) সমাস দ্বারা
✔ 2) লিঙ্গ পরিবর্তন দ্বারা
3) উপসর্গ দ্বারা
4) ক, খ, গ তিন উপায়ে

ব্যাখ্যা : লিঙ্গ পরিবর্তনের দ্বারা বাংলা ভাষার শব্দ সাধন হয় না। কিন্তু সমাস দ্বারা উপসর্গ যোগে প্রকৃত প্রত্যয় দ্বারা শব্দ গঠন করা হয়।

Hello BCS

31) কপাল কুন্ডলা কোন প্রকৃতির রচনা ?

✔ 1) রোমান্সমূলক উপন্যাস
2) ঐতিহাসিক উপন্যাস
3) বিয়োগন্তক উপন্যাস
4) সামাজিক উপন্যাস

ব্যাখ্যা : বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রোমান্টিক উপন্যাস কপাল কুন্ডলা। এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম রোমান্টিক উপন্যাস। "পথিক তুমি কি পথ হারাইয়াছ?" এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম রোমান্টিক সংলাপ।

32) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষের আদিবসতি কোথায় ছিল?

✔ 1) খুলনার দক্ষিন ডিহি
2) কুষ্টিয়ার শিলাইদহ
3) ছোটনাগপুর মালভূমি
4) যশোরের কেশবপুর

ব্যাখ্যা : রবীন্দ্রনাথের পূর্ব পুরুষেরা খুলনা জেলার রূপসা উপজেলা পিঠাভোগে বাস করতেন।

33) জল শব্দের সমার্থক নয় কোনটি ?

1) সলিল
2) উদক
✔ 3) জলধি
4) নীর

ব্যাখ্যা : জল শব্দের সমার্থক শব্দ পানি, বারি, উদক, নীর, অপ, পয়, সলিল ইত্যাদি। জলধি শব্দের সমার্থক শব্দ সাগর, সমুদ্র, পাথার, বারিধি ইত্যাদি।

34) মঙ্গলকাব্যের কবি নন কে ?

1) কানাহরি দত্ত
2) মাণিক দত্ত
3) ভারত চন্দ্র
✔ 4) দাশুরায়

ব্যাখ্যা : দাশু রায় পাঁচালী গানের খ্যাতিমান কবি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি নিজেই পাঁচালীর দল বেঁধে গান গাইতেন। [তথ্যসূত্রঃ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা,সৌমিত্র শেখর]

Hello BCS

♣ উত্তরপত্র

৩৬তম বিসিএস বাংলা

Total questions : 35 Total marks : 35

---

1) রবীন্দ্র' এর সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি ?

1) রবি+ঈন্দ্র
2) রবী+ইন্দ্র
✔ 3) রবি+ইন্দ্র
4) রবী+ঈন্দ্র

ব্যাখ্যা : ই - কার কিংবা ঈ - কারের পর ই - কার কিংবা ঈ - কার থাকলে উভয় মিলে দীর্ঘ ঈ - কার হয়। ঈ - কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত হয়।
রবি + ইন্দ্র = রবীন্দ্র।

2) নিচের কোন উপন্যাসে গ্রামীণ সমজের জীবনের চিত্র প্রাধন্য লাভ করেনি ?

1) গণদেবতা
2) পদ্মানদীর মাঝি
✔ 3) সীতারাম
4) পথের পাচাঁলী

ব্যাখ্যা : রাজনৈতিক উপন্যাস- সীতারাম (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) ; গ্রামীণ সমাজ জীবনের চিত্র প্রাধন্য পেয়েছেঃ গণদেবতা- তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, পদ্মানদীর মাঝি- মানিক বন্দোপাধ্যায়, পথের প্যাচাঁলী- বিভূতিভূষণ।

3) কোনটি কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাস ?

1) রিক্তের বেদন
2) সর্বহারা
3) আলেয়া
✔ 4) কুহেলিকা

ব্যাখ্যা : কাজী নজরুল ইসলামের- রিক্তের বেদনঃ গল্পগ্রন্থ, সর্বহারা- কাব্যগ্রন্থ, আলেয়া- নাটক, কুহেলিকা- উপন্যাস। [তথ্যসূত্র - বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, সৌমিত্র শেখর]

4) নিচের কোনটি বিশেষ্য পদ ?

1) জাত
2) গৈরিক
3) উদ্ধত
✔ 4) গাম্ভীর্য

Hello BCS

ব্যাখ্যা : জাত(বিশেষণ পদ)- জন্মেছি এমন, উৎপন্ন, জন্ম ; গৈরিক(বিশেষণবাচক)- গিরিমাটির বর্ণবিশিষ্ট ; উদ্ধত(বিশেষণবাচক)- যার স্বভাবে বিণয়ের অভাব ; গাম্ভীর্য(বিশেষ্যবাচক)- গম্ভীরভাব বা গম্ভীরতা।

5) কোনটি উপন্যাস নয়?

1) দিবারাত্রির কাব্য
2) হাঁসুলি বাঁকের উপকথা
✔ 3) কবিতার কথা
4) পথের পাঁচালী

ব্যাখ্যা : দিবারাত্রির কাব্য(উপন্যাস)- মানিক বন্দোপাধ্যায় ; হাঁসুলি বাঁকের উপকথা(উপন্যাস)-তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় ; কবিতার কথা(প্রবন্ধগ্রন্থ)- জীবনানন্দ দাস ; পথের পাঁচালী(উপন্যাস)- বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়। [তথ্যসূত্রঃ ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা- সৌমিত্র শেখর]

6) কোনটি শওকত ওসমানের রচনা নয় ?

1) চৌরসন্ধি
2) ক্রীতদাসের হাসি
✔ 3) ভেজাল
4) বনি আদম

ব্যাখ্যা : চৌরসন্ধি, ক্রীতদাসের হাসি, বনি আদম- শওকত ওসমানের উপন্যাস। ভেজাল সুকান্ত ভট্টাচার্য রচিত বিখ্যাত কবিতা।

7) ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর মুখপত্ররূপে কোন পত্রিকা প্রকাশিত হয় ?

1) বঙ্গদূত
✔ 2) জ্ঞানান্বেষণ
3) জ্ঞানাঙ্কুর
4) সংবাদ প্রভাকর

ব্যাখ্যা : বঙ্গদূতঃ সম্পাদক- নীলমণি হালদার, প্রকাশকাল- ১৮২৯ ; জ্ঞানান্বেষণঃ সম্পাদক- ইয়ং বেঙ্গল, প্রকাশকাল- ১৮৩১ ; জ্ঞানাঙ্কুরঃ সম্পাদক- শ্রীকৃষ্ণ দাস, প্রকাশকাল- ১৮০২ ;সংবাদ প্রভাকরঃ সম্পাদক- ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, প্রকাশকাল- ১৮৩১।

8) নিচের কোন চরিত্র দুটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘরে বাইরে উপন্যাসের ?

1) বিহারী-বিনোদিনী
✔ 2) নিখিলেস-বিমলা
3) মধূসুদন-কুমুদিনী
4) অমিত-লাবণ্য

Hello BCS

ব্যাখ্যা : বিহারী-বিনোদিনীঃ চোখের বালি, নিখিলেস-বিমলাঃ ঘরে-বাইরে, মধুসুদন-কুমুদিনীঃ যোগাযোগ, অমিত-লাবণ্যঃশেষের কবিতা।

9) প্রকর্ষ শব্দের সমার্থক শব্দ -

1) উৎকর্ষতা
2) অপকর্ম
✔ 3) উৎকর্ষ
4) অপকর্মতা

ব্যাখ্যা : প্রকর্ষ বিশেষ্যবাচক শব্দটির সমার্থক শব্দঃ উৎকর্ষ, শ্রেষ্ঠত্ব, উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি।

10) 'বিষাদ-সিন্ধু' একটি -

1) গবেষণা গ্রন্থ
2) ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ
✔ 3) ইতিহাস আশ্রয়ী উপন্যাস
4) আত্মজীবনী

ব্যাখ্যা : বিষাদ-সিন্ধু হল মীর মশাররফ হোসেন রচিত একটি মহাকাব্যিক উপন্যাস। বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় ও প্রাচীনতম উপন্যাসগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। হিজরি ৬১ সালে সংঘটিত কারবালার যুদ্ধ ও এর পূর্বাপর ঘটনাবলী এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য বিষয়। এটি যথাক্রমে ১৮৮৫, ১৮৮৭ ও ১৮৯১ সালে তিন ভাগে প্রকাশিত হয় ; পরবর্তীতে সেগুলি একখন্ডে মুদ্রিত হয় ১৮৯১সালে। তৎকালীন রীতি অনুযায়ী এই উপন্যাস সাধু ভাষায় লেখা হয়েছে। [তথ্যসূত্র - বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, সৌমিত্র শেখর]

11) কোনটি কাজী নজরুল ইসলামের রচনা নয় ?

1) ছায়ানট
2) চক্রবাক
3) রুদ্রমঙ্গল
✔ 4) বালুচর

ব্যাখ্যা : নজরুল ইসলাম রচিতঃ ছায়ানট, চক্রবাক, রুদ্রমঙ্গল। বালুচর- জসীমউদ্দীন রচিত।

12) বাংলা (দেশ ও ভাষা) নামের উৎপত্তির বিষয়টি কোন গ্রন্থে সর্বাধিক উল্লেখিত হয়েছে ?

1) আলমগীর নামা
✔ 2) আইন-ই-আকবরী
3) আকবর নামা
4) তুজুক ই আকবরী

ব্যাখ্যা : আবুল ফজল রচিত "আকবর নামা" গ্রন্থের তৃতীয় খন্ডের নাম আইন ই আকবরী। এই গ্রন্থে সর্বপ্রথম দেশ ও ভাষা বাচক "বাংলা" শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

Hello BCS

13) হরিনাথ মজুমদার সম্পাদিত পত্রিকার নাম কি?

1) বিধিধার্য সংগ্রহ
2) কাব্য প্রকাশ
3) অবকাশ রঞ্জিকা
✔ 4) গ্রামবার্তা প্রকাশিকা

ব্যাখ্যা : ■গ্রামবার্তা প্রকাশিকা উনিশ শতকের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসিক পত্রিকা। ১৮৬৩ সালের এপ্রিল মাসে কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের সম্পাদনায় এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। পরের বছর (১২৭১ বঙ্গাব্দের আষাঢ়) থেকে এটি পাক্ষিক এবং ১৮৭১ সাল (১২৭৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ) থেকে সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। প্রথমদিকে পত্রিকাটি মুদ্রিত হতো কলকাতার গিরিশ বিদ্যারত্ন প্রেস থেকে ; পরে ১৮৬৪ সালে কুমারখালিতে মথুরানাথ যন্ত্র স্থাপিত হলে সেখান থেকে মুদ্রিত হতে থাকে। এ ছাপাখানাটি ১৮৭৩ সালে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র পিতা মথুরানাথ মৈত্রেয় হরিনাথকে দান করেন।

14) বহুব্রীহি সমাসবদ্ধ পদ কোনটি ?

1) জনশ্রুতি
✔ 2) অনমনীয়
3) খাসমহল
4) তপোবন

ব্যাখ্যা : জনশ্রুতি= জন+শ্রুতি (তৃতীয়া তৎপুরুষ) ; অনমনীয়= নেই নমন যার (নঞ বহুব্রীহি সমাস) ; খাসমহল=খাস যে মহল(কর্মধারয়) ; তপোবন= তাপের নিমিত্তে বন (৪র্থ তৎপুরুষ)।

15) এন্টনি ফিরিঙ্গি কী জাতীয় সাহিত্যের রচয়িতা ?

✔ 1) কবিগান
2) পুঁথি সাহিত্য
3) নাথ সাহিত্য
4) বৈষ্ণব পদ সাহিত্য

ব্যাখ্যা : এন্টনি ফিরিঙ্গি কবিগান রচয়িতা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সুবিশাল পরিসরের শেষ পর্যায়ে কবিগানের উদ্ভব ঘটেছিল। তখন মুসলমানরা পুঁথি সাহিত্য এবং হিন্দুরা কবিগান রচনায় মনোনিবেশ করেছিল। পুঁথি সাহিত্যের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য ছিলেন ফকির - গরীবুল্লাহ, সৈয়দ হামজা, মোহাম্মদ দানেশ। আর কিবওয়ালাদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য ছিলেন গোঁজলা গুই, হরু ঠাকুর, নিতাই বৈরাগী ও এন্টনি ফিরিঙ্গি। লৌলিক -অলৌলিক কাহিনি নিয়ে বাংলা ভাষায় যেসব সাহিত্য রচিত হয়েছে তাকে নাথ সাহিত্য বলে। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলা নিয়ে বাংলা ভাষায় (এবং ব্রজবুলিতে) এক বিপুলকায় সাহিত্য রচিত হয়েছে, রাধা -কৃষ্ণের সেই প্রণয়লীলার কাহিনি নিয়ে রচিত পদসমূহকে সংক্ষেপে বৈষ্ণব পদসাহিত্য বলে। তথ্যসূত্রঃ জিজ্ঞাসা,সোমিত্র শেখর

Hello BCS

16) সবুজপত্র' প্রকাশিত হয় কোন সালে ?

1) ১৯০৯
2) ১৯১০
✔ 3) ১৯১৪
4) ১৯২১

ব্যাখ্যা : ১৯১৪ সালে প্রকাশিত হয় "সবুজপত্র" পত্রিকাটি। সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী। এই পত্রিকার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে গদ্যরীতির প্রচলন শুরু হয়।

17) নিচের কোন শব্দটি প্রত্যয়যোগে গঠিত হয়নি?

1) ফলবান
✔ 2) শুভেচ্ছা
3) সভাসদ
4) তস্বী

ব্যাখ্যা : 'শুভেচ্ছা' শব্দটি সন্ধিসাধিত শব্দ। 'অ' -কার কিংবা 'আ' -কারের পর 'ই'-কার কিংবা 'ঈ' -কার থাকলে উভয়ে মিলে এ-কার হয়' যেমন : অ + ই =এ ; শুভ + ইচ্ছা = শুভেচ্ছা । তস্বী (তনু + ঈ) প্রত্যয় ও সন্ধি -উভয় সাধিত শব্দ। এছাড়া সভাসদ (সভা + সদ) ও ফলবান (ফল +বান) প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দ। সে অনুযায়ী সঠিক উত্তর (খ) ।

18) মুনীর চৌধুরী অনূদিত নাটক কোনটি?

1) রক্তাক্ত প্রান্তর
2) চিঠি
3) কবর
✔ 4) মুখরা রমণী বশীকরণ

ব্যাখ্যা : মুনীর চৌধুরী উইলিয়াম শেক্সপিয়রের 'The Taming of The Shrew' নাটকের অনুবাদ করেন 'মুখরা রমণী বশীকরণ' নামে।
- তাঁর আরো দুটি অনুবাদ নাটক- 'কেউ কিছু বলতে পারে না ও রূপার কৌটা'।

মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১)
- মুনীর চৌধুরী সমকালীন জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গেও নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সম্পৃক্ত করেছিলেন।
- ১৯৭১ সালের মার্চে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে তিনি পাকিস্তান সরকারের দেওয়া সিতারা-ই-ইমতিয়াজ (১৯৬৬) খেতাব বর্জন করেন।
- মুনীর চৌধুরী মঞ্চ, বেতার, টেলিভিশন এবং চলচ্চিত্র মাধ্যমে নাট্যকার, নির্দেশক, অভিনেতা ও সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন।
- তাঁর একটি বিশেষ কীর্তি বাংলা টাইপ রাইটারের কি-বোর্ড (১৯৬৫) উদ্ভাবন, যা 'মুনীর অপটিমা' নামে পরিচিত।

Hello BCS

তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক-
- কবর (১৯৬৬),
- চিঠি (১৯৬৬),
- দন্ডকারণ্য (১৯৬৬)
- পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য (১৯৬৯)
- কেউ কিছু বলতে পারে না (১৯৬৭),
- রূপার কৌটা (১৯৬৯),
- মুখরা রমণী বশীকরণ (১৯৭০) ইত্যাদি

উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর এবং বাংলাপিডিয়া।

19) 'বন্ধন' শব্দের সঠিক অক্ষরবিন্যাস কোনটি ?

1) ব+ন+ধ+ন
✔ 2) বন্ + ধন্
3) ব+দ্ধ+ন
4) বান+ধন

ব্যাখ্যা : সাধারণ অর্থে অক্ষর বলতে বর্ণ বা হরফ (Letter) - কে বোঝালে ও প্রকৃত অর্থে অক্ষর ও বর্ণ পরস্পরের প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ নয়। অক্ষর হচ্ছে বাগযন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ। আর বর্ণ বা হরফ হচ্ছে ধ্বনির চক্ষুগ্রাহ্য লিখিতরুপ বা ধ্বনি - নির্দেশক চিহ্ন বা প্রতীক। ইংরেজিতে আমরা যাকে Syllable বলে অভিহিত করি , তাই অক্ষর । উদাহরণস্বরুপ , ইংরেজি 'Incident' শব্দে 'In - ci - dent' - এ তিনটি Syllable আছে। এই তিনটি Syllable - ই হলো অক্ষর। কিন্তু , আলাদাভাবে ' I - n - c - i - d - e - n - t' - এগুলো অক্ষর নয় ; এগুলো বর্ণ বা হরফ। তদ্রুপ , বাংলা 'বন্ধন' শব্দেও বন্ + ধন্ - - এ দুটো অক্ষর। কিন্তু ব + ন্ + ধ্ + ন্ - - এগুলো অক্ষর নয় ; এগুলো বর্ণ বা হরফ।

20) কোনটি জসীমউদ্দীনের নাটক ?

1) রাখালী
2) মাটির কান্না
✔ 3) বেদের মেয়ে
4) বোবা কাহিনী

ব্যাখ্যা : জসীমউদ্দীনের রাখালী এবং মাটির কান্না কাব্যগ্রন্থ, বোবা কাহিনী উপন্যাস। ব্যতিক্রমঃ বেদের মেয়ে এটি লোকনাট্য/নাটক।
পল্লী কবি জসীমউদ্দিনের উল্লেখযোগ্য নাটক পদ্মপাড় (১৯৫০), বেদের মেয়ে (১৯৫১), মধুমালা ১৯৫১, পল্লীবধূ ১৯৫৬, গ্রামের মেয়ে ইত্যাদি।

Hello BCS

21) তোহফা' কাব্যটি কে রচনা করেন ?

1) দৌলত কাজী
2) মাগন ঠাকুর
3) সারিবিদ খান
✔ 4) আলাওল

ব্যাখ্যা : মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ মুসলিম কবি আলাওল। তার কাব্যগ্রন্থ তোহফা, পদ্মাবতী, সিকান্দারনামা, সয়ফুলমূলক-বদিউজ্জামাল।

22) নিচের কোন শব্দে নত্ব বিধি অনুসারে ণ-এর ব্যবহার হয়েছে।

1) কল্যাণ
✔ 2) প্রবণ
3) বিপণি
4) নিষ্কণ

ব্যাখ্যা : 'কল্যাণ' 'নিষ্কণ' ও 'বিপণি' - শব্দগুলো 'ণ' - এর স্বভাবগত নিয়মে গঠিত হয়েছে। অন্যদিকে প্র, পরি, নির - এ তিনটি উপসর্গের পর 'প' - বর্গের ৫ টি (প, ফ,ব,ভ,ম) বর্ণ থাকলে তারপরে 'ন' ধ্বনি থাকলে তা মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন : প্রবণ , প্রমাণ ইত্যাদি। সুতরাং সঠিক উত্তর (খ)।

23) “Null and Void”- এর বাংলা পরিভাষা –

✔ 1) বাতিল
2) পালাবদল
3) নিরপেক্ষ
4) মামুলি

ব্যাখ্যা : ▪Canceled, invalid, as in The lease is now null and void. This phrase is actually redundant, since null means “void,” that is, “ineffective.” It was first recorded in 1669.

24) বিজ্ঞান' শব্দের যুক্তবর্ণের সঠিক রূপ কোনটি ?

✔ 1) জ+ঞ
2) ঞ+গ
3) ঞ+জ
4) গ+ঞ

ব্যাখ্যা : জ্ঞ→ জ+ঞ= বিজ্ঞান, জ্ঞান, জ্ঞানী, জ্ঞানের আলো।

Hello BCS

25) আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি' কবিতাটি কার লেখা ?

1) শামসুর রহমান
2) আল মাহমুদ
3) আবুল ফজল
✔ 4) আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

ব্যাখ্যা : আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি" কবিতাটি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ এর লেখা। কবিতাটি "আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি" কাব্যগ্রন্থ থেকে গৃহিত।

26) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক নাটক-

1) নূরুলদীনের সারা জীবন
2) রক্তাক্ত প্রান্তর
3) সুবচন নির্বাসনে
✔ 4) পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়

ব্যাখ্যা : ”পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়” নাটকটি সৈয়দ শামসুল হকের প্রথম কাব্যনাট্য । ১৯৭৫ সালের ১ মে থেকে ১৩ জুন পর্যন্ত লন্ডনের হ্যাম্পস্টেডে তিনি নাটকটি রচনা করেছেন । মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক এ নাটকটি প্রথম মঞ্চায়িত হয়েছিল ১৯৭৬ সালের ২৫ নভেম্বর । ঢাকার মহিলা সমিতিতে নাটকটি মঞ্চায়ন করেছিল নাট্যদল “থিয়েটার”।

27) বাংলা বর্ণমালায় অর্ধমাত্রার বর্ণ কয়টি ?

1) ৭টি
2) ৯টি
3) ১০টি
✔ 4) ৮টি

ব্যাখ্যা : বাংলা বর্ণমালায় অর্ধ মাত্রার বর্ণগুলো হচ্ছে ঋ, খ, গ,ণ,থ,ধ,প,শ।

28) 'মিথ্যাবাদী্কে সবাই অপছন্দ করে' বাক্যটি নেতিবাচক করলে কী হয় ?

1) মিথ্যাবাদীকে সবাই পছন্দ করে
2) মিথ্যাবাদীকে সবাই পছন্দ না করে পারে না
✔ 3) মিথ্যাবাদীকে কেউ পছন্দ করে না
4) মিথ্যাবাদীকে কেউ অপছন্দ করে না

ব্যাখ্যা : "মিথ্যাবাদী্কে সবাই অপছন্দ করে" বাক্যটি নেতিবাচক করলে হয় মিথ্যাবাদীকে কেউ পছন্দ করে না।

29) কোনটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের পত্রকাব্য ?

1) ব্রজাঙ্গনা

Hello BCS

2) বিলাতের পর
✔ 3) বীরাঙ্গনা
4) হিমালয়

ব্যাখ্যা : বীরাঙ্গনা মাইকেল মধুসুদন দত্তের পত্র কাব্য। এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্র কাব্য।

30) মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কোন ধর্মপ্রচারক -এর প্রভাব অপরিসীম ?

✔ 1) শ্রীচৈতন্যদেব
2) শ্রীকৃষ্ণ
3) আদিনাথ
4) মনোহর দাশ

ব্যাখ্যা : শ্রীচৈতন্য দেব বা চৈতন্য মহাপ্রভু (১৪৮৬ খ্রিঃ – ১৫৩৩ খ্রিঃ) ছিলেন ভারতবর্ষে আবির্ভূত এক বহু লোকপ্রিয় বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ও ধর্মগুরু মহাপুরুষ এবং ষোড়শ শতাব্দীর বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক। তিনি গৌড়বঙ্গের নদিয়া অন্তর্গত নবদ্বীপে (অধুনা পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলা) হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রীজগন্নাথমিশ্র ও শ্রীমতী শচীদেবীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল প্রেমাবতার বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ছিলেন শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উল্লিখিত দর্শনের ভিত্তিতে ভক্তিযোগ ভাগবত দর্শনের বিশিষ্ট প্রবক্তা ও প্রচারক। তিনি বিশেষত পরম সত্ত্বা রাধা ও কৃষ্ণের উপাসনা প্রচার করেন। [তথ্যসূত্রঃ দৈনিক পত্রিকা]

31) মধ্যযুগের শেষ কৰি ভারতচন্দ্র রায়গুনাকর কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?

1) ১৭৫৬
2) ১৭৬২
✔ 3) ১৭৬০
4) ১৭৫২

ব্যাখ্যা : রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় (১৭১২ – ১৭৬০) অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি ও মঙ্গলকাব্যের সর্বশেষ শক্তিমান কবি। হাওড়া জেলার পেড়ো-বসন্তপুরে জন্ম হলেও পরবর্তী জীবনে তিনি নদিয়ার কৃষ্ণনগর রাজপরিবারের আশ্রয় গ্রহণ করেন। নদিয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় অন্নদামঙ্গল কাব্যের স্বীকৃতিতে তাকে 'রায়গুণাকর' উপাধিতে ভূষিত করেন। অন্নদামঙ্গল ও এই কাব্যের দ্বিতীয় অংশ বিদ্যাসুন্দর তার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। সংস্কৃত, আরবি, ফারসি ও হিন্দুস্তানি ভাষার মিশ্রণে আশ্চর্য নতুন এক বাগভঙ্গি ও প্রাচীন সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণে বাংলা কবিতায় নিপুণ ছন্দপ্রয়োগ ছিল তার কাব্যের বৈশিষ্ট্য। তার কাব্যের অনেক পঙ্‌ক্তি আজও বাংলা ভাষায় প্রবচনতুল্য। যথাযথভাবেই রবীন্দ্রনাথ তার কাব্যকে তুলনা করেন "রাজকণ্ঠের মণিমালা"-র সঙ্গে। তার আর একটি বিখ্যাত কাব্য সত্যপীরের পাঁচালী। ভারতচন্দ্র ১৭৬০ সালে মৃত্যুবরণ করেন এবং তার মৃত্যুর সাথে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের সমাপ্তি হয়।

32) রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' গ্রন্থটির প্রণেতা-

1) উইলিয়াম কেরি
2) গোলকনাথ শর্মা
✔ 3) রামরাম বসু

Hello BCS

4) হরপ্রসাদ রায়

ব্যাখ্যা : রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে প্রকাশিত একটি বাংলা গ্রন্থ । এর লেখক রামরাম বসু । এই গ্রন্থটিকে বাংলা ভাষায় কোন বাঙ্গালী লিখিত লিখিত প্রথম গদ্যগ্রন্থ বিবেচনা করা হয়। এটি সর্বপ্রথম ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে কলকাতা শহর থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে মুদ্রিত হয়েছিল। এটি একটি জীবনী গ্রন্থ। উইলিয়াম কেরি- কথোপকথন ; গোলোকনাথ শর্মা - হিতোপদেশ ; হরপ্রসাদ রায়- পুরুষপরীক্ষা।

33) ‘ হেড মৌলভী’ কোন কোন ভাষার শব্দ যোগে গঠিত হয়েছে?

✔ 1) ইংরেজি + ফার্সি
2) তুর্কি + আরবি
3) ইংরেজি + পর্তুগিজ
4) ইংরেজি + আরবি

ব্যাখ্যা : যেসব শব্দ দেশি ও বিদেশি ভাষার সংমিশ্রণে কিংবা দুটি ভাষার দুটি শব্দের মিলনে গঠিত হয়, তাকে মিশ্র শব্দ বলে। যেমন ; 'হেডমৌলভী' (ইংরেজি + ফারসি) দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। এরকম আর ও কিছু শব্দ হলো : হাটবাজার (বাংলা + ফারসি) ; চৌহদ্দি (ফারসি + আরবি) ; রাজ -বাদশা (তৎসম + ফারসি) ইত্যাদি।

34) 'সে আমার চেনা লোক' -বাক্যে 'চেনা' কোন পদ?

1) বিশেষ্য
2) অব্যয়
✔ 3) বিশেষণ
4) ক্রিয়া

ব্যাখ্যা : - যে পদ দ্বারা বিশেষ্য সর্বনাম বা ক্রিয়াপদের দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যা পরিমান ইত্যাদি প্রকাশ করে তাকে বিশেষণ পদ বলে।
- এ বাক্যে চেনা শব্দটি দ্বারা লোকটির পরিচিতি বা অবস্থা প্রকাশ করেছে তাই এটি বিশেষণ পদ।
- এছাড়াও, বাংলা একাডেমী আধুনিক বাংলা অভিধান অনুসারে ‘চেনা’ বিশেষণ পদ।

35) ‘একখানি ছোট ক্ষেত আমি একেলা’ - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন কবিতার চরণ ?

✔ 1) সোনার তরী
2) চিত্রা
3) মানসী
4) বলাকা

Hello BCS

ব্যাখ্যা : সোনার তরী" - রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ।
এটি ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত হয়।
একখানি ছোট ক্ষেত আমি একেলা - - উক্ত চরণটি সোনার তরী কবিতার অংশ বিশেষ।
কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।

ঘরে বসেই পড়ুন আর পরীক্ষা দিন হ্যালো বিসিএস এপে। ওয়েবসাইটে এক্সাম দিতে ভিজিট করুনঃ live.hellobcs.com

Hello BCS

♣ উত্তরপত্র

৩৭ তম বিসিএস বাংলা

Total questions : 35 Total marks : 35

---

1) বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে নির্মিত 'ধীরে বহে মেঘনা' চলচ্চিত্রের নির্মাতা কে ?

✔ 1) আলমগীর কবির
2) খান আতাউর রহমান
3) হুমায়ুন আহমেদ
4) সুভাষ দত্ত

ব্যাখ্যা : বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে নির্মিত "ধীরে বহে মেঘনা" চলচ্চিত্রের নির্মাতা আলমগীর কবির। ১৯৭৩ সালে তিনি এটি নির্মাণ করেন।

2) ভাষা আন্দোলনভিত্তিক প্রথম পত্রিকার সম্পাদকের নাম কি ?

1) মুনীর চৌধুরী
✔ 2) হাসান হাফিজুর রহমান
3) শামসুর রহমান
4) গাজীউল হক

ব্যাখ্যা : হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদনায় ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হয় ভাষা আন্দোলনভিত্তিক প্রথম সংকলন "একুশে ফেব্রুয়ারী" এবং তাঁর অন্যতম সম্পাদিত গ্রন্থ "বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল"।

3) গোরক্ষ বিজয়' কাব্য কোন ধর্মমতের কাহিনী অবলম্বনে লেখা ?

1) শৈবধর্ম
2) বৌদ্ধ সহজযান
✔ 3) নাথধর্ম
4) কোনটিই নয়

ব্যাখ্যা : গোরক্ষ বিজয়" কাব্য নাথ ধর্মমতের কাহিনী অবলম্বনে লেখা। এর লেখক শেখ ফয়জুল্লাহ। নাথ সাহিত্য মূলত ষোড়শ শতাব্দীর রচনা।

4) মুহম্মদ আবদুল হাই রচিত ধ্বনিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের নাম কী?

1) বাংলা ধ্বনিবিজ্ঞান
2) আধুনিক বাংলা ধ্বনিবিজ্ঞান
3) ধ্বনিবিজ্ঞানের কথা
✔ 4) ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব

Hello BCS

ব্যাখ্যা : মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯ - ১৯৬৯) শিক্ষাবিদ ধ্বনিতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক । তিনি প্রবন্ধ ও গবেষণার জন্য ১৯৬১ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন। তার ধ্বনিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের নাম 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব (১৯৬৪) । [তথ্যসূত্র - বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, সৌমিত্র শেখর]

5) 'আমি এ কথা, এ ব্যাথা, সুখব্যাকুলতা কাহার চরণতলে দিব নিছনি।' রবীন্দ্রনাথের এ গানে 'নিছনি' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ?

1) অপনোদন অর্থে
✔ 2) পূজা অর্থে
3) বিলানো অর্থে
4) উপহার অর্থে

ব্যাখ্যা : "আমি এ কথা, এ ব্যাথা, সুখব্যাকুলতা কাহার চরণতলে দিব নিছনি।" রবীন্দ্রনাথের এ গানে "নিছনি" পূজা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ?

6) কোন বাক্যটি শুদ্ধ ?

1) আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত
✔ 2) তার কথা শুনে আমি আশ্চর্যান্বিত হলাম
3) তোমার পরশ্রীকাতরতায় আমি মুগ্ধ
4) সেদিন থেকে তিনি সেখানে আর যায় না

ব্যাখ্যা : তার কথা শুনে আমি আশ্চর্যান্বিত হলাম- এই বাক্যটি শুদ্ধ।

7)
শৃঙ্গার রসকে বৈষ্ণব পদাবলিতে কী রস বলে ?

1) ভাবরস
✔ 2) মধুর রস
3) প্রেমরস
4) লীলারস

ব্যাখ্যা :

শৃঙ্গার রসকে বৈষ্ণব পদাবলিতে মধুর রস বলে। বৈষ্ণব পদাবলিতে পাচঁটি রসের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথাঃ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর।

8) জলে-স্থলে' কী সমাস ?

1) সমার্থক দ্বন্দ
2) বিপরীতার্থক দ্বন্দ
✔ 3) অলুক দ্বন্দ

Hello BCS

4) একশেষ দ্বন্দ

ব্যাখ্যা : যে দ্বন্দ্ব সমাসে সমস্যমান পদের বিভক্তি সমস্তপদে অক্ষুণ্ন থাকে তাকে অলুক দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন - জলে - স্থলে, হাতে - কলমে, দুধে - ভাতে , দেশে - বিদেশে ইত্যাদি।
সম অর্থপূর্ণ দুটি পদের মিলন হলে তাকে বলা হয় সমার্থক দ্বন্দ্ব। যেমন - হাট ও বাজার = হাট - বাজার।
অর্থের দিক থেকে যে দ্বন্দ্ব পরস্পরের মধ্যে বিরোধ বা বৈপরীত্য বুঝায়, তাকে বলা হয় বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব । যেমন - আয় ও ব্যয় = আয় - ব্যয়।
যে সমাসে অন্যান্য পদের বিলুপ্তি ঘটিয়ে প্রথম পদটির সঙ্গে শেষ পদটির সামঞ্জস্য রচিত হয়, তাকে বলে একশেষ দ্বন্দ্ব। যেমন - জায়া ও পতি = দম্পতি।

9) কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতায় 'কালাপাহাড়' কে স্মরণ করেছেন কেন ?

1) ব্রাহ্মণযুগের নব মুসলিম ছিলেন বলে
2) ইসলামের গুণকীর্তন করেছিলেন বলে
3) প্রাচীন বাংলার বিদ্রোহী ছিলেন বলে
✔ 4) প্রচলিত ধর্ম ও সংস্কার বিদ্বেষী ছিলেন বলে

ব্যাখ্যা : 'সাম্যবাদী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'মানুষ' কবিতায় কবি কাজী নজরুল ইসলাম যারা পবিত্র উপাসনালয়ের দরজা বন্ধ করে , তাদের ধ্বংসের জন্য কালাপাহাড়কে স্মরণ করেছেন। "কালাপাহাড়" প্রচলিত ধর্ম ও সংস্কার বিদ্বেষী এর প্রতীক। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতায় "কালাপাহাড়" কে এর জন্য যথার্থ স্মরণ করেছেন।

10) শাক্ত পদাবলির জন্য বিখ্যাত-

1) রামনিধি গুপ্ত
2) দাশরথি রায়
3) এন্টনি ফিরিঙ্গি
✔ 4) রামপ্রসাদ সেন

ব্যাখ্যা : শাক্তসঙ্গীত/শ্যামাসঙ্গীত রচনা করে বিখ্যাত হয়েছিলেন রামপ্রসাদ সেন। তিনি শাক্ত পদাবলীর আদি ও শ্রেষ্ঠ কবি। তার গানের সুর 'রামপ্রসাদি সুর' নামে পরিচিত। তার রচিত শ্যামাসঙ্গীতের সংখ্যা প্রায় তিনশ। টপ্পা গান কলকাতা অঞ্চলের একটি লৌকিক গান। এটি পাঞ্জাব অঞ্চলের মূল গানের সাথে মিল থাকলেও বাংলায় এটি রাগাশ্রয়ী গান হিসেবে পরিচিত। রামনিধি গুপ্ত (নিধু বাবু) এর উদ্ভাবক বলে পরিচিত। দাশরথি রায় ছিলেন একজন ভারতীয় বাঙালি স্বভাবকবি এবং পাঁচালিকার। এন্টনি ফিরিঙ্গি কবিগান রচিয়তা হিসেবে পরিচিত।
[তথ্যসূত্র - বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, সৌমিত্র শেখর]

11) ‘বিস্ময়াপন্ন’ সমস্ত পদটির সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি?

1) বিস্ময়ে যে আপন্ন
2) বিস্ময়ে আপন্ন
✔ 3) বিস্ময়কে আপন্ন
4) বিস্ময় দ্বারা আপন্ন

Hello BCS

ব্যাখ্যা : পূর্বপদের বিভক্তি (কে, রে) ইত্যাদি লোপ হয়ে যে সমাস হয়, তাকে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস বলে। যথা- দুঃখকে প্রাপ্ত = দুঃখপ্রাপ্ত, বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন, বইকে পড়া = বই-পড়া, বিস্ময়কে আপন্ন।

12) 'অলৌকিক ইস্টিমার' গ্রন্থের রচয়িতা কে ?

✔ 1) হুমায়ুন আজাদ
2) হেলাল হাফেজ
3) আসাদ চৌধুরী
4) রফিক আজাদ

ব্যাখ্যা : অলৌকিক ইস্টিমার" গ্রন্থের রচয়িতা হুমায়ুন আজাদ। এটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থ। প্রকাশকাল ১৯৭৩।

13) কল্লোল' পত্রিকার প্রথম সম্পাদকের নাম কী ?

1) বুদ্ধদেব বসু
✔ 2) দীনেশরঞ্জন দাশ
3) সজনীকান্ত দাস
4) প্রেমেন্দ্র মিত্র

ব্যাখ্যা : কল্লোল" পত্রিকার প্রথম সম্পাদকের নাম দীনেশরঞ্জন দাশ। প্রকাশকাল ১৯২৩।

14) 'মাতৃভাষায় যাহার ভক্তি নাই সে মানুষ নহে - কার উক্তি ?

✔ 1) মীর মোশারফ হোসেনের
2) ইসমাইল হোসেন সিরাজীর
3) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
4) কাজী নজরুল ইসলাম

ব্যাখ্যা : "মাতৃভাষায় যাহার ভক্তি নাই সে মানুষ নহে" - উক্তিটি মীর মোশাররফ হোসেনের।

15) 'প্রদীপ নিভিয়ে গেল।'- এ বিখ্যাত বর্ণনা কোন উপন্যাসের ?

1) বঙ্কিমচন্দ্রের "বিষবৃক্ষ"
2) রবীন্দ্রনাথ "চোখের বালি"
✔ 3) বঙ্কিমচন্দ্রের "কপালকুন্ডলা"
4) রবীন্দ্রনাথ "যোগাযোগ"

ব্যাখ্যা : "প্রদীপ নিভিয়ে গেল।"- এ বিখ্যাত বর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্রের "কপালকুন্ডলা" উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের। "প্রদীপ নিভিয়ে গেল"! এর গুঢ় তাৎপর্য এই যে, পদ্মাবতী আপন হৃদয়ের দূর্বলতা ঢাকিবার জন্য প্রদীপ নিবিয়ে দিয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের "বিষবৃক্ষ" উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দীপানির্ব্বাণে উল্লেখ্য যে "এই সময়ে দুই চারিবার উজ্জ্বলতা হইয়া প্রদীপ নিবিয়া গেল।

Hello BCS

16) আসাদের শার্ট' কবিতার লেখক কে ?

1) আল মাহমুদ
2) আব্দুল মান্নান সৈয়দ
3) অমিয় চক্রবর্তী
✔ 4) শামসুর রহমান

ব্যাখ্যা : আসাদের শার্ট" কবিতার লেখক শামসুর রহমান। তাঁর বিখ্যাত কবিতাগুলো "স্বাধীনতা তুমি", "তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা", "তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা" প্রভৃতি।

17) নিচের কোনটি অশুদ্ধ ?

1) অহিংস-সহিংস
2) প্রসন্ন-বিষন্ন
✔ 3) দোষী-নির্দোষী
4) নিষ্পাপ-পাপিনী

ব্যাখ্যা : প্রশ্নে উল্লেখিত দোষী-নির্দোষী অশুদ্ধ।

18) চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' এর অর্থ কী ?

1) কোনটি চর্যগান,আর কোনটি নয়
✔ 2) কোনটি আচরনীয়, আর কোনটি নয়
3) কোনটি চরাচরের, আর কোনটি নয়
4) কোনটি আচার্যের, আর কোনটি নয়

ব্যাখ্যা :

চর্যাচর্যবিনিশ্চয়" এর অর্থ কোনটি আচরনীয়, আর কোনটি নয়। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শনটির নাম ড.সুকুমার সেনের মতে চর্যাচর্যবিনিশ্চয়।

19) 'ঔ' কোন ধরনের স্বরধ্বনী ?

✔ 1) যৌগিক স্বরধ্বনি
2) তালব্য স্বরধ্বনি
3) মিলিত স্বরধ্বনি
4) কোনটিই নয়

ব্যাখ্যা : দুটি স্বরধ্বনি মিলে যে স্বরধ্বনি হয় তাকে যৌগিক স্বরধ্বনি বলে। বাংলা স্বরধ্বনি ২ টি। যথাঃ ঐ এবং ঔ।

20) কবি কায়কোবাদ রচিত ‘মহাশ্মশান’ কাব্যের ঐতিহাসিক পটভূমি ছিল?

1) ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ

Hello BCS

✔ 2) তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ
3) পলাশীর যুদ্ধ
4) ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

ব্যাখ্যা : মুসলিম মহাকবি কায়কোবাদের (১৮৪৮ - ১৯৫২) শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য 'মহাশ্মশান' (১৯০৪) । কাব্যটির ঐতিহাসিক পটভূমি হলো তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ (১৭৬১)। তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়দের পরাজয় এবং আহমদ শাহ আবদালীর বিজয় বর্ণনা কাব্যটির বিষয়বস্তু। কাব্যটি তিনটি খণ্ডে উপস্থাপন করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম খণ্ডে ২৯ সর্গ, দ্বিতীয় খণ্ডে ২৪ সর্গ এবং তৃতীয় খণ্ডে ৭ সর্গ রয়েছে।

21) 'কদাকার' শব্দটি কোন উপসর্গযোগে গঠিত ?

✔ 1) দেশী উপসর্গযোগে
2) বিদেশী উপসর্গযোগে
3) সংস্কৃত উপসর্গযোগে
4) কোনটিই নয়

ব্যাখ্যা : কদাকার" শব্দটি খাটি বাংলা বা দেশী উপসর্গযোগে গঠিত। "কদ" নিন্দিত অর্থে → "কদাকার" ও কদর্য।

22) নিচের কোন বানানগুচ্ছের সবগুলোই ভুল ?

✔ 1) নিষ্কণ,সূচগ্র, অনুর্ধ্ব
2) অনূর্বর, উর্ধ্বগামী, শুদ্ধ্যশুদ্ধি
3) ভূরিভূরি, ভূড়িঁওয়ালা, মাতৃষ্বসা
4) রানি, বিকিরণ, দুরতিক্রম্য

ব্যাখ্যা : 'নিষ্কণ,সূচগ্র, অনুর্ধ্ব' বানানগুলো ভুল।

23) সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের গ্রন্থ কোনটি?

1) কৈবর্ত খন্ড
2) বহু চণ্ডালের হাড়
3) ফুল বউ
✔ 4) অলীক মানুষ

ব্যাখ্যা : ▪অলীক মানুষ - সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

24) 'ধর্ম সাধারণ লোকের সংস্কৃতি, আর সংস্কৃতি শিক্ষিত মার্জিত লোকের ধর্ম'- কে বলেছেন ?

✔ 1) মোতাহের হোসেন চৌধুরী
2) রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
3) প্রমথ চৌধুরী
4) কাজী আব্দুল ওদুদ

Hello BCS

ব্যাখ্যা : মোতাহের হোসেন চৌধুরীর "সংস্কৃত কথা" প্রবন্ধ থেকে উক্ত বাক্যটি উদ্ধৃত করা হয়েছে।

25)
ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত চর্যাপদ বিষয়ক গ্রন্থের নাম কী ?

✔ 1) Buddhist Mystic Songs
2) চর্যাগীতিকা
3) চর্যাগীতিকোষ
4) হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষার বৌদ্ধগান ও দোহা

ব্যাখ্যা :

ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত চর্যাপদ বিষয়ক গ্রন্থের নাম Buddhist Mystic Songs (প্রকাশকাল ১৯৬০)। "হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষার বৌদ্ধগান ও দোহা" - ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। চর্যাগীতিকা রচনা- আনোয়ার পাশা ও আব্দুল হাই।

26) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থসমূহের মধ্যে কোনটি ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর লেখা?

1) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য
2) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস
3) বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত
✔ 4) বাংলা সাহিত্যের কথা

ব্যাখ্যা : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য লিখেছেন দীনেশচন্দ্র সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত লিখেছেন মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস লিখেছেন সুকুমার সেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র গবেষণামূলক গ্রন্থ ও প্রবন্ধের সংখ্যা প্রায় ৪০। আর ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হলো ভাষা ও সাহিত্য, বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত, বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও বাংলা সাহিত্যের কথা (দ্বিতীয় খণ্ড) ইত্যাদি। (তথ্যসূত্রঃ প্রথম-আলো)

27) 'সমভিব্যহারে' শব্দটির অর্থ কী ?

1) একাগ্রতায়
2) সমান ব্যবহারে
3) সম ভাবনায়
✔ 4) একযোগে

ব্যাখ্যা : সমভিব্যহারে" শব্দটির অর্থ একযোগে।

28) কোনটি বাগধারা বোঝায় ?

1) চৈত্র সংক্রান্তি
2) পৌষ সংক্রান্তি

Hello BCS

✔ 3) শিরে সংক্রান্তি
4) শিব সংক্রান্তি

ব্যাখ্যা : 'শিরে - সংক্রান্তি' বাগধারাটির অর্থ আসন্ন বিপদ।
শিরে সংক্রান্তি বাগধারাটির অর্থ - আসন্ন বিপদ ও উপস্থিত মহাবিপদ।
শিরঃপীড়া - শব্দের অর্থ মাথার যন্ত্রণা, মাথা ধরা।
[তথ্যসূত্র : প্রমিত বাংলা ব্যকরণ ও নির্মিতি,২য় খণ্ড]

29) বর্গের কোন বর্ণসমূহের ধ্বনি মহাপ্রাণধ্বনি ?

1) ৩য় বর্ণ
✔ 2) ২য় ও ৪র্থ বর্ণ
3) ১ম ও ২য় বর্ণ
4) ২য় ও ৩য় বর্ণ

ব্যাখ্যা : বর্গের ১ ও ৩ স্বল্পপ্রাণ ; ২ ও ৪ মহাপ্রাণ ; ৫ নং নাসিক্য।

30) যুক্তাক্ষর এক মাত্রা এবং বদ্ধাক্ষরও এক মাত্রা গণনা করা হয় কোন ছন্দে ?

1) মাত্রাবৃত্ত
2) অক্ষরবৃত্ত
3) মুক্তক
✔ 4) স্বরবৃত্ত

ব্যাখ্যা : যুক্তাক্ষরে একমাত্রা এবং বদ্ধাক্ষরে একমাত্রা গণ্না করা হয় স্বরবৃত্ত ছন্দে।

31) কোনটি মৌলিক শব্দ ?

1) মানব
✔ 2) গোলাপ
3) একাঙ্ক
4) ধাতব

ব্যাখ্যা : যে শব্দকে বিশ্লেষন করা যায় না তাকে মৌলিক শব্দ বলে। যেমনঃ গোলাপ, হাত, নাক ইত্যাদি।

32) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতাঞ্জলী' কাব্য প্রকাশিত হয় কত সনে ?

✔ 1) ১৯১০
2) ১৯১১
3) ১৯১২
4) ১৯১৩

Hello BCS

ব্যাখ্যা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "গীতাঞ্জলী" কাব্য প্রকাশিত হয় ১৯১০ সনে। গীতাঞ্জলী কাব্যের জন্য তিনি ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার পান।ইংরেজিতে অনূদিত এ গ্রন্থটির নাম Song offering.

33) Ode কী ?

1) শোক কবিতা
2) পত্রকাব্য
3) খন্ড কবিতা
✔ 4) কোরাসগান

ব্যাখ্যা : Ode মূলত প্রাচীন গ্রিক স্তোত্র বা গীতিকাব্য বা গাথা। যা রঙ্গমঞ্চে কোরাস বা সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হয়।

34) পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র লোকপালসমূহের সংগ্রাহক কে ?

1) দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার
2) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
✔ 3) চন্দ্রকুমার দে
4) দীনেশচন্দ্র সেন

ব্যাখ্যা : পূর্ববঙ্গ গীতিকা"র লোকপালসমূহের সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে। তিনি ১৯২৩ সালে বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চল থেকে লোকপালাসমূহ সংগ্রহ করেন।

35) 'Custom' শব্দের পরিভাষা কোনটি যথার্থ?

1) শুল্ক
✔ 2) প্রথা
3) রাজস্বনীতি
4) আইন

ব্যাখ্যা : বাংলা ভাষার প্রচলিত বিদেশি শব্দের ভাবানুবাদমূলক প্রতিশব্দকে পারিভাষিক শব্দ বলে। 'Custom' শব্দের যথার্থ পারিভাষিক অর্থ - প্রথা ; অভ্যাস ; সামাজিক রীতিনীত। অন্যদিকে , Act বা Law -এর পরিভাষা আইন ; Duty -এর পরিভাষা শুল্ক ; Revenue policy- এর পরিভাষা রাজস্বনীতি।

Hello BCS

ঘরে বসেই পড়ুন আর পরীক্ষা দিন হ্যালো বিসিএস এপে। ওয়েবসাইটে এক্সাম দিতে ভিজিট করুনঃ live.hellobcs.com

♣ উত্তরপত্র

৩৮ তম বিসিএস বাংলা

Total questions : 35 Total marks : 35

---

1) কে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষক ছিলেন ?

1) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
✔ 2) রামরাম বসু
3) অক্ষয়কুমার দত্ত
4) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

ব্যাখ্যা : হুগলি জেলার রামরাম বসু (১৭৫৭-১৮১৩) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষক ছিলেন।

2) 'চন্দরা' চরিত্রের স্রষ্টা কে ?

1) মীর মোশাররফ হোসেন
✔ 2) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
3) সৈয়দ শামসুল হক
4) বুদ্ধেদেব বসু

ব্যাখ্যা : বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) ছোটগল্প "শাস্তি"- তে দুটি চরিত্র সৃষ্টি করেন - চন্দরা এবং ছিদাম।

3) 'ব্যক্ত' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?

1) গ্রাহ্য
2) ত্যক্ত
3) দৃঢ়
✔ 4) গূঢ়

ব্যাখ্যা : ব্যক্ত (সংস্কৃত) বিশেষণ পদ, অর্থ প্রকাশ পেয়েছে এমন, প্রকাশিত ম স্পষ্ট প্রকট। গূঢ় (সংস্কৃত) বিশেষণ পদ, অর্থ গুপ্ত, লুক্কায়িত, দুর্বোধ্য ,জটিল।

সুতরাং ব্যক্ত এর বিপরীত শব্দ গূঢ়। ত্যক্ত, গ্রাহ্য ও দৃঢ় শব্দের বিপরীত শব্দ যথাক্রমে গৃহীত, অগ্রাহ্য ও শিথিল।

4) দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল-দর্পন' নাটক প্রথম কোথা থেকে প্রকাশিত হয় ?

1) মুর্শিদাবাদ
✔ 2) ঢাকা
3) কোলকাতা
4) লন্ডন

Hello BCS

ব্যাখ্যা : নীল-দর্পন নাটকটি ১৮৬০ ঢাকার "বাংলা প্রেস" থেকে প্রকাশিত হয়।

5) 'সন্ধ্যাভাষা” কোন সাহিত্যকর্মের সঙ্গে যুক্ত।

✔ 1) চর্যাপদ
2) পদাবলি
3) রোমান্সকাব্য
4) মঙ্গলকাব্য

ব্যাখ্যা : বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ যে ভাষায় লেখা হয়েছে তা সন্ধ্যাভাষা নামে পরিচিত। "সন্ধ্যা" কোনো ভাষার নাম না হলেও দুর্বোধ্যতার কারণে এরুপ নামকরণ করা হয়েছে। এই ধরনের ভাষারীতিতে শব্দের দুটি অর্থ থাকে - একটি তার সাধারণ অর্থ, অন্যটি নিগুঢ় অর্থ।

6) অম্বর এর প্রতিশব্দ কোনটি ?

1) সমুদ্র
2) জল
3) পৃথিবী
✔ 4) আকাশ

ব্যাখ্যা : অম্বর শব্দের প্রতিশব্দগুলো হলো- আকাশ, গগন, নভঃ, ব্যোম ইত্যাদি।

7) 'নদী ও নারী' উপন্যাসের রচয়িতা কে ?

1) রশীদ করিম
2) আবুল ফজল
3) কাজী আবদুল ওদুদ
✔ 4) হুমায়ুন কবির

ব্যাখ্যা : নদী ও নারী" (১৯৪৫ খি.) অধ্যাপক হুমায়ুন কবির রচিত একটি হৃদয়গ্রাহী উপন্যাস। এ উপন্যাসে কবির পদ্মানদীর পরিবেশে বাঙালি মুসলিম সমাজ জীবনের একটি নিখুঁত চিত্র উপস্থাপন করেছেন।

8) দৌলত উজির বাহরাম খান কোন অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন?

1) ফরিদপুর
2) সিলেট
3) কৃষ্ণনগর
✔ 4) চট্টগ্রাম

ব্যাখ্যা : দৌলত উজির বাহরাম খান (আনুমানিক ১৬শ শতক) মধ্যযুগীয় বাংলা কবি। তার প্রকৃত নাম ছিল আসা উদ্দীন। তার জন্ম চট্টগ্রাম জেলার ফতেয়াবাদ কিংবা জাফরাবাদে। তার পিতা মোবারক খান ছিলেন চট্টলাধিপতির উজির (মন্ত্রী)।

Hello BCS

9) 'বাবা' কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ ?

1) অহমিয়া
2) সংস্কৃত
3) হিন্দি
✔ 4) তুর্কি

ব্যাখ্যা : তুর্কি শব্দ - আলখাল্লা, উজবুক, কাঁচি, কাবু, কুলি, কোর্তা, ক্রোক, খাঁ, চাকর, চাকু, তোপ, দারোগা, বন্দুক, বারুদ, বাবা, বাবুর্চি, বোচকা, মুচলেকা, লাশ, সুলতান।

10) গঠনরীতিতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য মূলত

1) প্রেমগীতি
2) পদাবলি
3) ধামালি
✔ 4) নাট্যগীতি

ব্যাখ্যা : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" ময়ুধ্যগের বাংলা সাহিত্যের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নাট্যগীতি ধারার কাব্য। এতে আছে ছোট ছোট নাট্যগীতির মালা। কাব্যটির গঠন থেকে মনে হয় এটি চিত্রনাট্য বা পাঞ্চলিকা-নাট্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন- একাধারে কাব্যরস, সংগীতরস, আখ্যানরস ও নাট্যরসের সমন্বিত শিল্পরূপ। সাধারণভাবে কাব্যটি নাট্যগীতি বলে আখ্যিয়িত হয়ে থাকে।

11) “Null and Void”- এর বাংলা পরিভাষা –

✔ 1) বাতিল
2) পালাবদল
3) নিরপেক্ষ
4) মামুলি

ব্যাখ্যা : ▪Canceled, invalid, as in The lease is now null and void. This phrase is actually redundant, since null means “void,” that is, “ineffective.” It was first recorded in 1669.

12) আমার ঘরের চাবি পরের হাতে' গানটির রচয়িতা কে ?

✔ 1) লালন শাহ
2) হাসন রাজা
3) রাধারমন দত্ত
4) পাগলা কানাই

Hello BCS

ব্যাখ্যা : বাংলাদেশের বিখ্যাত বাউল সম্রাট মহাত্মা লালন শাহ (১৭৭২-১৮৯০)। তার আরো কিছু বিখ্যাত গানঃ আমি অপাড় হয়ে বসে আছি, সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে, বাড়ির কাছে আরশি নগর, খাঁচার ভিতর অচিন পাখি।

13) শ্রদ্ধা' শব্দের সঠিক প্রকৃতি প্রত্যয় কোনটি ?

1) √শ্রু+ধা+আ
✔ 2) শ্রৎ+√ধা+অ+আ
3) শ্রৎ+√ধা+আ
4) শ্র+√ধা+আ

ব্যাখ্যা : সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয় অ+ স্ত্রী প্রত্যয় আ সাধিত শব্দ হল শ্রদ্ধা। এর গঠন : শ্রৎ+√ধা+অ+আ = শ্রদ্ধা। এরকম আরো কয়েকটি শব্দ √কৃপ+অ+আ = কৃপা, √ক্রীড়+অ+আ = ক্রীড়া ইত্যাদি।

14) রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের 'মতিচূর' কোন ধরনের রচনা ?

✔ 1) প্রবন্ধ
2) আত্মজীবনী
3) উপন্যাস
4) নাটক

ব্যাখ্যা : মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২)ছিলেন খ্যাতনামা প্রাবন্ধিক। তাঁর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টিকর্ম প্রবন্ধগুলো হলোঃ মতিচূর, অবরোধবাসিনী, পদ্মরাগ, সুলতানার স্বপ্ন।

15) কোনটি সার্থক বাক্যের গুণ নয়?

✔ 1) আসক্তি
2) যোগ্যতা
3) আকাঙ্ক্ষা
4) আসত্তি

ব্যাখ্যা : একটি বাক্যকে সার্থক ও শুদ্ধ হতে হলে তিনটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার। এগুলো হচ্ছে :
১. আকাঙ্ক্ষা
২. আসত্তি
৩. যোগ্যতা

উৎস : বাংলা একাডেমির আধুনিক ব্যাকরণ।

16) 'গিন্নি' কোন শ্রেণির শব্দ ?

1) বিদেশি
2) দেশি

Hello BCS

3) তদ্ভব
✔ 4) অর্ধ-তৎসম

ব্যাখ্যা : বাংলা ভাষায় কিছু সংস্কৃত শব্দ কিঞ্চিত পরিবর্তিত আকারে ব্যবহৃত হয়, এগুলোকে অর্ধ-তৎসম শব্দ বলে। যেমনঃ খিদে, গিন্নি, গেরাম,জোছনা,কেষ্ট।

17) 'বিদ্যাপতি' কোন রাজসভার কবি ছিলেন ?

1) রোসাঙ্গ
2) বিক্রমপুর
3) কৃষ্ণনগর
✔ 4) মিথিলা

ব্যাখ্যা : বৈষ্ণব পদাবলীর আদি রচয়িতা বিদ্যাপতি (১৩৮০-১৪৬০ খ্রি.) মিথিলার কবি ছিলেন।

18) কাজী নজরুল ইসলামের 'অগ্নি-বীণা' কাব্যের প্রথম কবিতা কোনটি ?

1) বিদ্রোহী
2) আগমনী
✔ 3) প্রলয়োল্লাস
4) কোরবানী

ব্যাখ্যা : বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) প্রথম কাব্যগ্রন্থ "অগ্নি-বীণা" এটি ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা প্রলয়োল্লাস।

19) ‘পূর্বাশা’ পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?

✔ 1) সঞ্জয় ভট্টাচার্য
2) শাহাদাৎ হোসেন
3) সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
4) কাজী নজরুল ইসলাম

ব্যাখ্যা : কবি ও কথাসাহিত্যিক সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা 'পূর্বাশা' । পত্রিকাটি ১৯৩২ সালে কুমিল্লা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। অন্যদিকে কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত পত্রিকা - দৈনিক নবযুগ (যুগ্ম সম্পাদক), ধূমকেতু , লাঙ্গল। শাহাদাৎ হোসেন ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত পত্রিকা যথাক্রমে 'এলান' ও পরিচয়"

20) ‘সদ্যোজাত’ শব্দের শুদ্ধ সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি?

1) সদ্য+জাত
2) সৎ+জাত
✔ 3) সদ্যঃ+জাত
4) সদ্যো+জাত

Hello BCS

ব্যাখ্যা : অ - কারের পরস্থিত স্ + জাত বিসর্গের পর ঘোষ অল্পপ্রাণ ও ঘোষ মহাপ্রাণ ব্যঞ্জধ্বনি, নাসিক্যধ্বনি কিংবা অন্তস্থ 'য' অন্তস্থ 'ব'র'ল'হ' থাকলে অ - কার ও স্ + জাত বিসর্গের উভয় স্থলে ও কার হয়। যেমনঃ তিরঃ ধান = তিরোধান, মনঃ + রাম = মনোরাম, মনঃ + হর = মনোহর, তপঃবন = তপোবন ইত্যাদি

21) মুনীর চৌধুরির 'মুখরা রমণী বশীকরণ' একটি

1) প্রবন্ধ
2) ছোট গল্প
3) উপন্যাস
✔ 4) অনুবাদ নাটক

ব্যাখ্যা : National poet of England, William Shakespeares (1564-1616) এর কমেডি The Traning of the shrew এর অনুবাদ করে মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১) নামকরণ করেন মুখরা রমণী বশীকরণ।

22) কোন শব্দটি শুদ্ধ বানানে লেখা হয়েছে?

1) ভূবন
✔ 2) ত্রিভুজ
3) পূন্য
4) শূণ্য

ব্যাখ্যা : শুদ্ধ বানান হলঃ ত্রিভুজ

23) কোনটিতে অপপ্রয়োগ হয়েছে ?

1) গৌরবিত
2) জবাবদিহি
✔ 3) একত্রিত
4) মিথস্ক্রিয়া

ব্যাখ্যা : অপশনে প্রদত্ত 'একত্রিত' শব্দটি প্রত্যয়ের অপপ্রয়োগজিনত অশুদ্ধ। এর শুদ্ধ প্রয়োগ একত্র। শব্দে অনেক সময় প্রত্যয়জনিত ত্রুটি লক্ষ করা যায়। যেমন - উৎকর্ষতা শব্দের শুদ্ধরুপ উৎকর্ষ ,ধৈর্যতা শব্দের শুদ্ধরুপ ধৈর্য, ঐক্যতা শব্দের শুদ্ধরুপ একতা /ঐক্য ইত্যাদি।

24) মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত কাব্যগ্রন্থ কোনটি ?

1) নিষিদ্ধ লোবান
✔ 2) বন্দী শিবির থেকে
3) নেকড়ে অরণ্য
4) প্রিয়যোদ্ধা প্রিয়তম

Hello BCS

ব্যাখ্যা : নেকড়ে অরণ্য-শওকত ওসমান রচিত মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস। বন্দী শিবির থেকে প্রকাশিত ১৯৭২-কবি শামসুল রহমানের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত কাব্যগ্রন্থ। নিষিদ্ধ লোবান- সৈয়দ শামসুল হকের মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস।

25) 'বীরবল' কোন লেখকের ছদ্মনাম?

✔ 1) প্রমথ চৌধুরী
2) প্রমথনাথ বিথী
3) আবু ইসহাক
4) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ব্যাখ্যা : বাংলা গদ্যে চলিত রীতির প্রবর্তক ও সবুজপত্র (১৯১৪) পত্রিকার সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীর ছদ্মনাম 'বীরবল। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : চার ইয়ারি কথা' আহুতি (গল্পগ্রন্থ) : তেল -নুন-লকড়ি, বীরবলের হালখাতা , নানাকথা, রায়তের কথা (প্রবন্ধগ্রন্থ) । অন্যদিকে সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম 'নীললোহিত ' ও 'সনাতন পাঠক'।

26) বাংলা কৃত-প্রত্যয় সাধিত কোনটি ?

1) চামার
2) পোস্টাই
✔ 3) মোড়ক
4) ধারালো

ব্যাখ্যা : অ, অন, অনা, অনি, অন্ত, এক, আ, আই, আও, আন, আনি, আরি, আল, ই, ইয়া, উ, উয়া, তা, তি, না - এইগুলো ক্রিয়া প্রকৃতির সাথে এই ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টি যুক্ত হলে সেগুলো বাংলা কৃত প্রত্যয় হবে। অপশনগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র মোড়ক শব্দটির গঠন √মুড় + অক (অক যোগে গঠিত)।

27) 'চন্দ্রাবতী' কী?

1) পদাবলী
2) পালাগান
3) নাটক
✔ 4) কাব্য

ব্যাখ্যা : আরাকান রাজসভায় অমাত্য কোরেশী মাগন ঠাকুর রচিত কাব্য 'চন্দ্রাবতী' । তিনি কবি আলাওলের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কবি এ দেশে প্রচলিত রুপকথায় কাহিনিকে তার কাব্যের উপজীব্য করেছিলেন এবং যেভাবে তিনি রুপায়িত করেছেনে তাতে তার মৌলিক প্রতিভার পরিচয় ফুটে উঠেছে। ভদ্রাবতী নগরের রাজপুত্র বীরভান মন্ত্রীপুত্র সুতের সহায়তায় কীভাবে সরন্দ্বীপ রাজকন্যা অপূর্বসুন্দরী চন্দ্রাবতীকে লাভ করেছিলেন তা - ই এ কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। আলাওল মাগন ঠাকুরের উৎসাহে 'সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল' কাব্য রচনা করেন। '

Hello BCS

28) কোনটি বিদ্যাসাগরের আত্মজীবনীমূলক লেখা ?

✔ 1) আত্মচরিত
2) আত্মজিজ্ঞাসা
3) আমার কথা
4) আত্মকথা

ব্যাখ্যা : বাংলা গদ্যের জনক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১ ইং) রচিত বাংলা গদ্যের প্রথম আত্মজীবনীমূলক লেখা "আত্মচরিত"।

29) কোনটি জসীমউদ্দীনের রচনা?

1) ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান
2) হাঁসুলী বাঁকের উপকথা
3) গাজী মিয়ার বস্তানী
✔ 4) ঠাকুরবাড়ির আঙ্গিনা

ব্যাখ্যা : পল্লিকবি জসীমউদ্দীন রচিত স্মৃতিকথামূলক গদ্যগ্রন্থ 'ঠাকুর বাড়ির আঙিনায়' । তার আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : রাখালী, নকশী কাঁথার মাঠ, বালুচর, সোজন বাদিয়ার ঘাট ,মাটির কান্না (কাব্য) , পদ্মাপাড়, মধুমালা, বেদের মেয়ে, পল্লীবধু (নাটক) ;চলে মুসাফির, হলদে পরীর দেশ (ভ্রমণকাহিনি) ; বোবাকাহিনী (উপন্যাস) । অন্যদিকে গাজী মিয়াঁর বস্তানী (আত্মজীবনীমূলক) ,হাঁসূলী বাঁকের উপকথা (উপন্যাস) ও ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান (উপন্যাস) গ্রন্থের রচয়িতা যথাক্রমে মীর মশাররফ হোসেন, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও আবু জাফর শামসুদ্দীন।

30) 'ক্ষ' যুক্তবর্ণটি কিভাবে গঠিত হয়েছে ?

✔ 1) হ্+ম
2) ম্+হ
3) ষ্+ম
4) ক্+ষ

ব্যাখ্যা : ক্ষ" যুক্তবর্ণটি হ্+ম এর সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে । ক্+ষ যোগে ক্ষ হয়

31) কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থ ?

✔ 1) শেষলেখা
2) শেষপ্রশ্ন
3) শেষকথা
4) শেষদিন

ব্যাখ্যা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষ কাব্যগ্রন্থ ও শেষ গ্রন্থ হলো শেষলেখা। এটি তার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়।

Hello BCS

32) 'সূর্য' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি ?

1) অর্ণব
✔ 2) অর্ক
3) পল্লব
4) প্রসূন

ব্যাখ্যা : সূর্য" শব্দের সমার্থক শব্দ =দিবাকর, রবি, অর্ক, প্রভাত, প্রভাকর, আদিত্য।

33) কত সালে 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রথম প্রকাশিত হয়?

1) ১৮৬০
2) ১৮৫৯
3) ১৮৬৫
✔ 4) ১৮৬১

ব্যাখ্যা : মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮৬১ সালে মেঘনাদবধ কাব্য রচনা করেন। এটি সংস্কৃত মহাকাব্য রামায়ান হতে গৃহিত অমিত্রাক্ষার ছন্দে রচিত। এটি একটি বীরসাত্ত্বক মহাকাব্য।

34) 'পুষ্পসৌরভ' কোন সমাসের উদাহরণ ?

✔ 1) তৎপুরুষ
2) কর্মধারয়
3) বহুব্রীহি
4) অব্যয়ীভাব

ব্যাখ্যা : পূর্ব পদের বিভক্তি লোপে যে সমাস হয় এবং পরপদের অর্থ প্রধানভাবে বোঝায়, তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে। এখানে পুষ্প সৌরভ।

35) বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি?

1) ১১টি
2) ৬টি
✔ 3) ৭টি
4) ৮টি

ব্যাখ্যা : বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনির সংখ্যা সাতটি । যথা : অ, আ, ই, উ, এ, ও , অ্যা। বাংলা বর্ণমালায় স্বরবর্ণ, অর্ধমাত্রা ও স্বরবর্ণে পূর্ণমাত্রার বর্ণ যথাক্রমে ১১,৮ ও ৬ টি।

Hello BCS

♣ উত্তরপত্র

৩৯ তম বিসিএস বাংলা

Total questions : 25 Total marks : 25

---

1) কোন শব্দটি উপসর্গ দিয়ে গঠিত হয়েছে?

1) আষাড়
2) আয়না
✔ 3) আঘাটা
4) আনন

ব্যাখ্যা : উপসর্গ' কথাটির মূল অর্থ 'উপসৃষ্ট'। এর কাজ হলো নতুন শব্দ গঠন করা। উপসর্গের নিজস্ব কোন অর্থ নেই, তবে এগুলো অন্য শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে থাকে।বাংলা ভাষায় উপসর্গ তিন প্রকার। যথা : বাংলা, তৎসম বা সংস্কৃত ও বিদেশি উপসর্গ। বাংলা উপসর্গ ২১টি এবং তৎসম উপসর্গ ২০টি। আ, সু, বি, নি - এ চারটি উপসর্গ বাংলা ও সংস্কৃত উভয় ক্ষেত্রে রয়েছে। 'আনন' শব্দটি সংস্কৃত 'আ' উপসর্গ যোগে গঠিত। এর গঠন হলো আ + অন +অন = আনন। আঘাটা শব্দটি বাংলা 'আ' উপসর্গ যোগে গঠিত। এর গঠন হলো : আ + ঘাট = আঘাট > আঘাটা।

2) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত কৌতুক নাটক হচ্ছে?

✔ 1) বৈকুণ্ঠের খাতা
2) হিতে বিপরিত
3) জামাই বারিক
4) বিবাহ-বিভ্রাট

ব্যাখ্যা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জনপ্রিয় কৌতুক নাটক 'বৈকুণ্ঠের খাতা'। এক আত্মভোলা সরল প্রকৃতির বৃদ্ধ এই কাহিনির কেন্দ্রীয় চরিত্র। তাকে ঘিরে গড়ে ওঠেছে নান ধরনের কৌতুকময় ঘটনা। সংলাপের দ্রুতি এবং আচরণের নাটকীয়তা নাটকটির জনপ্রিয়তার মূল কারণ। 'জামাই বারিক' এর রচয়িতা দীনবন্ধু মিত্র। 'হিতে বিপরীত' এর রচয়িতা হলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও 'বিবাহ বিভ্রাট' এর রচয়িতা অমৃতলাল বসু।

3) সাধু ও চলিত ভাষার মূল পার্থক্য কোন পদে বেশি বেশি দেখা যায়?

1) বিশেষ্য ও ক্রিয়া
2) বিশেষ্য ও বিশেষণ
3) বিশেষণ ও ক্রিয়া
✔ 4) ক্রিয়া ও সর্বনাম

ব্যাখ্যা : সাধু ও চলিত ভাষার মূল পার্থক্য সর্বনাম ও ক্রিয়াপদে বেশি দেখা যায়। সাধুরীতিতে ব্যবহৃত সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ চলিত রীতিতে পরিবর্তিত ও সহজতর রুপ লাভ করে। যেমন - ভাষারীতি : সর্বনাম বিশেষ্য ক্রিয়া
সাধু : তাহারা ভাত খাইতেছিল তারা ভাত খাচ্ছিল

Hello BCS

4) 'সরল' শব্দের বিপরীত শব্দ নয় কোনটি?

1) জটিল
2) বক্র
3) কুটিল
✔ 4) গরল

ব্যাখ্যা : 'সরল' শব্দের বিপরীত শব্দ কুটিল, জটিল, বক্র।
আর গরল শব্দের অর্থ বিষ।
উৎসঃ নবম-দশম শ্রেণীর বাংলা ব্যাকরণ বই।

5) কোনটি ব্যতিহার বহুব্রীহির উদাহরণ?

1) দোতলা
2) অজানা
3) আশীবিষ
✔ 4) কানাকানি

ব্যাখ্যা : যে সমাসে সমস্যমান পদগুলোর কোনোটির অর্থ না বুঝিয়ে, অন্য কোনো পদকে বোঝায়, তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। এ সমাসে পূর্বপদে 'আ' এবং পরপদে 'ই' যুক্ত হয়। যেমন : হাতে হাতে যে যুদ্ধ= হাতাহাতি, কানে কানে যে কথা= কানাকানি। অজানা ,দোতলা ও আশীবিষ যথাক্রমে নঞ , প্রত্যয়ান্ত ও ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাস।

6) কোনটি অপাদান কারক?

1) বনে বাঘ আছে
2) জিজ্ঞাসিব জনে জনে
✔ 3) ট্রেন স্টেশন ছেড়েছে
4) গৃহীনে গৃহ দাও

ব্যাখ্যা : যা থেকে কিছু বিচ্যুত, গৃহীত ,জাত বিরত, আরম্ভ, দূরীভূত ও রক্ষিত হয় এবং যা দেখে কেউ ভীত হয়, তাকেই অপাদান কারক বলে। যেমন- ট্রেন ঢাকা ছাড়ল। অন্য অপশনগুলোকে (ক) গৃহীনে গৃহ দাও - সম্প্রদান কারক ; (খ) জিজ্ঞাসিব জনে জনে -কর্মকারক (ঘ) বনে বাঘ আছে- অধিকরণ কারক।

7) লেফটেন্যান্ট জেনারেল শব্দের সঠিক ইংরেজি বানান কোনটি?

1) Leaftenent
2) Leiftenant
3) Lieaftenant
✔ 4) Lieutenant

ব্যাখ্যা : সঠিক বানানসম্পন্ন শব্দ Lieutenant । এ বানানটি মনে রাখার একটি জনপ্রিয় কৌশল হলো 'মিথ্যা ' (Lie) , তুমি (u), দশ (ten), পিঁপড়া (ant) '।

Hello BCS

8) তাম্বুলিক' শব্দের সমার্থক নয় কোনটি?

✔ 1) তামসিক
2) পান-ব্যবসায়ী
3) বারুই
4) পর্ণকার

ব্যাখ্যা : বারুই = যারা পান উৎপাদন ও বিক্রয় করে, তাম্বুলি, তাম্বুলিক। পর্ণকার= পানবিক্রেতা বা পান ব্যবসায়ী। তামসিক= অজ্ঞতাজনিত, মেঘাচ্ছন্ন।

9) 'দূরবস্থা' শব্দটি সন্ধি বিচ্ছেদ করা হলে নিচের কোনটি?

✔ 1) দুঃ + অবস্থা
2) দুর + বস্থা
3) দূর + বস্থা
4) দুর + অবস্থা

ব্যাখ্যা : পূর্বপদের শেষে যদি অ/ আ ভিন্ন অন্য স্বরধ্বনির পর বিসর্গ (র - জাত) থাকে এবং পরপদের প্রথমে যদি স্বরধ্বনি থাকে তবে সন্ধির ফলে বিসর্গ 'র' হয়ে যায় এবং পরের স্বরধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়।
যেমন - (উঃ + অ = উ + র) দুঃ + অবস্থা = দুরবস্থা , চতুঃ + অঙ্গ = চতুরঙ্গ।

10) 'তুমি তো ভারি সুন্দর ছবি আঁক!' বাক্যটিতে কোন প্রকারের অব্যয় পদ ব্যবহৃত হয়েছে?

✔ 1) অনন্বয়ী অব্যয়
2) অনুকার অব্যয়
3) পদান্বয়ী অব্যয়
4) অনুসর্গ

ব্যাখ্যা : যে সকল অব্যয় বাক্যের অন্য পদের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ না রেখে স্বাধীনভাবে নানাবিধ ভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয়, তাদের অনন্বয়ী অব্যয় বলে।যেসব অব্যয় অব্যক্ত রব, শব্দ বা ধ্বনির অনুকরণে গঠিত হয়, সেগুলোকে অনুকার অব্যয় বলে। যেমন - মেঘের গর্জন গুড় গুড়। যেসব অব্যয় শব্দ বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের বিভক্তির ন্যায় যেমন - ওকে দিয়ে এ কাজ হবে না। এখানে 'দিয় ' অনুসর্গ অব্যয়। উল্লেখ্য অনুসর্গ অব্যয় পদান্বয়ী অব্যয় নামেও পরিচিত

11) 'আগুন' এর সমার্থক শব্দ কোনটি?

1) ভাতি
✔ 2) অনল
3) জ্যোতি
4) অংশ

Hello BCS

ব্যাখ্যা : আগুন - বহ্নি, পাবক, হুতাশন, অনল, দহন, শিখা, সর্বভুক, কৃশানু, বৈশ্বানর। আলো – ভাতি, দীপ্তি, প্রভা, জ্যোতি, উদ্ভাস, আভা, বিভা, নূর, রওশন, দ্যুতি। Test

12) নিচের কোনটি যৌগিক কালের উদাহরণ নয়?

1) করেছি
2) করছিলাম
3) করছি
✔ 4) করব

ব্যাখ্যা : 'করব' ক্রিয়াটি দ্বরা ভবিষ্যৎ কালে ঘটবে এমন কাল নির্দেশ করে, ফলে 'করব' ক্রিয়ার কালটি যৌগিক নয়। অন্যদিকে 'করছিলাম' , 'করেছি' এই তিনটি ক্রিয়ার মধ্যে 'করছিলাম' ও 'করছি' ঘটমান কালকে নির্দেশ করে অর্থাৎ কোনো একটি চলমান কাজকে বুঝায়, যা অতীতে অথবা বর্তমান যে কোনো সময় ধরে চলছে।ক্রিয়া পূর্বে শেষ হলে এবং তাঁর ফল এখনও বর্তমান থাকলে পুরাঘটিত বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ যৌগিক কাল নির্দেশ করে।

13) জীবনানন্দ দাশকে ‘নির্জনতম কবি’ বলে আখ্যায়িত করেন কে?

1) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
2) বিষ্ণু দে
3) সৈয়দ শামসুল হক
✔ 4) বুদ্ধদেব বসু

ব্যাখ্যা : কবি জীবনানন্দ দাশ তার কবিতায় ব্যক্তিমানুষের নিঃসঙ্গতা, আধুনিক জীবনের বিচিত্র যন্ত্রণা ও হাহাকার এবং সর্বোপরি জীবন ও জগতের রহস্য ও মাহাত্ম্য সন্ধানে এক অতুলনীয় কবি ভাষা সৃষ্টি করেছেন। এজন্য তাকে বুদ্ধদেব বসু আখ্যায়িত করেছেন 'নির্জনতম কবি' বলে। তার কবিতায় তিনি সূক্ষ্ম ও গভীর অনুভবের এক জগৎ তৈরি করেন। বিশেষ করে গ্রামবাংলার নিসর্গের যে ছবি তিনি একেছেন, সে নিসর্গের সঙ্গে অনুভব ও বোধের বহুতর মাত্রা যুক্ত হয়ে তার হাতে অনন্যসাধারণ কবিতা শিল্প রচিত হয়েছে। এই অসাধারণ কাব্য বৈশিষ্ট্যকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'চিত্ররূপময়' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

14) মীর মশাররফ হোসেন রচিত গ্রন্থ হচ্ছে?

✔ 1) গাজী মিয়াঁর বস্তানী
2) কলিকাতা কমলালয়
3) হুতোম প্যাঁচার নক্সা
4) আলালের ঘরে দুলাল

ব্যাখ্যা : মীর মশাররফ হোসেন উপন্যাস, নাটক, জীবনী, আত্মজীবনী, ইতিহাস, ধর্মতত্ব, কাব্য সঙ্গীত ইত্যাদি বিষয়ক ৩৫টি গ্রন্থ রচনা করেন। কাঙাল হরিণাথ তাঁর সাহিত্য গুরু। ছাত্রজীবনেই তার লেখা ‘সংবাদ প্রভাকর’ ও ‘গ্রাম বার্তায়’ প্রকাশিত হয়।
তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের মধ্যে ‘রত্নাবতী’ (১৮৬৯), ‘বিষাদসিন্ধু’ (১৮৮৫-৯১) ‘উদাসীন পথিকের মনের কথা’ (১৮৯০), ‘গাজী মিয়ার বস্তানী’ (১৮৯৯) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ‘রত্নাবতী’ (১৮৬৯) মীর মশাররফ

Hello BCS

হোসেনের প্রথম গ্রন্থ।
প্যারীচাঁদ মিত্রের সাহিত্যিক খ্যাতির প্রধান উৎস হচ্ছে আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮)। হুতোম প্যাঁচার নকশা কালীপ্রসন্ন সিংহ রচিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক সামাজিক নকশা জাতীয় রচনা।কলিকাতা কমলালয় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত কলকাতার ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ।

15) বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন রচিত গ্রন্থ কোনটি?

1) পদ্মমণি
2) পদ্মাবতী
3) পদ্মগোখরা
✔ 4) পদ্মরাগ

ব্যাখ্যা : রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (৯ ডিসেম্বর ১৮৮০ - ৯ ডিসেম্বর ১৯৩২) হলেন একজন বাঙালি চিন্তাবিদ, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, সাহিত্যিক ও সমাজ সংস্কারক। তিনি বাঙালি নারী জাগরণের অগ্রদূত এবং প্রথম বাঙালি নারীবাদী। ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে বিবিসি বাংলার 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি' জরিপে ষষ্ঠ নির্বাচিত হয়েছিলেন বেগম রোকেয়া।সুলতানার স্বপ্ন (১৯০৫) নারীবাদী ইউটোপিয়ান সাহিত্যের ক্লাসিক নিদর্শন বলে বিবেচিত।পদ্মরাগ (১৯২৪) তার রচিত উপন্যাস।

16) বিভক্তিহীন নাম-শব্দকে কী বলে?

✔ 1) প্রাতিপাদিক
2) নাম-পদ
3) কৃদন্ত শব্দ
4) মৌলিক শব্দ

ব্যাখ্যা : যে পদ দ্বারা নাম বুঝায় থাকে নামপদ বলে। যে পদের পরবর্তী ক্রিয়ামূলের সঙ্গে কৃৎ প্রত্যয় যুক্ত হয় তাকে উপপদ বলে। বিভক্তিহীন নাম শব্দকে বলা হয় প্রাতিপদিক।

17) 'Hand out'-এর শুদ্ধ বাংলা পরিভাষা হচ্ছে?

1) হস্তপত্র
✔ 2) জ্ঞানপত্র
3) প্রচারপত্র
4) তথ্যপত্র

ব্যাখ্যা : "Hand out" —এর শুদ্ধ বাংলা পরিভাষা - জ্ঞাপনপত্র।

18) কোন উপসর্গটি ভিন্নার্থে প্রযুক্ত?

1) উপগ্রহ
✔ 2) উপভোগ
3) উপসাগর

Hello BCS

4) উপনেতা

ব্যাখ্যা : উপগ্রহ, উপসাগর , উপনেতা এই তিন শব্দে ক্ষুদ্র অর্থে 'উপ' উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যদিকে উপভোগ শব্দে 'উপ' উপসর্গটি বিশেষ তৃপ্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

19) 'বাধন হারা' কাজী নজরুল কোন ধরনের রচনা?

1) কবিতা
✔ 2) উপন্যাস
3) ভ্রমণ কাহিনী
4) নাটক

ব্যাখ্যা : বাঁধন হারা বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত একটি পত্রোপন্যাস। বাঁধন হারা নজরুল রচিত প্রথম উপন্যাস। করাচিতে থাকাকালীন তিনি 'বাঁধন হারা' উপন্যাস রচনা শুরু করেন। মোসলেম ভারত পত্রিকায় বাঁধন হারা-র প্রথম কিস্তি এবং ১৯২১ সালে (১৩২৭ বঙ্গাব্দ) ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। ১৯২৭ সালে জুন মাসে (শ্রাবণ, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ) এটি প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

20) কোন বিদেশি পত্রিকা বঙ্গবন্ধুকে 'রাজনীতির কবি' উপাধি দিয়েছিলেন?

✔ 1) নিউজউইক
2) দি ইকনমিস্ট
3) গার্ডিয়ান
4) টাইম

ব্যাখ্যা : ৫ এপ্রিল ১৯৭১ যুক্তরাষ্ট্রের সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন Newsweek -এর সাংবাদিক লোবেন জেঙ্কিন্স তার প্রতিবেদনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 'রাজনীতির কবি' (Poet of Politics) বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের জন্যই তাকে এ উপাধি দেওয়া হয়।

21) স্বাধীনতা পদক প্রাপ্ত প্রথম ব্যক্তিত্ব হলেন-

1) সৈয়দ শামসুল হক
✔ 2) সৈয়দ আলী আহসান
3) সতীন সরকার
4) শামসুর রহমান

ব্যাখ্যা : সৈয়দ আলী আহসান ১৯৮৭ সালে স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করেন।সৈয়দ আলী আহসান (২৬ মার্চ ১৯২২ - ২৫ জুলাই ২০০২) বাংলাদেশের একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক, কবি, সাহিত্য সমালোচক, অনুবাদক, প্রাবন্ধিক ও শিক্ষাবিদ। ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। তিনি তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। সৈয়দ আলী আহসানকৃত বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের ইংরেজি অনুবাদ সরকারি ভাষান্তর হিসাবে স্বীকৃত।

Hello BCS

22) 'খনার বচন' এর মূলভাব কি?

1) রাষ্ট্র পরিচালনা নীতি
✔ 2) শুদ্ধ জীবনযাপন রীতি
3) লৌকিক প্রণয়সঙ্গীত
4) সামাজিক মঙ্গলবোধ

ব্যাখ্যা : বিখ্যাত বাঙালি মহিলা জ্যোতিষী খনা রচিত 'খনার বচন' মূলত কৃষিভিত্তিক ছড়া। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী চাষাবাদ, বৃক্ষরোপন, গৃহনির্মাণ ইত্যাদি জীবন ঘনিষ্ঠ বিষয় নিয়ে খনার বচন রচিত। অজস্র খনার বচন যুগ যুগ ধরে গ্রাম বাংলার জন-জীবনের সাথে মিশে আছে।

23) 'বেদান্তগ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার' কার রচনা?

✔ 1) রাজা রামমোহন রায়
2) গোলকনাথ শর্মা
3) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
4) রামরাম বসু

ব্যাখ্যা : রাজা রামমোহন রায়ের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ ফারসি ভাষায় লেখা (ভূমিকা অংশ আরবিতে) তুহফাতুল মুহাহহিদিন। বইটিতে একেশ্বরবাদের সমর্থন আছে। এরপর একেশ্বরবাদ (বা ব্রাহ্মবাদ) প্রতিষ্ঠা করার জন্য বেদান্ত-সূত্র ও তার সমর্থক উপনিষদগুলি বাংলার অনুবাদ করে প্রচার করতে থাকেন। ১৮১৫ থেকে ১৮১৯ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয় বেদান্তগ্রন্থ, বেদান্তসার, কেনোপনিষদ, ঈশোপনিষদ, কঠোপনিষদ, মাণ্ডুক্যোপনিষদ ও মুণ্ডকোপনিষদ।

24) মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস 'আগুনের পরশমনি' কার রচনা?

1) আমজাদ হোসেন
✔ 2) হুমায়ূণ আহমেদ
3) সৈয়দ শামসুল হক
4) শওকত ওসমান

ব্যাখ্যা : আগুনের পরশমণি, ১৯৮৬-এ প্রকাশিত হুমায়ূন আহমেদ-এর একটি উপন্যাস আগুনের পরশমণি, একই নামের উপন্যাসের উপর ভিত্তি করে ১৯৯৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত হুমায়ূন আহমেদ পরিচালিত বাংলাদেশী বাংলা ভাষার চলচ্চিত্র।

25) জীবন থেকে নেয়া' চলচ্চিত্রটির পরিচালক কে?

1) সুভাষ দত্ত
2) আলমগীর
✔ 3) জহির রায়হান
4) আমজাদ হোসেন

Hello BCS

ব্যাখ্যা : জীবন থেকে নেয়া একটি বাংলা চলচ্চিত্র। জহির রায়হান এর নির্মিত এই চলচ্চিত্রটি ১৯৭০ সালের এপ্রিলে মুক্তি পায়। সামাজিক এই চলচ্চিত্রে তৎকালীন বাঙালি স্বাধীনতা আন্দোলনকে রূপকের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। এই ছবিতে আমার সোনার বাংলা গানটি চিত্রায়িত হয়েছিল, যা পরবর্তীকালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।এটি জহির রায়হান নির্মিত শেষ কাহিনী চিত্র।

ঘরে বসেই পড়ুন আর পরীক্ষা দিন হ্যালো বিসিএস এপে। ওয়েবসাইটে এক্সাম দিতে ভিজিট করুনঃ live.hellobcs.com

Hello BCS

♣ উত্তরপত্র

৪০ তম বিসিএস বাংলা

Total questions : 35 Total marks : 35

---

1) 'জোছনা' কোন শ্রেণির শব্দ?

1) যৌগিক
✔ 2) অর্ধ-তৎসম
3) দেশি
4) তৎসম

ব্যাখ্যা : বাংলা ভাষায় কিছু সংস্কৃত শব্দ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হয়ে ব্যবহৃত হয় এগুলোকে বলে অর্ধ-তৎসম. যেমন জোছনা, ছেরাদ্দ, গিন্নি, কুৎসিত শব্দগুলো যথাক্রমে সংস্কৃতি জ্যোৎস্না, শ্রাদ্ধ, গৃহিণী, কুৎসিত শব্দ থেকে আগত।কিছু সংস্কৃত শব্দ অপরিবর্তিত ভাবেই ব্যবহৃত হয় এগুলোকে বলে তৎসম শব্দ।

2) ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন কে?

1) অক্ষয়কুমার দত্ত
2) কালীপ্রসন্নসিংহ ঠাকুর
✔ 3) মাইকেল মধুসূদন দত্ত
4) এন্টনি ফিরঙ্গি

ব্যাখ্যা : ইয়ং বেঙ্গল হিন্দু কলেজের ছাত্রদের সমসাময়িক কলকাতা সমাজ কর্তৃক প্রদত্ত সামাজিক বুদ্ধিবাদী একটি অভিধা বিশেষ। এঁরা সবাই হিন্দু কলেজ এর শিক্ষক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও-র অনুসারী ছিলেন।ইয়ং বেঙ্গল হিসেবে যে নাম গুলো পাওয়া যায় তা হলো যথাক্রমে- কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, মাধবচন্দ্র মল্লিক, রামতনু লাহিড়ী, মহেশচন্দ্র ঘোষ, শিবচন্দ্র দেব, হরচন্দ্র ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, অমৃতলাল মিত্র উল্লেখযোগ্য।মধুসূদন দত্ত ১৮৪৩ সালে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করায় পরবর্তীতে হিন্দু কলেজ ত্যাগ করেন এবং মাইকেল মধুসূদন দত্ত নামে পরিচিতি লাভ করেন।

3) জীবনীকাব্য রচনার জন্য বিখ্যাত :

1) বিপ্রদাস পিপিলাই
2) নরহরি চক্রবর্তী
3) ফকির গরীবুল্লাহ
✔ 4) বৃন্দাবন দাস

ব্যাখ্যা : বৃন্দাবন দাস একজন মধ্যযুগীয় এবং পদাবলী সাহিত্যের বিখ্যাত কবি ছিলেন। বর্ধমানের কাছে দেনুর গ্রামে ১৬ শতকের শুরুতে জন্ম। তাঁর রচিত শ্রীচৈত্যন্যদেবের জীবনী চৈত্যন্যভাগবত সবচেয়ে পুরোনো যা বৈষ্ণব সমাজে বেদব্যাস হিসাবে বিখ্যাত। তাঁর রচিত গোপিকামোহন কাব্যও বৈষ্ণব সমাজের আদরের বস্তু। তিনি কৃষ্ণকর্ণামৃতটীকা, নিত্যানন্দযুগলাষ্টক, রসকল্পসারস্তব, রামানুজগুরু - পরম্পরা প্রভৃতি কয়েকটি সংস্কৃত কাব্য রচনা করে যশ লাভ করেন।

Hello BCS

4) চর্যাপদে কোন ধর্মমতের কথা আছে?

1) খ্রিস্টধর্ম
2) প্যাগনিজম
3) জৈনধর্ম
✔ 4) বৌদ্ধধর্ম

ব্যাখ্যা : ১৯০৭ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত 'চর্যাপদ' হল বৌদ্ধ সহজিয়া পন্থীদের দেহ সাধনার বই। চর্যাপদের ধর্মমত নিয়ে প্রথম আলোচনা করেন ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯২৭ সালে।

5) বাংলা 'ব্যঞ্জনবর্ণ-মালার 'ম' অক্ষরটির পূর্বের পঞ্চম অক্ষরটি কী?

1) 'ল'
✔ 2) 'ন'
3) 'প'
4) 'ধ'

ব্যাখ্যা : ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম. সুতরাং 'ম' অক্ষরটির পূর্বের পঞ্চম অক্ষরটি হলো 'ন' ।

6) উল্লিখিত কোন রচনাটি পুঁথি সাহিত্যের অন্তর্গত নয়?

✔ 1) ময়মনসিংহ গীতিকা
2) ইউসুফ জুলেখা
3) লাইলী মজনু
4) পদ্মাবতী

ব্যাখ্যা : বাংলা লোকগীতিকাকে ৩ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে - নাথগীতিকা, ময়মনসিংহ গীতিকা, পূর্ববঙ্গ গীতিকা। পুঁথি সাহিত্যের অন্তর্গত - ইউসুফ জুলেখা# পদ্মাবতী# লাইলী মজনু রচয়িতা যথাক্রমে - ফকির গরীবুল্লাহ, আলাওল, দৌলত উজির বাহ্রাম খান। ইউসুফ জুলেখা নামে শাহ মুহম্মদ সগির ও আবুল হাকিম।

7) বাক্যের ক্রিয়ার সাথে অন্যান্য পদের যে সম্পর্ক তাকে কী বলে?

1) বিভক্তি
✔ 2) কারক
3) প্রত্যয়
4) অনুসর্গ

ব্যাখ্যা : বাক্যের ক্রিয়ার সাথে অন্যান্য পদের যে সম্পর্ক তাকে কারক বলে। বাংলা ব্যাকরণে 'কারক' একটি সুপরিচিত প্রসঙ্গ। 'কারক' শব্দটির অর্থ, যে কোনো কাজ বা ক্রিয়া সম্পাদন করে। বাক্যে কর্তাই ক্রিয়া সম্পাদন করে। সুতরাং কর্তাই কারক এ রকম মনে হতে পারে। কিন্তু ব্যাকরণে শুধু কর্তাই কারক নয়। কর্তা কী করছে, কার সাহায্যে করছে, কোথায় করছে অর্থাৎ ক্রিয়া সম্পাদনের অবলম্বন, উপকরণ, হেতু, স্থান, কাল ইত্যাদি সবকিছুই

Hello BCS

এ ক্ষেত্রে বিবেচ্য। ক্রিয়া সম্পাদনে ক্রিয়ার সঙ্গে ঐ সব ব্যক্তি, বস্তু, স্থান, কাল ইত্যাদির যে সম্পর্ক রয়েছে, ব্যাকরণে তা কারক নামে অভিহিত। 'কারক' শব্দটি ভাঙ্গলে পাওয়া যায় কৃ + ণক (অক), এখানে 'কৃ' ধাতুর অর্থ হলো করা এবং 'ণক' বা 'অক' এর অর্থ হলো সম্পাদন। অতএব কারকের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো- যা ক্রিয়া সম্পদান করে। বাক্যের মধ্যে ক্রিয়াপদের সঙ্গে নামপদের যে সম্পর্ক, সেই সম্পর্ককে বলা হয় কারক। বাক্যের অন্তর্গত ক্রিয়াপদের সাথে বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের যে সম্পর্ক, তাকেই বলা হয় কারক। যেমন - জয়িতা বই পড়ে। এ বাক্যে ক্রিয়াপদ হলো 'পড়ে'।

8) উল্লিখিতদের মধ্যে কে প্রাচীন যুগের কবি নন?

1) শান্তিপাদ
2) কাহ্নপাদ
✔ 3) রমনীপাদ
4) লুইপাদ

ব্যাখ্যা : কাহ্নপাদ বা কাহ্ন পা বা কৃষ্ণপাদ বা কৃষ্ণাচার্য্য চুরাশিজন বৌদ্ধ মহাসিদ্ধদের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি চর্যাপদের তেরোটি পদ রচনা করেন। তবে কাহ্নপা রচিত ২৪তম পদটি পাওয়া যায়নি। চর্যাপদে শান্তি পার একটি পদ গৃহীত হয়েছে। শান্তি পা বিক্রমশিলা বিহারের দ্বারপণ্ডিত ছিলেন। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ তার শিষ্য। এগার শতকের প্রথমে তিনি জীবিত ছিলেন। তার চর্যাপদের ভাষা প্রাচীন মৈথিলি। শান্তি পা রত্নাকর শান্তির সংক্ষিপ্ত নাম। চর্যাপদের প্রথম এবং ঊনত্রিশতম পদ লুই পার রচনা ।

9) জসীমউদ্দীনের রচনা কোনটি?

✔ 1) যাদের দেখেছি
2) ভবিষ্যতের বাঙালি
3) কাল নিরবধি
4) পথে প্রবাসে

ব্যাখ্যা : জসীমউদ্দীনের রচিত স্মৃকথামূলক গ্রন্থ যাদের দেখেছি।তার এরুপ আরো একটি গ্রন্থ ঠাকুর বাড়ির আঙ্গিনায়।জসীমউদ্দিন রচিত কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ- রাখালী,বালুচর,ধানক্ষেত,মাটির কান্না,এক পয়সার বাঁশি । উপন্যাস- বোবাকাহিনী(১৯৬৪)। পথে প্রবাসে (ভ্রমণকাহিনি) রচিয়তা অন্নদাশঙ্কর রায়। ভবিষ্যতের বাঙালি (প্রবন্ধ) রচিয়তা এস ওয়াজেদ আলী। কাল নিরবধি (আত্মজীবনী) রচিয়তা আনিসুজ্জামান।

10) কোনটি শুদ্ধ বানান ?

1) প্রজ্বল
2) প্রোজ্জল
3) প্রোজ্বল
✔ 4) প্রোজ্জ্বল

ব্যাখ্যা : কিছু শুদ্ধ বানান : বয়োজ্যেষ্ঠ বাল্মীকি বিদুষী বিভীষিকা বুদ্ধিজীবী বৈয়াকরণ পৈতৃক প্রণয়ন প্রতিযোগিতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রাণিবিদ্যা প্রোজ্জ্বল/প্রজ্জ্বলন ফটোস্ট্যাট বহিষ্কার, ব্যর্থ ব্যতীত

Hello BCS

11) "ঢাকা প্রকাশ' সাপ্তাহিক পত্রিকাটির সম্পাদক কে?

✔ 1) কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার
2) সিকান্দার আবু জাফর
3) শামসুর রাহমান
4) রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

ব্যাখ্যা : ঢাকা প্রকাশ ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র। এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সালের ৭ মার্চ বাবুবাজারের 'বাঙ্গালা যন্ত্র' থেকে। পত্রিকার শিরোনামের নিচে একটি সংস্কৃত শ্লোকাংশ 'সিদ্ধিঃ সাধ্যে সমামস্ত' (সাধ্য অনুযায়ী সিদ্ধিলাভ হোক) মুদ্রিত হতো। প্রতি সপ্তাহে গুরুবার অর্থাৎ বৃহস্পতিবার তা বের হতো। ডাকমাশুলসহ পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ছিল ৫ টাকা। ঢাকা প্রকাশের প্রথম সম্পাদক ছিলেন কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। পরিচালকগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন ব্রজসুন্দর মিত্র, দীনবন্ধু মৌলিক, ঈশ্বরচন্দ্র বসু, চন্দ্রকান্ত বসু প্রমুখ। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের পর দীননাথ সেনের পরিচালনায় পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এ সময় বৃহস্পতিবারের পরিবর্তে শুক্রবারে পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। চতুর্থ বর্ষের ২৩ থেকে ৩৬ সংখ্যা পর্যন্ত দীননাথ পরিচালনা করেন। পরে সে ভার অর্পিত হয় জগন্নাথ অগ্নিহোত্রী ও গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের ওপর। পঞ্চম বর্ষ থেকে শুক্রবারের বদলে ঢাকা প্রকাশ রোববারে প্রকাশিত হতে শুরু করে।

12) বাংলা আধুনিক উপন্যাস-এর প্রবর্তক ছিলেন---

1) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
2) প্যারীচাঁদ মিত্র
✔ 3) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
4) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্যাখ্যা : বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস হল ফুল মণি করুণার বিবরণ (১৮৫২), যদিও ১৮৬৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত দুর্গেশনন্দিনী -এর মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে বাংলা উপন্যাসের বিস্তার লাভ করে বলে ধারনা করা হয়। বাংলা উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের নতুনতম অঙ্গ। এর সূত্রপাত ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলাল প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে। এর আখ্যানভাগে এবং রচনাশৈলীতে উপন্যাসের মেজাজ পরিলক্ষিত হয়। বাংলা উপন্যাসের একটি দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

13) 'কিন্তু মানুষ্য কখনো পাষাণ হয় না'- উক্তটি কোন উপন্যাসের ?

1) শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'
2) রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'
3) শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি'
✔ 4) বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ'

ব্যাখ্যা : রাজসিংহ ১৮৮২ ঐতিহাসিক উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ বঙ্গদর্শন পত্রিকায় (চৈত্র, ১২৮৪ – ভাদ্র, ১২৮৫)। পত্রিকায় অসমাপ্ত উপন্যাসটি সমাপ্ত করে ১৮৮২ সালে ৮৩ পৃষ্ঠার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণে পৃষ্ঠাসংখ্যা বেড়ে হয় ৯০। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে চতুর্থ সংস্করণে পৃষ্ঠাসংখ্যা হয় ৪৩৪।

Hello BCS

14) 'জিজীবিষা' শব্দটি দিয়ে বোঝায়?

1) হত্যার ইচ্ছা
2) জয়ের ইচ্ছা
✔ 3) বেঁচে থাকার ইচ্ছা
4) শোনার ইচ্ছা

ব্যাখ্যা : বেঁচে থাকার ইচ্ছা - জিজীবিষা, জয়ের ইচ্ছা - জিগীষা, হনন করার ইচ্ছা - জিঘাংসা।

15) 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি' চরণ দুটির রচয়িতা কে?

1) কাজী নজরুল ইসলাম
2) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
3) চণ্ডীচরণ মুনশী
✔ 4) মদনমোহন তর্কালঙ্কার

ব্যাখ্যা : মদনমোহন তর্কালঙ্কার বাংলা ভাষায় শিক্ষা বিস্তারের জন্য যথেষ্ট শ্রম ব্যয় করেন। তাঁর রচিত শিশুশিক্ষা গ্রন্থটি ঈশ্বরচন্দ্র কর্তৃক রচিত "বর্ণপরিচয়" গ্রন্থটিরও পূর্বে প্রকাশিত। তিনি 'শিশুশিক্ষা' পুস্তকটির 'প্রথম ভাগ' ১৮৪৯ সালে এবং 'দ্বিতীয় ভাগে' ১৮৫০ সালে প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে পুস্তকটির 'তৃতীয় ভাগ' এবং 'বোধোদয়' শিরোনামে 'চতুর্থ ভাগ' প্রকাশিত হয়। 'বাসব দত্তা' ও 'রসতরঙ্গিনী' নামে তাঁর দুটি গ্রন্থ ছাত্রাবস্থায় রচিত হয়। তাঁর রচিত 'আমার পণ' কবিতাটি বাংলাদেশে দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বাংলা পাঠ্যবইয়ের অন্যতম একটি পদ্য এবং শিশু মানস গঠনের জন্য চমৎকার দিক - নির্দেশনা হিসেবে বিবেচিত। তাঁর বিখ্যাত কিছু পংক্তির মধ্যে রয়েছে : 'পাখী সব করে রব, রাতি পোহাইল' ; 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারা দিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি' ; 'লেখাপড়া করে যে/ গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে'। তিনি ১৪টি সংস্কৃত বই সম্পাদনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছে : রসতরঙ্গিণী (১৮৩৪) বাসবদত্তা (১৮৩৬) শিশু শিক্ষা - তিন খণ্ড (১৮৪৯ ও ১৮৫৩)

16) শিব রাত্রি সলতে--বাগধারাটির অর্থ কী?

1) শিবরাত্রির গুরত্ব
2) শিবরাত্রির আলো
✔ 3) একমাত্র সন্তান
4) একমাত্র সঞ্চয়

ব্যাখ্যা : শিব রাত্রির সলতে বলতে বুঝায় পিতা মাতার এক মাত্র জীবিত সন্তান / এক মাত্র সন্তান/ এক মাত্র অবলম্বন/একমাত্র বংশধর।

17) 'Let there be light'- বিখ্যাত ছবিটি পরিচালনা করেন?

1) আতাউর রহমান
✔ 2) জহির রায়হান
3) আমজাদ হোসেন
4) শেখ নিয়ামত আলী

ব্যাখ্যা : জহির রায়হান (১৯ আগস্ট ১৯৩৫ - ৩০ জানুয়ারি ১৯৭২) একজন প্রখ্যাত বাংলাদেশি চলচ্চিত্র পরিচালক, ঔপন্যাসিক, এবং গল্পকার। ১৯৬৪ সালে তিনি পাকিস্তানের প্রথম রঙিন চলচ্চিত্র সঙ্গম নির্মাণ করেন (উর্দু ভাষার ছবি) ।তার রচিত প্রথম উপন্যাস শেষ বিকেলের মেয়ে ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয়। তার রচিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হলো হাজার বছর ধরে ও আরেক ফাল্গুন।

18) 'প্রোষিতভর্তৃকা'- শব্দটির অর্থ কী?

1) যে বিবাহিতা নারী পিত্রালয়ে অবস্থান করে
✔ 2) যে নারীর স্বামী বিদেশে অবস্থান করে
3) ভূমিতে প্রোথিত তরুমূল
4) র্ভৎসনাপ্রাপ্ত তরুণী

ব্যাখ্যা : ভর্ৎসনাপ্রাপ্ত তরুণী / নারী - ভর্ৎসিতা
যে নারীর স্বামী বিদেশে অবস্থান করে - প্রোষিতভর্তৃকা
যে পুরুষের স্ত্রী বিদেশে থাকে - প্রোষিতপত্নীক/ প্রোষিতভার্য

যে বিবাহিতা / অবিবাহিতা নারী পিত্রালয়ে অবস্থান করে - চিরন্ট

19) 'আগুন পাখি' উপন্যাসটির রচয়িতা কে?

1) রাহাত খান
✔ 2) হাসান আজিজুল হক
3) সেলিনা হোসেন
4) ইমদাদুল হক মিলন

ব্যাখ্যা : হাসান আজিজুল হক (জন্ম : ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৯) একজন বাংলাদেশী ঔপন্যাসিক ও ছোট গল্পকার। তিনি বাংলা ভাষার অন্যতম প্রধান কথাসাহিত্যিক হিসেবে পরিগণিত। হাসান আজিজুল হক রচিত প্রথম উপন্যাস শামুক ।তাঁর রচিত অন্যান্য উল্ল্যেখযোগ্য উপন্যাস- সাবিত্রী উপাখ্যান (২০১৩), শিউলি(২০০৬),বৃত্তায়ণ (১৯১১)।

20) 'জীবনস্মৃতি' কার রচনা?

1) বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়
✔ 2) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
3) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
4) রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

ব্যাখ্যা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ জীবনস্মৃতি রচনা করেন। জীবনস্মৃতি ১৩১৯ (জুলাই ১৯১২) সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আত্মজীবনীমূলক অসমাপ্ত রচনার নাম আত্মচরিত। বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যাইয়ের আত্মজীবনীমূলক রচনা তৃণাঙ্কুর ।রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের উল্লেখযোগ্য রচনা মতিচুর,অবরোধবাসিনী।

Hello BCS

21) 'ঊর্ণনাভ' শব্দটি দিয়ে বুঝায়----

1) টিকটিকি
2) উইপোকা
✔ 3) মাকড়সা
4) তেলেপোকা

ব্যাখ্যা : ঊর্ণনাভ সংস্কৃত শব্দের বিশেষ্য পদ অর্থ মাকড়সা

22) 'একুশে ফেব্রুয়ারী'র বিখ্যাত গানটির সুরকার কে?

1) সুধীন দাস
2) সুবীর সাহা
✔ 3) আলতাফ মাহমুদ
4) আলতাফ মামুন

ব্যাখ্যা : আবদুল গাফফার চৌধুরী ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে গানটি প্রথম রচনা করেন। গানটি প্রথম আবদুল লতিফ সুরারোপ করেন। তবে পরবর্তীতে আলতাফ মাহমুদের করা সুরটিই অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করে, ১৯৫৪ সালের প্রভাত ফেরীতে প্রথম গাওয়া হয় আলতাফ মাহমুদের সুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো গানটি এবং এটিই এখন গানটির প্রাতিষ্ঠানিক সুর। ১৯৬৯ সালে জহির রায়হান তার 'জীবন থেকে নেওয়া' চলচ্চিত্রে গানটি ব্যবহার করেন। বর্তমানে এই গানটি হিন্দি, মালয়, ইংরেজি, ফরাসি, সুইডিশ, জাপানিসহ ১২টি ভাষায় গাওয়া হয়।

23) 'কিন্তু আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে, সন্ধ্যাবেলায় দীপ জ্বালার আগে, সন্ধ্যাবেলায় সলতে পাকানো'- বাক্যদ্বয় কোন রচনা থেকে উদ্ধৃত?

1) শেষের কবিতা
✔ 2) যোগাযোগ
3) চোখের বালি
4) নৌকাডুবি

ব্যাখ্যা : যোগাযোগ(১৯২৯ সালে (আষাঢ়, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ)) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত একটি সামাজিক উপন্যাস। প্রথম দুই সংখ্যায় এই উপন্যাসের শিরোনাম ছিল তিনপুরুষ। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের এই উপন্যাসের শিরোনাম পরিবর্তন করে নতুন শিরোনাম দেন যোগাযোগ।

24) শরতের শিশির--বাগধারা শব্দটির অর্থ কী?

✔ 1) সুসময়ের বন্ধু
2) শরতের শিউলি ফুল
3) শরতের শোভা
4) সুসময়ের সঞ্চয়

Hello BCS

ব্যাখ্যা : শরতের শিশির, দুধের মাছির অর্থ একই- সুসময়ের বন্ধু

25) 'Attested' এর বাংলা পরিভাষা কোনটি?

✔ 1) সত্যায়িত
2) প্রত্যয়িত
3) সত্যায়ন
4) সংলগ্ন

ব্যাখ্যা : Attested এর বহুল ব্যবহৃত বাংলা পারিভাষিক শব্দ হচ্ছে 'সত্যায়িত'। সূত্র হিসেবে বাংলা একাডেমী English to Bengali dictionary উল্লেখ করা যেতে পারে। ড. শাহজান মনিরের বাংলা ব্যাকরণে attestation শব্দটির বাংলা দেয়া হয়েছে 'সত্যায়ন'।

26) বৈষ্ণব পদাবলির সঙ্গে কোন ভাষা সম্পর্কিত?

1) অধিভাষা
2) সংস্কৃত ভাষা
✔ 3) ব্রজবুলি
4) সন্ধ্যাভাষা

ব্যাখ্যা : বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের সূচনা ঘটে চর্তুদশ শতকে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস-এর সময়ে, তবে ষোড়শ শতকে এই সাহিত্যের বিকাশ হয়।বৈষ্ণব পদাবলী অধিকাংশ পদ রচিত হয়েছে 'ব্রজবুলি' ভাষায়।ব্রজবুলি বাংলা ও মৈথিলি ভাষার মিশ্রনে একপ্রকার কৃত্রিম কবিভাষা।

27) মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস কোনটি?

✔ 1) একটি কালো মেয়ের কথা
2) আয়নামতির পালা
3) তেইশ নম্বর তৈলচিত্র
4) ইছামতী

ব্যাখ্যা : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লিখিত প্রথম উপন্যাস একটি কালো মেয়ের কথা (রচনা - কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যয়) । নির্যাতিতা ও সন্তানহারা কালো মেয়ে নাজমা ১৯৭১-এর বাংলাদেশের প্রতিরূপক হয়ে উঠেছে উপন্যাসে।

28) 'গীর্জা' কোন ভাষার শব্দ ?

1) ওলন্দাজ
✔ 2) পর্তুগীজ
3) পাঞ্জাবী
4) ফারসী

Hello BCS

ব্যাখ্যা : পর্তুগিজ শব্দ - গীর্জা, পাদ্রী, বোবা, কেরানী, মিস্ত্রি, কামড়া, জানালা, আয়া, আলাপ, আচাড়, ইংরেজ, পিস্তল, তোয়ালে, গুদাম, চাবি, আলমিরা, গামলা, বালতি, আনারস,পেপে,পেয়ারা, তামাক, আলপিন খোঁচা, নোনা ।

29) অন্যের রচনা থেকে চুরি করাকে বলা হয়?

1) পতঙ্গবৃত্তি
2) জলৌকাবৃত্তি
3) বেতসবৃত্তি
✔ 4) কুম্ভিলকবৃত্তি

ব্যাখ্যা : কুম্ভিলকবৃত্তি- অন্যের রচনা থেকে চুরি করাকে বলা হয় । পতঙ্গবৃত্তি বি. পতঙ্গের মতো আগুনে ঝাঁপ দেওয়া ; বিপদ না বুঝে মনোহর কিন্তু বিপজ্জনক বস্তুর মোহে ধাবিত হয়ে আত্মনাশ করা। বেতসবৃত্তি - বেতসলতার ন্যায় নমনশীলতা, বেতসলতা যেমন জলস্রোতে নত হয় সেরূপ অল্পেই নতিস্বীকার।

30) দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন কে?

1) প্যারীচাঁদ মিত্র
✔ 2) মাইকেল মধুসূদন দত্ত
3) প্রমথ চৌধুরী
4) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

ব্যাখ্যা : নীলদর্পণ নাটকটি লিখেন দীনবন্ধু মিত্র। এই নাটকটির পটভূমি ছিল নীল চাষীদের বিরুদ্ধে অত্যাচার-অবিচার ইত্যাদি বর্ণনা করা হয়েছে নাটকটিতে। দীনবন্ধু মিত্রের অনান্য নাটক নবীন তপস্বিনী ,লীলাবতী,জামাই বারিক, কমলে কামিনী (সর্বশেষ নাটক)।মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাটক শর্মিষ্ঠা ,পদ্দাবতী,কৃষ্ণকুমারী।

31) 'অভিরাম' শব্দের অর্থ কী?

1) চলন
2) বিরামহীন
3) বালিশ
✔ 4) সুন্দর

ব্যাখ্যা : অভিরাম অর্থ সুন্দর, অবিরাম অর্থ বিরামহীন

32) কোন শব্দযুগল বিপরীতার্থক নয়?

✔ 1) ঐচ্ছিক- অনাবশ্যিক
2) কদাচার- সদাচার
3) কুটিল- সরল
4) কম -বেশি

ব্যাখ্যা : ঐচ্ছিক - অনাবশ্যিক (সমার্থক শব্দ)

Hello BCS

33) 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কোন সনে প্রথম প্রকাশিত হয়?

1) ১৯২১ সন
2) ১৯২৩ সন
✔ 3) ১৯২২ সন
4) ১৯২৩ সন

ব্যাখ্যা : বিদ্রোহী কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলামের বিখ্যাত কবিতাসমূহের একটি। কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালের ৬ জানুয়ারি 'বিজলী' পত্রিকায়। এরপর কবিতাটি মাসিক প্রবাসী (মাঘ ১৩২৮), মাসিক সাধনা (বৈশাখ ১৩২৯) ও ধূমকেতুতে (২২ আগস্ট ১৯২২) ছাপা হয় । এ কবিতাটি তার প্রথম প্রকাশিত অগ্নিবীণা কাব্যের দ্বিতীয় কবিতা ।

34) 'সর্বাঙ্গীণ' শব্দের সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয়--

1) সর্বঙ্গ+ঈন
2) সর্ব+ঙ্গীন
3) সর্ব+অঙ্গীন
✔ 4) সর্বাঙ্গ+ঈন

ব্যাখ্যা : ঈন প্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দ সর্বাঙ্গ+ঈন = সর্বাঙ্গীণ

35)
বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে কোন ভাষা সম্পর্কিত?

1) সংস্কৃত ভাষা
2) সন্ধ্যাভাষা
✔ 3) ব্রজবুলি
4) অধিভাষা

Hello BCS

ঘরে বসেই পড়ুন আর পরীক্ষা দিন হ্যালো বিসিএস এপে। ওয়েবসাইটে এক্সাম দিতে ভিজিট করুনঃ live.hellobcs.com

♣ উত্তরপত্র

৪১ তম বিসিএস বাংলা

Total questions : 32 Total marks : 32

---

1) সবচেয়ে কম বয়সে কোন লেখক বাংলা একাডেমি পুরস্কার পান?

1) সেলিনা হোসেন
2) আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
3) শওকত আলী
✔ 4) সৈয়দ শামসুল হক

ব্যাখ্যা : সৈয়দ শামসুল হক মাত্র ২৯ বছর বয়সে বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেছিলেন। বাংলা একাডেমি পুরস্কার পাওয়া সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে কম বয়সে এ পুরস্কার লাভ করেছেন। কবিতা, উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প, অনুবাদ তথা সাহিত্যের সকল শাখায় সাবলীল পদচারণার জন্য তাকে 'সব্যসাচী লেখক' বলা হয়। এছাড়া বাংলা সাহিত্যে অবদানের জন্য ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান একুশে পদক এবং ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করেন। ।

2) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘নষ্টনীড়’ গল্পের একটি বিখ্যাত চরিত্র-

1) বিনোদিনী
2) আশালতা
3) হৈমন্তী
✔ 4) চারুলতা

ব্যাখ্যা : নষ্টনীড়’ গল্পের তিনটি কেন্দ্রীয় চরিত্র চারুলতা, অমল ও ভূপতি। বিনোদিনী ও আশালতা " চোখের বালি" উপন্যাসের এবং হৈমন্তী "হৈমন্তী" গল্পের চরিত্র।

3) জেলে জীবন কেন্দ্রিক উপন্যাস কোনটি?

✔ 1) গঙ্গা
2) হাঁসুলী বাঁকের উপকথা
3) গৃহদাহ
4) পুতুলনাচের ইতিকথা

ব্যাখ্যা : গঙ্গা সমরেশ বসু রচিত একটি ধ্রুপদী বাংলা উপন্যাস। ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত নদীকেন্দ্রিক এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য বিষয় দক্ষিণবঙ্গ, বিশেষত অবিভক্ত ২৪ পরগনা জেলার মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের (মাছমারা) জীবনসংগ্রামের কাহিনি।

4) ধ্বনিতত্ত্ব ও শব্দতত্ত্বকে বাক্যে যথাযথভাবে ব্যবহার করার বিধানের নামই-

1) ক্রিয়ার কাল

Hello BCS

2) রসতত্ত্ব
✔ 3) বাক্যতত্ত্ব
4) রূপতত্ত্ব

ব্যাখ্যা : একাধিক শব্দ কী নিয়মে যুক্ত হয়ে বৃহত্তর এককসমূহ (যাদের মধ্যে বাক্য প্রধানতম একক) গঠন করে এবং এই বৃহত্তর এককগুলোর বৈশিষ্ট্য কী, সেটাই বাক্যতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। মূল কথা, ধ্বনিতত্ত্ব ও শব্দতত্ত্বকে বাক্যে যথাযথভাবে ব্যবহার করার বিধানের নামই বাক্যতত্ত্ব।

5) কাজী নজরুল ইসলামের মোট ৫টি গ্রন্থ বিভিন্ন সময়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার বাজেয়াপ্ত করে। কোন বইটি প্রথম বাজেয়াপ্ত হয়?

1) ভাঙার গান
✔ 2) যুগবাণী
3) প্রলয় শিখা
4) বিষের বাঁশি

ব্যাখ্যা : ১৯২২ থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত কাজী নজরুল ইসলামের মোট ৫টি গ্রন্থ নিষিদ্ধ হয়।
গ্রন্থগুলো হচ্ছে -
- যুগবাণী
- বিষের বাঁশি
- ভাঙ্গার গান
- প্রলয় শিখা ও
- চন্দ্রবিন্দু

- নজরুলের প্রথম যে বইটি নিষিদ্ধ হয় তার নাম 'যুগবাণী'।
- ১৯২২ সালে ফৌজদারি বিধির ৯৯এ ধারানুসারে বইটি বাজেয়াপ্ত করা হয়।
- তৎকালীন গোয়েন্দা প্রতিবেদনে 'যুগবাণী'কে একটি ভয়ংকর বই হিসেবে চিহ্নিত করে বলা হয়, লেখক বইটির মাধ্যমে উগ্র জাতীয়তাবাদ প্রচার করছেন।
- 'ক্রীতদাস মানসিকতার' ভারতীয় জনগণকে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে শাসনভার দখলের মন্ত্রণা জোগাচ্ছেন।
- 'নবযুগ' পত্রিকায় লেখা কাজী নজরুল ইসলামের কয়েকটি নিবন্ধনের সংকলন 'যুগবাণী'।
বিষের বাঁশি গ্রন্থটি কাব্যগ্রন্থ হিসাবে প্রথম বাজেয়াপ্ত হয়।
- এটি ১৯২৪ সালের আগস্টে প্রকাশিত হয় এবং ২৪ অক্টোবরে নিষিদ্ধ হয়ে যায়।
উৎসঃ নিষিদ্ধ নজরুল, শিশির কর ও বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা।

6) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেই এই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একটি উপন্যাস রচনা করেছেন, যা ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির নাম কী?

1) বায়ান্ন বাজার তিপ্পান্ন গলি
2) রক্তের অক্ষর
3) চৈতালী ঘূর্ণি

Hello BCS

✔ 4) ১৯৭১

ব্যাখ্যা : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বশেষ উপন্যাস '১৯৭১'। তিনি এটি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন রচনা করেছিলেন। তিনি তার '১৯৭১' উপন্যাসে তুলে ধরেছেন একাত্তরের গ্রামীণ জীবনের চিত্র। এই উপন্যাসের মধ্যে লেখক দুটি স্বল্পদীর্ঘ উপন্যাস রচনা করেছেন। একটি 'সুতপার তপস্যা' অপরটি 'একটি কালো মেয়ের কথা'। [তথ্যসূত্রঃ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা - ডঃ সৌমিত্র শেখর]

7) জীবনী সাহিত্যের ধারা গড়ে ওঠে কাকে কেন্দ্র করে?

✔ 1) শ্রীচৈতন্যদেব
2) বিদ্যাপতি
3) কাহ্নপা
4) রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

ব্যাখ্যা :

শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁর কয়েকজন শিষ্যের জীবন কাহিনি নিয়ে মধ্যযুগে জীবনী সাহিত্যের সূচনা হয়। চৈতন্যদেবের জীনবী সাহিত্য 'কড়চা' নামে অভিহিত করা হয়। কড়চা অর্থ দিনপঞ্জি বা রোজনামচা। ভক্তরা চৈতন্যদেবকে মানুষ রূপে কল্পনা করেনি, করেছে নররূপী নারায়ণ রূপে।

8) এবার আমার একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা হলো- বাক্যটি কোন ধরনের?

1) অনুজ্ঞাবাচক
✔ 2) নির্দেশাত্মক
3) প্রশ্নবোধক
4) বিস্ময়বোধক

ব্যাখ্যা : কোনো ঘটনা ভাব বা বক্তব্যের তথ্য যে বাক্য প্রকাশ করে তাকে বলা হয় নির্দেশবাচক বাক্য। এই নির্দেশবাচক, নির্দেশমূলক বাক্য, নির্দেশসূচক বাক্য, নির্দেশাত্মক বাক্য, শুদ্ধ বর্ণনাত্মক বাক্য, বিবৃতিমূলক বাক্য প্রভৃতিও বলা হয়। যেমন : সে একটি গল্পের বই পড়ছে,এবার আমার একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা হলো ইত্যাদি। [তথ্যসূত্রঃ নবম দশম শ্রেণী বাংলা ব্যাকরণ]

9) প্রচুর + য = প্রাচুর্য, কোন প্রত্যয়?

1) সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়
✔ 2) তদ্ধিত প্রত্যয়
3) বাংলা কৃৎ প্রত্যয়
4) কৃৎ প্রত্যয়

ব্যাখ্যা : 'য' একটি সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়। 'য' প্রত্যয় যুক্ত হলে প্রাতিপদিকের অন্তে স্থিত অ, আ, ই এবং ঈ- এর লোপ হয়। যথা- সম্ + য = সাম্য, কবি + য = কাব্য, মধুর + য = মাধুর্য, প্রাচী + য = প্রাচ্য।

Hello BCS

10) ব্যঞ্জন ধ্বনির সংক্ষিপ্ত রূপকে বলে-

1) হসন্ত
2) রেফ
3) কার
✔ 4) ফলা

ব্যাখ্যা : স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে যেমন 'কার' বলা হয়, তেমনি ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয় 'ফলা'। ফলা ৬টি। যেমনঃ ণ/ন ফলা, ব ফলা, ম ফলা, য ফলা , র ফলা ও ল ফলা। [তথ্যসূত্রঃ নবম দশম শ্রেণী বাংলা ব্যকরণ বই]

11) 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' পত্রিকাটি কোন স্থান থেকে প্রকাশিত?

1) ময়মনসিংহের ত্রিশাল
2) ঢাকার পল্টন
✔ 3) কুষ্টিয়ার কুমারখালী
4) নওগাঁর পতিসর

ব্যাখ্যা : গ্রামবার্ত্তা পত্রিকাটি ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। এটি হরিনাথ মজুমদার বা কাঙাল হরিনাথের সম্পাদনায় অবিভক্ত বাংলার কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী থেকে প্রকাশিত হয়।

12) বাগযন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছকে কী বলে?

1) যৌগিক ধ্বনি
✔ 2) অক্ষর
3) মৌলিক ধ্বনি
4) বর্ণ

ব্যাখ্যা : বাগযন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছকে অক্ষর বলে।
যেমন -
সমাবর্তন শব্দে চারটি অক্ষর আছে।
- সম+আ+√বৃৎ +অন = সমাবর্তন।

উৎসঃ বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক অভিধান।

13) চর্যাপদের টীকাকারের নাম কী?

1) প্রবোধচন্দ্র বাগচী
2) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
3) মীননাথ
✔ 4) মুনিদত্ত

Hello BCS

ব্যাখ্যা : চর্যাপদের পুঁথিটি যে-রূপে পাওয়া গেছে তাতে বোঝা যায়, এটি বিভিন্ন সময়ে আবির্ভূত বিভিন্ন কবির রচিত কবিতা-সমষ্টির সংকলন। কবিতাগুলোর বক্তব্য ও প্রকাশভঙ্গিতে যে দুর্বোধ্যতা ছিল তা দূর করার জন্য মুনিদত্ত পদগুলোকে একত্রিত করে সংস্কৃত ভাষায় পদগুলোর সহজবোধ্য টীকা রচনা করেছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত পুঁথিতে মূল চর্যাপদ ও মুনিদত্তের সংস্কৃত টীকা যুক্ত করা হয়েছে। পুঁথিটি খণ্ডিত ছিল বলে টীকাকারের নাম পাওয়া যায় নি। পরে ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী একই সংকলনের তিব্বতি অনুবাদ আবিষ্কার করেন এবং তাতে টীকাকার হিসেবে মুনিদত্তের উল্লেখ পাওয়া যায়।

14) বাংলা ভাষায় প্রথম অভিধান সংকলন করেন কে?

✔ 1) রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ
2) অশোক মুখোপাধ্যায়
3) হরিচরণ দে
4) রাজশেখর বসু

ব্যাখ্যা : • বাংলা ভাষায় (বাংলা থেকে বাংলা) প্রথম অভিধান সংকলন করেন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ; ১৮১৭ সালে। বাংলালিপিতে মুদ্রিত প্রথম বাংলা-বাংলা অভিধানের নাম বঙ্গভাষাভিধান। বাংলা ভাষার প্রথম অভিধান প্রকাশিত হয় ১৭৪৩ সালে। • ১৮ শতকের শেষার্ধে নাথানিয়েল ব্রাসি হালেদ এর মুনশি প্রণীত বাংলা-ফারসি অভিধানটি বাংলা অক্ষরে লেখা প্রথম অভিধান

15) তেভাগা আন্দোলনকেন্দ্রিক উপন্যাস কোনটি?

1) ক্রীতদাসের হাসি
2) অক্টোপাস
3) কালো বরফ
✔ 4) নাঢ়াই

ব্যাখ্যা : 'নাঢ়াই' উপন্যাসটির রচয়িতা শওকত আলী। এই উপন্যাসে তেভাগা আন্দোলনের চিত্র ফুটে উঠেছে। তেভাগা আন্দোলন ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর -এ শুরু হয়ে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত চলে। বর্গা বা ভাগ-চাষীরা এতে অংশ নেয়। তার রচিত আরও কিছু উপন্যাস- পিঙ্গল আকাশ, যাত্রা, প্রদোষে প্রাকৃতজন ইত্যাদি। [তথ্যসূত্র- বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, সৌমিত্র শেখর]

16) মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক কোনটি?

1) চাকা
2) ছেঁড়াতার
3) বাকী ইতিহাস
✔ 4) কী চাহ হে শঙ্খচিল

ব্যাখ্যা : মমতাজউদ্দিন আহমেদ রচিত 'কী চাহ শঙ্খচিল' বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি নাটক। তার রচিত আরও কিছু নাটক- স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা, বকুলপুরের স্বাধীনতা, সাত ঘাটের কানাকড়ি ইত্যাদি।

Hello BCS

17) বিধবার প্রেম নিয়ে রচিত উপন্যাস কোনটি?

1) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শেষ প্রশ্ন'
✔ 2) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চোখের বালি'
3) কাজী নজরুল ইসলামের 'কুহেলিকা'
4) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কপালকুণ্ডলা'

ব্যাখ্যা : চোখের বালি বাংলা সাহিত্যের প্রথম মনস্তাত্ত্বিকমূলক সামাজিক উপন্যাস। বাঙালি সমাজ ও পরিবারের বিচিত্র বিশ্লেষণ ও বিধবার ত্রিভুজ প্রেমের চিত্র মেলে। প্রধান চরিত্রগুলো- মহেন্দ্র, বিনোদিনী, আশালতা ও বিহারী।

18) 'পরানের গহীন ভিতর' কাব্যের কবি কে?

1) আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ
2) অরুণ বসু
3) অসীম সাহা
✔ 4) সৈয়দ শামসুল হক

ব্যাখ্যা : 'পরানের গহীন ভিতর' সৈয়দ শামসুল হক রচিত একটি কাব্যগ্রন্থ। কাব্যগ্রন্থটি আঞ্চলিক ভাষারীতিতে রচিত। তার আরও কিছু কাব্যগ্রন্থ- একদা এক রাজ্যে, আমি জন্মগ্রহণ করিনি, ধ্বংসস্তূপে কবি ও নগর ইত্যাদি।

19) 'বাবা ছেলের দীর্ঘায়ু কামনা করলেন'- এই পরোক্ষ উক্তির প্রত্যক্ষরূপ হবে :

1) বাবা ছেলেকে বললেন যে, তোমার দীর্ঘায়ু হোক
2) বাবা ছেলেকে বললেন, বাবা তুমি দীর্ঘজীবী হও
✔ 3) বাবা ছেলেকে বললেন, 'তুমি দীর্ঘজীবী হও'
4) বাবা ছেলেকে বললেন যে, আমি তোমার দীর্ঘায়ু কামনা করি

ব্যাখ্যা :

প্রত্যক্ষ উক্তিতে বক্তার বক্তব্যটুকু উদ্ধরণচিহ্নের (" ") অন্তর্ভুক্ত থাকে। পরোক্ষ উক্তিতে উদ্ধরণ চিহ্ন লোপ পায়। প্রথম উদ্ধরণ চিহ্ন স্থানে 'যে' এই সংযোজক অব্যয়টি ব্যবহার করতে হয়। বাক্যের সঙ্গতি রক্ষার জন্য উক্তিতে ব্যবহৃত বক্তার পুরুষের পরিবর্তন করতে হয়। যেমন- পরোক্ষ উক্তি : 'বাবা ছেলের দীর্ঘায়ু কামনা করলেন' প্রত্যক্ষ উক্তি : বাবা ছেলেকে বললেন, 'তুমি দীর্ঘজীবী হও'। বাক্যের অর্থ-সঙ্গতি রক্ষার জন্য সর্বনামের পরিবর্তন করতে হয়। যেমন-প্রত্যক্ষ উক্তি : রশিদ বলল, "আমার ভাই আজই ঢাকা যাচ্ছেন।" পরোক্ষ উক্ত : রশিদ বলল যে, তার ভাই সেদিনই ঢাকা যাচ্ছিলেন। [তথ্যসূত্র - বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, সৌমিত্র শেখর]

20) 'সোমত্ত' শব্দটির উৎপত্তি কোন শব্দ থেকে?

1) সওয়ার
✔ 2) সমর্থ
3) সোল্লাস

Hello BCS

4) সোপান

ব্যাখ্যা : 'সোমত্ত' ব্যুৎপত্তিগত সমর্থের অর্ধতৎসম রূপ। [তথ্যসূত্র - বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, সৌমিত্র শেখর]

21) 'কুসীদজীবী' বলতে কাদের বুঝায়?

1) কৃষিজীবী
2) চারণকবি
✔ 3) সুদখোর
4) সাপুড়ে

ব্যাখ্যা : কুসীদজীবী শব্দের অর্থ সুদে টাকা ধার দেওয়া যার পেশা।

22) অপিনিহিতির উদাহরণ কোনটি?

1) জন্ম-জম্ম
✔ 2) আজি > আইজ
3) ডেস্ক > ডেসক
4) অলাবু > লাবু > লাউ

ব্যাখ্যা : পরের ই-কার আগে উচ্চারিত হলে কিংবা যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির আগে ই-কার বা উ-কার উচ্চারিত হলে তাকে অপিনিহিতি বলে। যেমনঃ আজি > আইজ, সাধু > সাউধ।

23) উপমান কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ কোনটি?

✔ 1) শশব্যস্ত
2) কালচক্র
3) বহুব্রীহি
4) পরাণ পাখি

ব্যাখ্যা : উপমান অর্থ তুলনীয় বস্তু। প্রত্যক্ষ কোনো বস্তুর সাথে পরোক্ষ কোনো বস্তুর তুলনা করলে প্রত্যক্ষ বস্তুটিকে বলা হয় উপমেয়, আর যার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে তাকে বলা হয় উপমান। উপমান ও উপমেয়ের একটি সাধারণ ধর্ম থাকবে। যেমনঃ শশের ন্যায় ব্যস্ত = শশব্যস্ত।

24) 'ডিঙি টেনে বের করতে হবে।'-কোন ধরনের বাক্যের উদাহরণ?

1) কর্মকর্তৃবাচ্য
✔ 2) ভাববাচ্য
3) কর্মবাচ্য
4) যৌগিক

Hello BCS

ব্যাখ্যা : যে বাচ্যে কর্ম থাকে না এবং বাক্যে ক্রিয়ার অর্থই বিশেষভাবে ব্যক্ত হয় তাকে ভাববাচ্য বলে। যেমন- ডিঙি টেনে বের করতে হবে।

25) 'সবকিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?

1) নির্মলেন্দু গুণ
2) সুকান্ত ভট্টাচার্য
✔ 3) হুমায়ুন আজাদ
4) সৈয়দ আলী আহসান

ব্যাখ্যা : 'সবকিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে' হুমায়ুন আজাদ রচিত কাব্যগ্রন্থ। তার আরও কিছু কাজ হলো- অলৌকিক ইস্টিমার, জ্বলো চিতাবাঘ প্রভৃতি। এটি তার তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ যা তিনি সমসাময়িক দুই বাংলাদেশী লেখক হুমায়ুন আহমেদ এবং ইমদাদুল হক মিলনকে উৎসর্গ করেছেন। তার মোট কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ১০টি [তথ্যসূত্র - বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, সৌমিত্র শেখর]

26) বাংলা সাহিত্যে 'কালকূট' নামে পরিচিত কোন লেখক?

1) আলাউদ্দিন আল আজাদ
2) সমরেশ মজুমদার
✔ 3) সমরেশ বসু
4) শওকত ওসমান

ব্যাখ্যা : সমরেশ বসু একজন প্রখ্যাত ভারতীয় বাঙালি লেখক যার ছদ্মনাম কালকূট ও ভ্রমর ।

27) পাঁচালিকার হিসেবে সর্বাধিক খ্যাতি কার ছিল?

✔ 1) দাশরথি রায়
2) রামরাম বসু
3) রামনিধি গুপ্ত
4) ফকির গরীবুল্লাহ

ব্যাখ্যা : পাঁচালি গান বাংলার প্রাচীন লৌকিক সংগীতগুলোর অন্যতম। এই গান প্রধানতঃ সনাতন ধর্মীদের বিভিন্ন আখ্যান বিষয়ক বিষয়বস্তু সম্বলিত ও তাদের তুষ্টির জন্য পরিবেশিত হয়। দাশরথি রায় ছিলেন একজন ভারতীয় বাঙ্গালি স্বভাবকবি এবং সর্বাধিক খ্যাত পাঁচালিকার।

28) ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের পটভূমিকায় লেখা উপন্যাস কোনটি?

1) ভূমিপুত্র
2) কাঁটাতারে প্রজাপতি
3) মাটির জাহাজ
✔ 4) চিলেকোঠার সেপাই

Hello BCS

ব্যাখ্যা : ঊনসত্তরের গণআন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত উপন্যাস চিলেকোঠার সেপাই। প্রধান চরিত্র হলো- ওসমান, খিজির, আনোয়ার প্রমূখ। এই উপন্যাসে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ণরূপ মেলে।চিলেকোঠার সেপাই বাংলাদেশী কথাসাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচিত উপন্যাস। এটি ছিলো তার প্রথম উপন্যাস।

29) চারণকবি হিসেবে বিখ্যাত কে?

1) মুক্তারাম চক্রবর্তী
2) চন্দ্রাবতী
✔ 3) মুকুন্দদাস
4) আলাওল

ব্যাখ্যা : স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় মানুষের মধ্যে দেশপ্রেম জাগাতে, দেশের পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার প্রেরণা জোগাতে যেসব কবিরা গান গেয়ে ও যাত্রাভিনয় করে স্থানে স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন, তাদেরকে চারণ কবি বলা হয়। মুকুন্দ দাস স্বদেশী ও অসহযোগ আন্দোলনের সময় বহু স্বদেশী বিপ্লবাত্মক গান ও নাটক রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ছিলেন স্বদেশী যাত্রার প্রবর্তক। প্রকৃতপক্ষে তিনি একজন চারণকবি ছিলেন।

30) 'অভাব' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে কোন উপসর্গটি?

1) অকাজ
2) আবছায়া
✔ 3) আলুনি
4) নিখুঁত

ব্যাখ্যা : অভাব অর্থে আ উপসর্গ যোগে গঠিত শব্দ : আকাঁড়া, আধোয়া, আলুনি।

31) ভাষা আন্দোলন নিয়ে লেখা কবিতা কোনটি?

1) সোনালি কাবিন
2) হুলিয়া
3) তোমাকে অভিবাদন প্রিয়া
✔ 4) স্মৃতিস্তম্ভ

ব্যাখ্যা : ভাষা আন্দোলন নিয়ে লেখা 'স্মৃতিস্তম্ভ' কবিতাটি আলাউদ্দিন আল আজাদ রচিত মানচিত্র কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

32) ইংরেজি ভাষায় জীবনানন্দ দাশের ওপর গ্রন্থ লিখেছেন কে?

1) ডব্লিউ বি ইয়েটস
✔ 2) ক্লিনটন বি সিলি
3) অমিতাভ ঘোষ
4) অরুন্ধতী রায়

Hello BCS

ব্যাখ্যা : ক্লিনটন বুথ সিলি যুক্তরাষ্ট্রের একজন স্বনামধন্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, গবেষক, সাহিত্যের অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও ও সাহিত্যের অনুবাদক।
- তার জন্ম ১৯৪১ সালের ২১ জুন। বর্তমানে তিনি শিকাগো ইউনিভার্সিটির ইমেরিটাস অধ্যাপক।
- তিনি বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে গবেষণা করেছেন।
- জীবনানন্দ দাশের সাহিত্যিক জীবনী গ্রন্থ রচনা করেছেন ক্লিনটন বি সিলি।
- গ্রন্থটির নাম - A Poet Apart যা ১৯৯০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।
- বইটি বাংলায় অনুবাদ করেন - ফারুক মঈনউদ্দীন এবং এটি ২০১১ সালে প্রকাশিত হয়। বাংলা অনুবাদের নাম - 'অনন্য জীবনানন্দ'।

উৎসঃ প্রথম আলো পত্রিকার রিপোর্ট ও সাহিত্য সাময়িকী।

ঘরে বসেই পড়ুন আর পরীক্ষা দিন হ্যালো বিসিএস এপে। ওয়েবসাইটে এক্সাম দিতে ভিজিট করুনঃ live.hellobcs.com

Hello BCS

♣ উত্তরপত্র

৪২ তম বিসিএস বাংলা

Total questions : 23 Total marks : 23

---

1) সঠিক বানান নয় কোনটি?

1) মূর্ছা
2) ধরণী
3) গুণ
✔ 4) প্রানী

ব্যাখ্যা : এখানে সঠিক বানান নয় এমন শব্দ 'প্রানী' ; যার সঠিক বানান প্রাণী। অপর তিনটি শব্দের বানান সঠিক। সঠিক শব্দুগলো হলো- ধরণী, মূর্ছা, গুণ।

2) সবুজপত্র পত্রিকাটির সম্পাদক কে?

1) শেখ ফজলুল করিম
2) মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন
✔ 3) প্রমথ চৌধুরী
4) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্যাখ্যা : বিংশ শতাব্দির প্রথম ভাগে বাংলা ভাষায় অন্যতম প্রধান সাময়িক পত্রিকা ছিলো সবুজ পত্র। প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় এটি প্রকাশিত হতো। এর প্রথম প্রকাশ বাংলা ১৩২১ সালে (ইংরেজি : ১৯১৪ খ্রি.)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক ছিলেন ৪টি পত্রিকার । সেগুলি হলো-সাধনা, ভারতী, বঙ্গদর্শন এবং তত্ত্ববোধিনী। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের সম্পাদনায় কলকাতা থেকে সওগাত প্রথম প্রকাশিত হয়। এছাড়াও তিনি প্রকাশ করেন বার্ষিক সওগাত(১৯৩৩),সাপ্তাহিক সওগাত (১৯৩৪), সচিত্র মহিলা সওগাত (১৯৩৭), শিশু সওগাত এবং ১৯৪৭ সালে প্রকাশ করেন সচিত্র সাপ্তাহিক বেগম পত্রিকা।

3) বাক্যের দুটি অংশ থাকে-

1) প্রসাদগুণ, মাধুর্যগুণ
2) সাধু, চলিত
✔ 3) উদ্দেশ্য, বিধেয়
4) উপমা, অলংকার

ব্যাখ্যা : প্রতিটি বাক্যে দুটি অংশ থাকে। যথা : ১. উদ্দেশ্য, ২. বিধেয়। বাক্যের যে অংশ কাউকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয়, তাকে উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলা হয়, তাকে বিধেয় বলে। যেমন : খোকা এখন (উদ্দেশ্য) বই পড়ছে (বিধেয়)।

Hello BCS

4) নিচের কোনটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র?

1) আবার তোরা মানুষ হ
2) কলমিলতা
3) ধীরে বহে মেঘনা
✔ 4) হুলিয়া

ব্যাখ্যা : হুলিয়া(১৯৮৫) তানভীর মোকাম্মেল পরিচালনা করেন। কবি নির্মলেন্দু গুণের "হুলিয়া" কবিতা অবলম্বনে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র এটি। ধীরে বহে মেঘনা, কলমিলতা, আবার তোরা মানুষ হ - এগুলো পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র।

5) 'Notification'-এর বাংলা পরিভাষা কোনটি?

1) বিজ্ঞাপন
2) বিজ্ঞপ্তি
3) বিজ্ঞপ্তি ফলক
✔ 4) প্রজ্ঞাপন

ব্যাখ্যা : Notification শব্দের বাঙলা পরিভাষা হলো- প্রজ্ঞাপন। অন্যান্য শব্দ : Circular- বিজ্ঞপ্তি, Advertisement- বিজ্ঞাপন।

6) মানুষের দেহের যে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধ্বনি তৈরিতে সহায়তা করে তাকে বলে?

✔ 1) বাক প্রত্যঙ্গ
2) নাসিকাতন্ত্র
3) স্বরতন্ত্রী
4) অঙ্গধ্বনি

ব্যাখ্যা : মানুষের দেহের যে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধ্বনি তৈরীতে সহায়তা করে তাকে বাক প্রত্যঙ্গ বলা হয়। কারণ ধ্বনির সৃষ্টি হয় বাগযন্ত্রের দ্বারা। গলনালি, মুখবিবর, কণ্ঠ, জিহ্বা, তালু, দাঁত, নাক ইত্যাদি বাক প্রত্যঙ্গকে এক কথায় বলে বাগযন্ত্র।

7) অধিত্যকা এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?

✔ 1) উপত্যকা
2) ধিত্যকা
3) পার্বত্য
4) সমতল

ব্যাখ্যা : উপত্যকা - অধিত্যকা , পার্বত্য - সমতল

8) 'কিত্তনখোলা' নাটকটির বিষয়-

1) যন্ত্রণাদগ্ধ শহরজীবন

Hello BCS

2) দেশবিভাগজনিত জীবন যন্ত্রণা
✔ 3) লোকায়ত জীবন-সংস্কৃতি
4) স্নিগ্ধ-শ্যামল প্রকৃতির রূপ

ব্যাখ্যা : নাট্যাচার্য সেলিম আল দীন রচিত 'কিত্তনখোলা' নাটকটির বিষয়বস্তু লোকায়ত জীবন-সংস্কৃতি। এর উপরে একটি বাংলাদেশী চলচ্চিত্র ২০০০ সালে মুক্তি পায়।

9) বাংলা আদি অধিবাসীগণ কোন ভাষাভাষী ছিলেন?

1) সংস্কৃত
2) হিন্দি
3) বাংলা
✔ 4) অস্ট্রিক

ব্যাখ্যা : সমগ্র বাঙালি জনগোষ্ঠীকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা- প্রাক-আর্য (অনার্য) জনগোষ্ঠী এবং আর্য জনগোষ্ঠী। আর্যপূর্ব জনগোষ্ঠী মূলত নেগ্রিটো, অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও ভোটচীনীয় এই চারটি শাখায় বিভক্ত ছিল। বাংলার আদি জনপদগুলোর ভাষা ছিল অস্ট্রিক।

10) বঙ্গালি উপভাষা অঞ্চল কোনটি?

1) নদীয়া
2) ত্রিপুরা
3) পুরুলিয়া
✔ 4) বরিশাল

ব্যাখ্যা : ভাষার ব্যবহারিক রূপ হল উপভাষা। বাংলা ভাষার উপভাষাকে প্রধানত পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়। ১. রাঢ়ি (পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গ)। ২. ঝাড়খন্ডি (দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গ, সিংভূম, মানভূম, পুরুলিয়া অঞ্চল)। ৩. বরেন্দ্রি (উত্তর বঙ্গ)। ৪. বঙ্গালি (পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ববঙ্গ, ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, বরিশাল)। ৫. কামরুপি (উত্তর পূর্ববঙ্গ, কোচবিহার, কাছাড়া)।

11) কোনটি শুদ্ধ নয়?

✔ 1) যন্ত্রনা
2) শূদ্র
3) সহযোগিতা
4) স্বতঃস্ফূর্ত

ব্যাখ্যা : যন্ত্রনা অশুদ্ধ শব্দের শুদ্ধরূপ- যন্ত্রণা। এছাড়াও অন্যান্য শুদ্ধ শব্দ – শূদ্র, সহযোগিতা, স্বতঃস্ফূর্ত।

12) মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস কোনটি?

✔ 1) সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন
2) কুসুমের মতো কোমল = কুসুমকোমল

Hello BCS

3) মহান যে পুরুষ = মহাপুরুষ
4) জায়া ও পতি = দম্পতি

ব্যাখ্যা : সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)।
মহান যে পুরুষ = মহাপুরুষ (কর্মধারয়)। ।
কুসুমের মতো কোমল = কুসুমকোমল (উপমান কর্মধারয়) ।
জায়া ও পতি = দম্পতি (সম্বন্ধবাচক দ্বন্দ্ব)।

13) কৃষ্টি শব্দের সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয়-

✔ 1) কৃষ্+তি
2) কৃষ্+ইষ্টি
3) কৃষ্+টি
4) কৃ+ইষ্টি

ব্যাখ্যা : কৃষ্টি শব্দের সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয় : কৃষ্ + তি ; অনুরূপভাবে, সৃজ + তি = সৃষ্টি, দৃশ + তি = দৃষ্টি।

14) কোন সাহিত্যকর্মে সান্ধ্যভাষার প্রয়োগ আছে?

1) পদাবলী
2) চৈতন্যজীবনী
✔ 3) চর্যাপদ
4) গীতগোবিন্দ

ব্যাখ্যা :

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কবিতা চর্যার পদগুলো সন্ধ্যা বা সান্ধ্য ভাষায় রচিত। যে ভাষা সুনির্দিষ্ট রূপ পায়নি, যে ভাষার অর্থও একাধিক অর্থাৎ আলো-আঁধারের মতো, সে ভাষাকে পণ্ডিতগণ সন্ধ্যা বা সান্ধ্য ভাষা বলেছেন।

15) "আমার জ্বর জ্বর লাগছে"- জ্বর জ্বর শব্দ দুটি অবিকৃতভাবে উচ্চারিত হওয়াকে বলে-

✔ 1) দিরুক্ত শব্দ
2) সমার্থক শব্দ
3) শব্দদ্বিত্ব
4) যুগ্মশব্দ

ব্যাখ্যা : আমার জ্বর জ্বর লাগছে- এখানে জ্বর জ্বর শব্দ দুটির অবিকৃতবাবে উচ্চারিত হওয়াকে দ্বিরুক্ত শব্দ বলা হয়। যেমন : সামান্য বোঝাতে- আমি জ্বর জ্বর বোধ করছি ; এখানে জ্বর জ্বর দ্বারা পদের দ্বিরুক্তির প্রয়োগ ঘটেছে।

16) ঐহিক এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?

1) ঈদৃশ

Hello BCS

✔ 2) পারত্রিক
3) মাঙ্গলিক
4) আকস্মিক

ব্যাখ্যা : ঐহিক - পারত্রিক , ঈদৃশ - তাদৃশ , আকস্মিক - চিরন্তন/স্থায়ী

17) মহাকবি আলাওল রচিত কাব্য-

1) চন্দ্রাবতী
✔ 2) পদ্মাবতী
3) মধুমালতী
4) লাইলী মজনু

ব্যাখ্যা : • আলাওল রচিত কাব্য 'পদ্মাবতী', যা ছিল কবি মালিক মুহম্মদ জায়সীর হিন্দি কাব্য পদুমাবৎ-এর অনুবাদ। • 'চন্দ্রাবতী' কাব্য রচনা করেছেন আরাকান রাজ্যের মন্ত্রী ,আলাওলের পৃষ্ঠপোষক ও আরাকান রাজসভার প্রথম বাংলা কবি কোরেশী মাগন ঠাকুর। • 'মধুমালতী' কাব্য রচনা করেন মুহম্মদ কবির যা মতিনি হিন্দী কবি মনঝনের মধুমালত কাব্যের অনুসরনে রচিত। • ' লায়লী-মজনু' কাব্য রচনা করেন দৌলত উজির বাহ্‌রাম খান যা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান কাব্যধারায় একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন ।

18) 'যিনি ন্যায়শাস্ত্র জানেন' এর এককথায় প্রকাশিত রূপ হলো-

1) ন্যায়পাল
✔ 2) নৈয়ায়িক
3) ন্যায়ঋদ্ধ
4) ন্যায়বাগীশ

ব্যাখ্যা : যিনি ন্যায়শাস্ত্র জানেন- এর এককথায় প্রকাশিত রূপ হলো- নৈয়ায়িক। ন্যায়পাল : সুইডিশ ভাষায় Ombudsman বা ন্যায়পাল বলতে এমন একজন সরকারি মুখপাত্র বা প্রতিনিধি কিংবা সরকারি কর্মকর্তাকে বুঝায় যিনি সরকারি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করেন।

19) 'উলুবনে মুক্তা ছড়ানো' প্রচলিত এমন শব্দগুচ্ছকে বলে-

✔ 1) প্রবাদ-প্রবচন
2) এককথায় প্রকাশ
3) ভাবসম্প্রসারণ
4) বাক্য সংকোচন

ব্যাখ্যা : উলুবনে মুক্ত ছড়ানো প্রচলিত এমন শব্দগুচ্ছকে বলা হয় প্রবাদ-প্রবচন। যার ইংরেজি – To cast pearls before swine.

20) শুদ্ধ বাক্য নয় কোনটি?

1) ইশ! যদি পাখির মত পাখা পেতাম

Hello BCS

2) হয়তো সোহমা আসতে পারে
✔ 3) অকারণে ঋণ করিও না
4) বিদ্বান হলেও তার কোনো অহংকার নেই

ব্যাখ্যা : এখানে শুদ্ধ বাক্য নয় → 'অকারণে ঋণ করিওনা'। কারণ বাক্যটি গুরুচণ্ডালী (সাধু-চলিত মিশ্রণ) দোষে দুষ্ট হয়েছে। বাক্যটির শুদ্ধরূপ→ অকারণে ঋণ কর না। অপর তিনটি বাক্য শুদ্ধ।

21) 'বাবা' কোন ভাষার অন্তর্গত শব্দ?

1) তদ্ভব
2) তৎসম
3) ফারসী
✔ 4) তুর্কি

ব্যাখ্যা : 'বাবা' শব্দটি তুর্কি ভাষার অন্তর্ভুক্ত। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তুকি শব্দ- উজবুক, কোর্মা, তোশক, বেগম, কুরনিশ, কুলি ইত্যাদি। উল্লেখযোগ্য অন্যান্য শব্দ : তৎসম- কার্য, বৎস, হস্ত, গৃহ ইত্যাদি। তদ্ভব- কাজ, চামার, ভাত, হাত ইত্যাদি। ফারসি- আইন, আজাদ, আমদানি, দরিয়া, ফরিয়াদ ইত্যাদি।

22) বাংলাদেশের ছয় ঋতুর সঠিক অনুক্রম কোনটি?

1) শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা
2) বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত ও গ্রীষ্ম
3) গ্রীষ্ম, বর্ষা, বসন্ত, হেমন্ত, শীত ও শরৎ
✔ 4) গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত

ব্যাখ্যা : বাংলাদেশের ছয় ঋতুর সঠিক অনুক্রম হলো গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত।

23) উদ্বাসন শব্দের অর্থ কী?

✔ 1) বাসভূমি থেকে বিতাড়িত হওয়া
2) অজ্ঞাত বিষয় প্রকাশ করা
3) বাসভূমির সম্মুখস্থ ভূমি
4) বিকাশ

ব্যাখ্যা : (বিশেষ্য)
১ বাস্তত্যাগ ; স্বদেশ বা বাসভূমি থেকে বিতাড়িত হওয়া।
২ বিসর্জন ; ত্যাগ।
{(তৎসম বা সংস্কৃত)উৎ+√বস্+ণিচ্+অন(ল্যুট্)}

Hello BCS

♣ উত্তরপত্র

৪৩ তম বিসিএস বাংলা

Total questions : 35 Total marks : 35

---

1) 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' কার লেখা?

1) আবুল হুসেন
2) আবুল হাসেম
✔ 3) আবুল মনসুর আহমদ
4) এস. ওয়াজেদ আলী

ব্যাখ্যা : 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' – আবুল মনসুর আহমদ – এর বিখ্যাত গ্রন্থ। এতে আজকের বাংলাদেশ নামে পরিচিত ভূখণ্ডটির ১৯২০ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ইতিহাস আছে। তার রচিত অন্যান্য গ্রন্থ শেরে বাংলা থেকে বঙ্গবন্ধু, আয়না, ফুডকনফারেন্স, গালিভারের সফর নামা, আসমানি পর্দা, হুজুর কেবলা, আবে হায়াত ইত্যাদি।

2) বড় > বড্ড-এটি কোন ধরনের পরিবর্তন?

1) বিষমীভবন
2) ব্যঞ্জন-বিকৃতি
✔ 3) ব্যঞ্জনদ্বিত্ব
4) সমীভবন

ব্যাখ্যা : দ্বিত ব্যঞ্জন (Long Consonant) বা ব্যঞ্জনদ্বিত্ব : কখনো কখনো জোর দেয়ার জন্য শব্দের অন্তর্গত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়, একে বলে দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনদ্বিত্ব। যেমন- বড় > বড্ড, পাকা > পাক্কা, সকাল > সক্কাল ইত্যাদি।

3) 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়-

1) ১৯ ফেব্রুয়ারী ১৯২৬
✔ 2) ১৯ জানুয়ারি ১৯২৬
3) ২৬ মার্চ ১৯২৭
4) ১৯ মার্চ ১৯২৬

ব্যাখ্যা : মুসলিম সাহিত্য সমাজ ছিল বাংলাদেশের 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের দল বা সংগঠন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সভাপতিত্বে ১৯২৬ সালের ১৯ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হল ইউনিয়ন কক্ষে মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

4) 'Attested' শব্দের বাংলা পরিভাষা কী?

1) সত্যয়িত

Hello BCS

✔ 2) সত্যায়িত
3) প্রত্যায়িত
4) প্রত্যয়িত

ব্যাখ্যা : Attested এর বহুল ব্যবহৃত বাংলা পারিভাষিক শব্দ হচ্ছে 'সত্যায়িত'।
সূত্র হিসেবে বাংলা একাডেমী English to Bengali dictionary উল্লেখ করা যেতে পারে।
ড. শাহজান মনিরের বাংলা ব্যাকরণে attestation শব্দটির বাংলা দেয়া হয়েছে 'সত্যায়ন'।

5) 'রুখের তেন্তলি কুমীরে খাই' - এর অর্থ কী?

1) বৃক্ষের শাখায় পাকা তেঁতুল
2) তেজি কুমিরকে রুখে দিই
✔ 3) গাছের তেঁতুল কুমিরে খায়
4) ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হয়

ব্যাখ্যা : রুখের তেন্তলি কুমীরে খাই' - এর অর্থ গাছের তেঁতুল কুমিরে খায়। চর্যাপদের মহিলা কবি কুক্কুরীপা রচিত পদে উক্ত কথাটি পাওয়া যায়।

6) 'আমার দেখা নয়াচীন' কে লিখেছেন?

1) শহীদুল্লাহ কায়সার
2) আবুল ফজল
3) মাওলানা ভাসানী
✔ 4) শেখ মুজিবুর রহমান

ব্যাখ্যা : 'আমার দেখা নয়াচীন' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লিখিত বিখ্যাত গ্রন্থ। এটি গণচীন ভ্রমণের অভিজ্ঞতার আলোকে লেখা একটি ডায়েরির পুস্তকি রূপ। বাংলা একাডেমি ২০২০ সালে বইটি প্রকাশ করে। তার রচিত অন্যান্য গ্রন্হ অসমাপ্ত আত্মজীবনী, কারাগারের রোজনামচা, আমার কিছু কথা (প্রকাশিতব্য)

7) কোনটি নামধাতুর উদাহরণ?

1) পড়ু
2) চ্‌ল
✔ 3) বেতা
4) কর্‌

ব্যাখ্যা : বিশেষ্য, বিশেষণ এবং ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের পরে 'আ' প্রত্যয়যোগে যেসব ধাতু গঠিত হয়, সেগুলোকে নামধাতু বলা হয়। যেমন- বেত (বিশেষ্য) + আ (প্রত্যয়) = বেতা। অপরদিকে চ্‌ল, কর্‌, পড্‌ এগুলো মৌলিক ধাতু বা ক্রিয়ামূলের উদাহরণ।

8) 'ডেকে ডেকে হয়রান হচ্ছি।' -এ বাক্যে 'ডেকে ডেকে' কোন অর্থ প্রকাশ করে?

1) অসহায়ত্ব

Hello BCS

2) বিরক্তি
3) কালের বিস্তার
✔ 4) পৌনঃপুনিকতা

ব্যাখ্যা : পদের দ্বিরুক্তি : দুটি পদে একই বিভক্তি প্রয়োগ করা হয়, শব্দ দুটি ও বিভক্তি অপরিবর্তিত থাকে। যেমন : পদের দ্বিরুক্তির প্রয়োগে ক্রিয়াবাচক শব্দের ব্যবহার হিসেবে : ডেকে ডেকে হয়রান হচ্ছি পৌনঃপুনিকতার উদাহরণ। অনুরূপভাবে স্বল্পকাল স্থায়ী বোঝাতে- দেখতে দেখতে আকাশ কালো হয়ে এলো।

9) 'সপ্তকাণ্ড রামায়ণ' বাগধারার অর্থ কী?

1) রামায়ণে বর্ণিত সাতটি সমুদ্র
2) রামায়ণে বর্ণিত বৃক্ষ
3) রামায়ণের সাত পর্ব
✔ 4) বৃহৎ বিষয়

ব্যাখ্যা : সপ্তকাণ্ড রামায়ণ বাগধারাটির অর্থ- বৃহৎ বিষয়। যেমন : সপ্তকাণ্ড রামায়ণ না আউড়ে আসল কথাটাই বল।

10) "ঐ ক্ষেপেছে পাগলি মায়ের দামাল ছেলে" - কে এই দামাল ছেলে?

1) চিত্তরঞ্জন দাস
✔ 2) কামাল পাশা
3) কাজী নজরুল ইসলাম
4) সুভাষ বসু

ব্যাখ্যা : "ঐ ক্ষেপেছে পাগলি মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই," এটি বিদ্রোহী কবি নজরুল রচিত কবিতা 'কামাল পাশা'র অন্তর্ভুক্ত লাইন। এখানে দামাল ছেলে বলতে কামাল ভাই অর্থাৎ কামাল পাশাকে বুঝিয়েছেন।

11) 'যিনি বিদ্বান, তিনি সর্বত্র আদরণীয়।' - এটি কোন ধরনের বাক্য?

1) সরল বাক্য
✔ 2) জটিল বাক্য
3) যৌগিক বাক্য
4) খণ্ড বাক্য

ব্যাখ্যা : যে বাক্যে একটি প্রধান খণ্ডবাক্যের এক বা একাধিক আশ্রিত বাক্য পরস্পর সাপেক্ষভাবে ব্যবহৃত হয়, তাকে মিশ্র বা জটিল বাক্য বলে। যথা- যিনি বিদ্বান, তিনি সর্বত্র আদরণীয়, যে পরিশ্রম করে, সে-ই সুখ লাভ করে।

12) 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে' কাব্যগ্রন্থের কবি কে?

1) রফিক আজাদ
✔ 2) শঙ্খ ঘোষ
3) শক্তি চট্টোপাধ্যায়

Hello BCS

4) শামসুর রহমান

ব্যাখ্যা : 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে' কাব্যগ্রন্থটির কবি শঙ্খ ঘোষ। গ্রন্থটি ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত হয়। দিনগুলি রাতগুলি (১৯৫৬) ; এখন সময় নয় (১৯৬৭) ; জলই পাষাণ হয়ে আছে (২০০৪) প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ।

13) মনসা দেবীকে নিয়ে লেখা বিজয়গুপ্তের মঙ্গলকাব্যের নাম কী?

1) 'মনসাবিজয়'
2) 'পদ্মাবতী'
✔ 3) 'পদ্মাপুরাণ'
4) 'মনসামঙ্গল'

ব্যাখ্যা : মনসামঙ্গলের একজন সর্বাধিক পরিচিত কবি হিসাবে বিজয়গুপ্ত-এর খ্যাতি। তাঁর মনসামঙ্গল (বা পদ্মাপুরাণ) বাংলার জনপ্রিয় কাব্যগুলির মধ্য অন্যতম। গল্পরস সৃজনে, করুণরস ও হাস্যরসের প্রয়োগে, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনের পরিচয়ে, চরিত্র চিত্রণে এবং পাণ্ডিত্যের গুণে বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ একটি জনপ্রিয় কাব্য। বিজয়গুপ্তের পূর্বে আমরা পাই আদি মঙ্গল কবি কানাহরি দত্ত ও বিপ্রদাস পিপিলাইকে।

14) 'তাতে সমাজজীবন চলে না।' -এ বাক্যটির অস্তিবাচক রূপ কোনটি?

1) তাতে সমাজজীবন সচল হয়ে পড়ে
2) তাতে না সমাজজীবন চলে।
✔ 3) তাতে সমাজজীবন অচল হয়ে পড়ে
4) তাতে সমাজজীবন চলে।

ব্যাখ্যা : বাক্যে 'না', 'নয়', 'নহে', 'নি', নেই', 'নাহি', 'নাই' ইত্যাদি নঞর্থক অব্যয়যোগে অস্তিবাচক বাক্যের বিধেয় ক্রিয়াকে (সমাপিকা ক্রিয়াকে) নেতিবাচক বাক্যে রূপান্তর করা হয়। যেমন : নেতিবাচক বাক্য : 'তাতে সমাজজীবন চলে না।' এর অস্তিবাচক বাক্য : তাতে সমাজজীবন অচল হয়ে পড়ে। অনুরূপভাবে নেতিবাচক বাক্য : মন নিচুতে নামতে চায় না। এর অস্তিবাচক বাক্য : মন নিচুতে নামতে অনিচ্ছুক।

15) বাংলা সাহিত্যে প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিকের নাম কী?

1) নূরুন্নাহার ফয়জুন্নেসা
2) বেগম রোকেয়া
✔ 3) স্বর্ণকুমারী দেবী
4) কাদম্বরী দেবী

ব্যাখ্যা : বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক স্বর্ণকুমারী দেবী। ১৮৭৬ তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দীপনির্বাণ' প্রকাশিত হয়।

16) বাগযন্ত্রের অংশ কোনটি?

1) দাঁত

Hello BCS

2) ফুসফুস
3) স্বরযন্ত্র
✔ 4) উপরের সবকটি

ব্যাখ্যা : ভাষার প্রথম প্রকাশ ঘটে মানুষের মুখে-মানুষের বাগ্‌যন্ত্রে। মানুষের বাগযন্ত্রই ভাষার প্রথম জন্মভূমি। বাগযন্ত্রের গঠন- প্রক্রিয়া ধ্বনিবিজ্ঞানের প্রথম আলোচ্য বিষয়। শরীরের উপরিভাগে অবস্থিত মধ্যচ্ছদা থেকে ঠোঁট পর্যন্ত শ্বাসবাহী যেসব বিশেষ প্রত্যঙ্গগুলি ধ্বনির উচ্চারণের সঙ্গে যুক্ত সেগুলিকে বাক্‌প্রত্যঙ্গ বা একত্রে বাগ্‌যন্ত্র (speech organ/ vocal organ) বলে। বাগ্‌যন্ত্রের এলাকা বিস্তৃত। এর মধ্যে রয়েছে ফুসফুস (lungs), শ্বাসনালি (trachea), স্বরযন্ত্র (larynx), স্বরতন্ত্র (vocal fold), জিভ (tongue), ঠোঁট (lips), নিচের চোয়াল (lower jaw), দাঁত (teeth), তালু (palate) ও গলনালি (pharynx)।

17) নিম্নবিবৃত স্বরধ্বনি কোনটি?

✔ 1) আ
2) ই
3) এ
4) অ্যা

ব্যাখ্যা : বাংলা আ-ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বা সাধারণত শায়িত অবস্থায় থাকে এবং কণ্ঠের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং মুখের সম্মুখ ও পশ্চাৎ অংশের মাঝামাঝি বা কেন্দ্রস্থানীয় অংশে অবস্থিত বলে আ-কে কেন্দ্রীয় নিম্নাবস্থিত স্বরধ্বনি এবং বিবৃত ধ্বনিও বলা হয়।

18) রবীন্দ্রনাথ কোন কারক বাদ দিতে চেয়েছিলেন?

1) অপাদান কারক
✔ 2) সম্প্রদান কারক
3) অধিকরণ কারক
4) করণ কারক

ব্যাখ্যা : বাংলায় সম্প্রদান কারকের প্রয়োজন নেই, এ কথা রবীন্দ্রনাথ অনেক আগেই বলেছিলেন। নতুন ব্যাকরণে সম্প্রদান কারক বাদ দেওয়া হয়েছে। আবার সম্বন্ধ কারক বলে নতুন কারক যুক্ত করা হয়েছে। তাই আগের মতোই কারক আছে ছয় প্রকার।

19) কোনটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস?

1) ‘প্রদোষে প্রাকৃতজন’
✔ 2) ‘নেকড়ে অরণ্যে’
3) ‘কাঁদো নদী কাঁদো’
4) ‘রাঙা প্রভাত’

ব্যাখ্যা : শওকত ওসমান (১৯১৭-৯৮) বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের সমকালমনস্ক এক জীবনবাদী কথাশিল্পী। সমাজ ও সময়ের কাছে দায়বদ্ধ থেকে তিনি আমৃত্যু লিখে গেছেন। তাঁর রচনায় আমাদের জাতীয় আন্দোলন ও

Hello BCS

মুক্তিযুদ্ধ ভিন্ন এক শিল্পমাত্রা লাভ করেছে। মুক্তিযুদ্ধকে পটভূমি করে তিনি লিখেছেন চারটি উপন্যাস 'জাহান্নম হইতে বিদায়' (১৯৯১)১, 'দুই সৈনিক' (১৯৭৩)২, 'নেকড়ে অরণ্য' (১৯৭৩)৩ ও 'জলাংগী' (১৯৭৪)

20) কত সালে 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাস প্রথম প্রকাশিত হয়?

1) ১৮৬১
2) ১৮৬৭
✔ 3) ১৮৬৫
4) ১৮৬০

ব্যাখ্যা : দুর্গেশনন্দিনী ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত উপন্যাস। এটি সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস। এটির বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি বিখ্যাত উপন্যাস – আনন্দমঠ, কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষবৃক্ষ প্রভৃতি।

21) 'চর্যাপদে'র প্রাপ্তিস্থান কোথায়?

1) বাংলাদেশ
✔ 2) নেপাল
3) ভুটান
4) উড়িষ্যা

ব্যাখ্যা : ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থশালা থেকে চর্যার একটি খণ্ডিত পুঁথি উদ্ধার করেন।

22) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসগর কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

1) দেবানন্দপুর গ্রাম, হুগলি
2) কাঁঠালপাড়া গ্রাম, চব্বিশ পরগনা
✔ 3) বীরসিংহ গ্রাম, মেদিনীপুর
4) চৌবেরিয়া গ্রাম, নদীয়া

ব্যাখ্যা : ১৮২০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর (১২২৭ বঙ্গাব্দের ১২ আশ্বিন, মঙ্গলবার) ব্রিটিশ ভারতের বাংলা প্রেসিডেন্সির বীরসিংহ গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শর্মা জন্মগ্রহণ করেন।এই গ্রামটি অধুনা ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত হলেও, সেই যুগে ছিল হুগলি জেলার অন্তর্ভুক্ত। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতার নাম ছিল ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতার নাম ছিল ভগবতী দেবী। বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের আদি নিবাস ছিল অধুনা হুগলি জেলার বনমালীপুর গ্রাম। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ ছিলেন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত ব্যক্তি।

23) 'আসমান' কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ?

1) আরবি
2) ফরাসি

Hello BCS

3) পর্তুগিজ
✔ 4) ফারসি

ব্যাখ্যা : আসমান শব্দটি ফারসি ভাষা থেকে আগত। ফারসি ভাষা থেকে আগত কয়েকটি শব্দ- আইন, আফগান, খরিদ, গোয়েন্দা, কামান, কারখানা, রসিদ, হাঙ্গামা, সওদা, শুমারি ইত্যাদি। [তথ্যসূত্র- বাংলা একাডেমী}

24) ভুল বানান কোনটি?

✔ 1) ভূবন
2) অন্তঃসার
3) মুহূর্ত
4) অদ্ভুত

ব্যাখ্যা : ভূবন শব্দের সঠিক বানান ভুবন। অন্তঃসার, মুহূর্ত এবং অদ্ভুত তিনটি বানানই শুদ্ধ।

25) 'জিজীবিষা' শব্দটির অর্থ কী?

1) জীবনকে জানার ইচ্ছা
✔ 2) বেঁচে থাকার ইচ্ছা
3) জীবননাশের ইচ্ছা
4) জীবন-জীবিকার পথ

ব্যাখ্যা : জিজীবিষা- বেঁচে থাকার ইচ্ছা। জিগীষা - বিজয়ের ইচ্ছা (প্রবল জিগীষার আত্মপ্রকাশ)।

26) 'চিকিৎসাশাস্ত্র' কোন সমাস?

✔ 1) কর্মধারয়
2) তৎপুরুষ
3) বহুব্রীহি
4) অব্যয়ীভাব

ব্যাখ্যা : মধ্যপদলোপী কর্মধারয় : যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যপদের লোপ হয়, তাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস বলে। যথা- চিকিৎসা বিষয়ক শাস্ত্র = চিকিৎসাশাস্ত্র। সাহিত্য বিষয়ক সভা = সাহিত্যসভা।

27) "তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি শত রূপে শত বার/জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।" -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন কবিতার অংশ?

✔ 1) 'অনন্ত প্রেম'
2) 'শেষ উপহার'
3) 'ব্যক্ত প্রেম'
4) 'উপহার'

Hello BCS

ব্যাখ্যা : অনন্ত প্রেম – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি শত রূপে শত বার জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার। চিরকাল ধরে মুগ্ধ হৃদয় গাঁথিয়াছে গীতহার, কত রূপ ধরে পরেছ গলায়, নিয়েছ সে উপহার জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার। যত শুনি সেই অতীত কাহিনী, প্রাচীন প্রেমের ব্যথা, অতি পুরাতন বিরহমিলনকথা, অসীম অতীতে চাহিতে চাহিতে দেখা দেয় অবশেষে কালের তিমিররজনী ভেদিয়া তোমারি মুরতি এসে, চিরস্মৃতিময়ী ধ্রুবতারকার বেশে।

28) কেন্তুমের কোন দুটি শাখা এশিয়ার অন্তর্গত?

✔ 1) হিত্তিক ও তুখারিক
2) তামিল ও দ্রাবিড়
3) আর্য ও অনার্য
4) মাগধী ও গৌড়ী

ব্যাখ্যা : হিত্তিক ও তুখারিক হচ্ছে কেন্তুমের এশীয় অঞ্চলের শাখা এবং হেল্লেনিক, ইতালো-কেল্‌টিক, টিউটোনিক বা জার্মানিক কেন্তুমের ইউরোপীয় শাখা। তামিল ও দ্রাবিড়, আর্য ও অনার্য এবং মাগধী ও গৌড়ী শতমের শাখা।

29) ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী নিয়ে লেখা উপন্যাস কোনটি?

1) 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র'
2) 'ক্ষুধা ও আশা'
✔ 3) 'কর্ণফুলি'
4) 'ধানকন্যা'

ব্যাখ্যা : 'কর্ণফুলী' আলাউদ্দিন আল আজাদ রচিত একটি উপন্যাস। এটি ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয়। ষাটের দশকে আলাউদ্দিন আল আজাদ রচিত তেইশ নম্বর তৈলচিত্র (১৯৬০) ও কর্ণফুলী উপন্যাসটি ব্যাপক সাড়া জাগায়। এই উপন্যাসে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহারে দক্ষতার জন্য আলাউদ্দিন আল আজাদ ইউনেস্কো পুরস্কার পেয়েছিলেন। এ উপন্যাসের লেখক কর্ণফুলীর তীরে যে সব বিশেষ সম্প্রদায় বসবাস করে তাদের জীবনচিত্র তুলে ধরেছেন। পাহাড় সমুদ্র ঘেরা একটি বিশেষ জনপদ তথা উপজাতীয়দের জীবন চিত্র অবলম্বনে রচিত হয় এই উপন্যাস। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হল- আদিবাসী রাঙ্গামিলা, জলি, রমজান, ইসমাইল।

30) 'গড্ডলিকা প্রবাহ' বাগধারায় 'গড্ডল' শব্দের অর্থ কী?

1) একত্র
✔ 2) ভেড়া
3) ভাসা
4) স্রোত

Hello BCS

ব্যাখ্যা : 'গড্ডল', 'গড্ডর' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ, যার মানে হচ্ছে 'ভেড়া' কিংবা 'মেষ'। এই গড্ডল হয়েই বাংলায় 'গাড়ল' কথাটিও জন্মেছে। কাজেই, 'গড্ডলিকা' বলতে বুঝায় একটা মেষ দলে সামনে থাকা আগুয়ান মেষটিকে। এবং বাকি ভেড়ারা অন্ধভাবে তাকে অনুসরণ করে আর দলটা একটি নদীর মতো বইতে বইতে এগোতে থাকে। এরই অনুপ্রেরণায় যখন কেউ অন্ধভাবে, নিজে কোনও বিবেচনা না করে, সবাই করছে দেখে কোনও কাজে নিয়েজিত হয়, তখন 'গড্ডলিকা প্রবাহ', 'মেষদল', 'ভেড়ার পাল' এই সমস্ত কথাগুলো ব্যবহার হয়।

31) 'মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়'- কে রচনা করেন এই কাব্যাংশ?

1) সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
2) সমর সেন
3) প্রেমেন্দ্র মিত্র
✔ 4) জীবনানন্দ দাশ

ব্যাখ্যা : মানুষের মৃত্যু হ'লে তবুও মানব থেকে যায় ; অতীতের থেকে উঠে আজকের মানুষের কাছে প্রথমত চেতনার পরিমাপ নিতে আসে। এটা জীবনানন্দ দাশ এর লেখা।

32) 'নীল লোহিত' কোন লেখকের ছদ্মনাম?

1) অরুণ মিত্র
2) সমরেশ বসু
✔ 3) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
4) সমরেশ মজুমদার

ব্যাখ্যা : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ - ২৩ অক্টোবর ২০১২) বিশ শতকের শেষভাগে সক্রিয় একজন প্রথিতযশা বাঙালি সাহিত্যিক। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় "নীললোহিত", "সনাতন পাঠক", "নীল উপাধ্যায়" ইত্যাদি ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম অধুনা বাংলাদেশের মাদারীপুরে।

33) দৌলত উজির বাহরাম খান সাহিত্যসৃষ্টিতে কার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন?

1) কোরেশী মাগন ঠাকুর
2) সুলতান বরবক শাহ
3) সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ
✔ 4) জমিদার নিজাম শাহ

ব্যাখ্যা : দৌলত উজির বাহরাম খানের লেখা থেকে জানা যায় তিনি জমিদার নিজাম শাহ্ এর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। তিনি নিজাম শাহ্ এর থেকেই দৌলত উজির উপাধি পেয়েছিলেন।

34) সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত পত্রিকার নাম কী?

✔ 1) 'শনিবারের চিঠি'
2) বঙ্গদর্শন

Hello BCS

3) রবিবারের ডাক
4) বিজলি

ব্যাখ্যা : শনিবারের চিঠি পত্রিকা :
- শনিবারের চিঠি স্যাটায়ার ধর্মী সাহিত্যিক পত্রিকা। প্রথম দিকে এটি সাপ্তাহিক পরে মাসিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হয়।
- এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হাস্য কৌতুকের মাধ্যমে সমসাময়িক সাহিত্য-চর্চাকে আক্রমণ করা।
- পত্রিকাটি ১৯৩০ - ৪০ এর দশকে কলকাতা কেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যের জগতে বেশ আলোড়ন তুলেছিলো। এই পত্রিকার সঙ্গে কল্লোল গোষ্ঠীর দ্বন্দ ছিলো আক্রমণাত্মক ; তবে তৎকালীন সাহিত্যকে বিশেষভাবে পত্রিকাটি অনুপ্রাণিত করেছিল।
- পত্রিকার প্রাণপুরুষ ছিলেন - সজনীকান্ত দাস। তিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত পত্রিকাটির প্রকাশনার সাথে জড়িত ছিলেন। এছাড়া তিনি দীর্ঘদিন পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন।
- উল্লেখ্য, পত্রিকাটির প্রথম সম্পাদক ছিলেন - যোগানন্দ দাস।

- শনিবারের চিঠির প্রায় সব রচনা বেনামে প্রকাশিত হয়েছে।
- লেখকদের মধ্যে উলেখযোগ্য ছিলেন, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামানন্দ চট্টপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টপাধ্যায়, অশোক চট্টপাধ্যায়, সুবিমল রায়, মোহিতলাল মজুমদার, সজনীকান্ত দাস, যোগানন্দ দাস, নীরদচন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ।

উৎস : বাংলাপিডিয়া।

35) হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপাধি কী?

1) পণ্ডিত
2) শাস্ত্রজ্ঞ
3) বিদ্যাসাগর
✔ 4) মহামহোপাধ্যায়

ব্যাখ্যা : মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (৬ ডিসেম্বর, ১৮৫৩ – ১৭ নভেম্বর, ১৯৩১) ছিলেন বিখ্যাত বাঙালি ভাষাতত্ত্ববিদ, সংস্কৃত বিশারদ, সংরক্ষণবিদ ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা। তার আসল নাম ছিল হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য। তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদের আবিষ্কর্তা। তিনি সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত রামচরিতম্ বা রামচরিতমানস পুঁথির সংগ্রাহক।

Hello BCS

♣ উত্তরপত্র

৪৪ তম বিসিএস বাংলা

Total questions : 35 Total marks : 35

---

1) মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান।'-পঙিক্তটির রচয়িতা—

1) বিদ্যাপতি
2) কৃষ্ণদাস কবিরাজ
✔ 3) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
4) গোবিন্দদাস

ব্যাখ্যা : মরণরে, তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান! মেঘ বরণ তুঝ, মেঘ জটাজুট, রক্ত কমল কর, রক্ত অধর-পুট, তাপ-বিমোচন করুণ কোর তব, মৃত্যু অমৃত করে দান! তুহু মম শ্যাম সমান। [তথ্যসূত্রঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী]

2) 'ইতরবিশেষ' বলতে বোঝায়—

1) অপদার্থ
2) দুর্বৃত্ত
✔ 3) পার্থক্য
4) চালাকি

ব্যাখ্যা : ইতরবিশেষ (বিশেষ্য):
- এটি সংস্কৃত শব্দ থেকে আগত।
অর্থ -
- **সামান্য পার্থক্য**।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বাগ্‌ধারা ও অর্থ :
- গভীর জলের মাছ অর্থ অতি চালাক।
- ঘটিরাম/অকাল কুষ্মান্ড বাগধারাটির অর্থ অপদার্থ।
- বকধার্মিক - ভণ্ড।

উৎস: বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান এবং ভাষা শিক্ষা-ড. হায়াৎ মামুদ।

3) কোনটি 'জিগীষা'র সম্প্রসারিত প্রকাশ?

1) জানিবার ইচ্ছা
✔ 2) জয় করিবার ইচ্ছা
3) হনন করিবার ইচ্ছা
4) যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা

Hello BCS

ব্যাখ্যা : গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি শব্দের সম্প্রসারিত রূপ :

১. জিগীষা (বিশেষ্য) -জয়লাভ করার ইচ্ছা,
২. জিজীবিষা (বিশেষ্য) - বেঁচে থাকার ইচ্ছা,
৩. জিজ্ঞাসা (বিশেষ্য) - জানার ইচ্ছা/কৌতুহল,
৪. জিঘাংসা (বিশেষ্য) - বধ/হনন করার ইচ্ছা,
৫. যুযুৎসা (বিশেষ্য) - যুদ্ধ করার অভিলাষ/ইচ্ছা

উৎস : বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান।

4) নিচের কোনটি যৌগিক বাক্য?

1) দোষ স্বীকার করলে তোমাকে শাস্তি দেওয়া হবে না।
2) তিনি বেড়াতে এসে কেনাকাটা করলেন।
3) মহৎ মানুষ বলে সবাই তাঁকে সম্মান করেন।
✔ 4) ছেলেটি চঞ্চল তবে মেধাবী।

ব্যাখ্যা : যৌগিক বাক্য:
দুই বা ততোধিক স্বাধীন বাক্য যখন যোজকের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে একটি বাক্যে পরিণত হয়, তখন তাকে যৌগিক বাক্য বলে।
- এবং, ও, তথাপি, আর, অথবা, বা, কিংবা, কিন্তু, অথচ, সেজন্য, ফলে, তবে ইত্যাদি যোজক যৌগিক বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
- কমা (,), সেমিকোলন (ঃ;), কোলন (;), ড্যাশ (-) ইত্যাদি যতিচিহ্নও যোজকের কাজ করে।
যেমন -
- উদয়াস্ত পরিশ্রম করবো, তথাপি অন্যের দ্বারস্থ হবো না।
- নেতা জনগণকে উৎসাহিত করলেন বটে, কিন্তু, কোন পথ দেখাতে পারলেন না।
তেমনিভাবে,
- **ছেলেটি চঞ্চল তবে মেধাবী।**

প্রশ্নে উল্লিখিত অন্যান্য বাক্যগুলো - সরল বাক্য।

উৎস : মাধ্যমিক বাংলা ব্যাকরণ (২০১৯ ও ২০২১ সংস্করণ)।

5) নিচের কোন বাক্যটি প্রয়োগগত দিক থেকে শুদ্ধ?

1) আমি কারও সাতেও নেই, সতেরোতেও নেই।
2) আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।
✔ 3) তার দু'চোখ অশ্রুতে ভেসে গেল।
4) সারা জীবন ভূতের মজুরি খেটে মরলাম।

Hello BCS

ব্যাখ্যা : বাক্যে অশুদ্ধ শব্দের প্রয়োগে বাক্য অশুদ্ধ হয়। বাক্যশুদ্ধির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সঠিক বাংলা বানান। এছাড়া প্রয়োগজনিত ভুল, বাচ্যজনিত ভুল, বাহুল্যজনিত ভুল, লিঙ্গজনিত ভুল, বিভক্তিজনিত ভুল, বচন ও সমাস ঘটিত অশুদ্ধি, প্রত্যয়, সন্ধি ইত্যাদি জনিত কারণেও বাক্য অশুদ্ধ হয়। [তথ্যসূত্রঃ ভাষা- শিক্ষা, ড. হায়াত মামুদ]

6) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর লেখা নাটক কোনটি?

1) ওরা কদম আলী
✔ 2) বহিপীর
3) পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়
4) কবর

ব্যাখ্যা : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ একজন কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার।
- তিনি ১৯২২ সালের ১৫ আগস্ট চট্টগ্রামের ষোলশহরে সৈয়দ (ডেপুটি) বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন।
- তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬১), আদমজি পুরস্কার (১৯৬৫), একুশে পদক (১৯৮৩) লাভ করেন।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচিত সাহিত্যকর্ম :
গল্পগ্রন্থ :
- নয়নচারা,
- দুই তীর ও অন্যান্য গল্প।

নাটক :
- বহিপীর,
- সুড়ঙ্গ,
- তরঙ্গভঙ্গ,
- উজানে মৃত্যু ইত্যাদি।

উপন্যাস :
- লালসালু,
- চাঁদের অমাবস্যা,
- কাঁদো নদী কাঁদো,
- দি আগলি এশিয়ান ইত্যাদি।

অন্যদিকে,
কবর - মুনির চৌধুরী রচিত ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক নাটক।
পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় - সৈয়দ শামসুল হকের লেখা মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত একটি কাব্যনাটক।
ওরা কদম আলী - মামুনুর রশীদ রচিত একটি নাটক।

উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা - ড. সৌমিত্র শেখর।

Hello BCS

7) ধ্বনি-পরিবর্তনের নিয়মে কোনটি বর্ণ-বিপর্যয়-এর দৃষ্টান্ত?

1) কবাট
2) মুলুক
✔ 3) পিচাশ
4) রতন

ব্যাখ্যা : ধ্বনি বিপর্যয়: শব্দের মধ্যে দুটি ব্যঞ্জনের পরস্পর পরিবর্তন ঘটলে তাকে ধ্বনি বিপর্যয় বলে।
- এতে দুটি বর্ণের মধ্যে জায়গা পরিবর্তন হয়।
যেমন - **পিশাচ > পিচাশ**, লাফ> ফাল, বাক্স > বাস্ক, রিকসা্ > রিস্কা ইত্যাদি।

অন্যদিকে,
রত্ন > রতন এবং মুল্ক > মুলুক -- মধ্য স্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তির উদাহরণ।
কবাট > কপাট -- ব্যঞ্জন বিকৃতির উদাহরণ।

উৎস: মাধ্যমিক বাংলা ব্যাকরণ (২০১৯ সংস্করণ)।

8) মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদসিন্ধু' একটি -

1) ইতিহাস গ্রন্থ
2) ইতিহাস-আশ্রিত জীবনীগ্রন্থ
✔ 3) উপন্যাস
4) মহাকাব্য

ব্যাখ্যা : মীর মশাররফ হোসেন রচিত শ্রেষ্ঠ উপন্যাস - বিষাদ-সিন্ধু, যা একটি ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস।
- কারবালার কাহিনীর মূল ঘটনার ঐতিহাসিক সত্যতা থাকলেও গ্রন্থটিতে ইতিহাসের অন্ধ অনুসরণ করা হয় নি।
- হাসান ও হোসেনের সঙ্গে দামেস্ক অধিপতি মাবিয়ার একমাত্র অধিপতি মাবিয়ার একমাত্র পুত্র এজিদের কারবালা প্রান্তরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এবং ইমাম হাসান-হোসেনের করুণ মৃত্যুকাহিনী উপন্যাসের মূল বিষয়।

এই উপন্যাসের তিনটি পর্ব :
- মহরম পর্ব্ব
- উদ্ধার পর্ব্ব
- এজিদ-বধ পর্ব্ব

মীর মশাররফ হোসেন এর অন্যান্য রচনা :
কাব্যগ্রন্থ :
- মোসলেম বীরত্ব
- গড়াই ব্রিজ বা গৌরী সেতু

উপন্যাস :

Hello BCS

- রত্নাবতী
- বিষাদ সিন্ধু
- গাজী মিয়ার বস্তানী

উৎস : উচ্চ মাধ্যমিক সাহিত্য পাঠ একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর।

9) নিচের কোন ব্যক্তি 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না?

1) আবদুল কাদির
✔ 2) এস ওয়াজেদ আলি
3) কাজী আবদুল ওদুদ
4) আবুল ফজল

ব্যাখ্যা : ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ :
- ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ'। ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত এর কার্যক্রম চলে।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হল ইউনিয়ন কক্ষে বাংলা ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সভাপতিত্বে ১৯২৬ সালের ১৯ জানুয়ারি মুসলিম সাহিত্য-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।
- এ প্রতিষ্ঠানটির স্লোগান ছিলো - "জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব। "
- মুসলিম সাহিত্য-সমাজের মূলমন্ত্র ছিল 'বুদ্ধির মুক্তি' ।
- প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন - আবুল হুসেন, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, কাজী আবদুল ওদুদ , আবদুল কাদির , আবুল ফজল , আনোয়ারুল কাদির প্রমুখ।

- বুদ্ধির মুক্তি বলতে তাঁরা বুঝাতেন অন্ধ সংস্কার ও শাস্ত্রানুগত্য থেকে মানুষের বিচারবুদ্ধিকে মুক্তি দান। সংগঠনটি যে নবজাগরণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজকর্ম ও সাহিত্যচর্চায় ব্রতী হয়, তার মূলে ছিল তুর্কি জাতি প্রতিষ্ঠায় মুস্তফা কামাল পাশার উদ্যম, ভারতের নবজাগরণে বিভিন্ন মণিষীর প্রয়াস এবং মানবতার উদ্বোধনে সর্বকালের চিন্তাচেতনার সংযোগ।
- জ্ঞানের শিখা জ্বালাবার জন্য সংগঠনটি ১৯২৭ সালে 'শিখা' নামে একটি বার্ষিক মুখপত্র প্রকাশ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিভাগের অধ্যাপক আবুল হুসেন ছিলেন শিখা পত্রিকার প্রথম সংখ্যার সম্পাদক।

উল্লেখ্য,
এস ওয়াজেদ আলী 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না।

উৎস : বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর ও বাংলাপিডিয়া।

10) নিচের কোনটি 'অগ্নি'র সমার্থক শব্দ নয়?

1) বহ্নি
✔ 2) আবীর

Hello BCS

3) বায়ুসখা
4) বৈশ্বানর

ব্যাখ্যা : অগ্নি (বিশেষ্য) :
অর্থ -
১. আগুন,
২. তেজ, শক্তি
৩. পরিপাক শক্তি, ক্ষুধা
৪. দক্ষিণ-পূর্ব কোণ ইত্যাদি।
- এটি একটি তৎসম শব্দ।

অগ্নি শব্দের সমার্থক শব্দ :
- হুতাশন, অনল, পাবক, আগুন, দহন, সর্বভুক, শিখা, হুতাশন, বহ্নি, বৈশ্বানর, কৃশানু, বিভাবসু, সর্বশুচি, বায়ুশখা ইত্যাদি।

অন্যদিকে,
আবীর (বিশেষ্য) :
অর্থ -
১. সুগন্ধি রঞ্জক দ্রব্য, অভ্রের গুঁড়ো মেশানো রঙ, ফাগ।
২. অস্তায়মান সূর্যের রক্তিম আভা।
আবীর শব্দটি - আরবি ভাষা থেকে আগত।

উৎস : বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান ও মাধ্যমিক বাংলা ব্যাকরণ (২০২১ সংস্করণ)।

11) 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে।'-এই মনোবাঞ্ছাটি কার?

1) ভবানন্দের
2) ফুল্লরার
✔ 3) ঈশ্বরী পাটুনীর
4) ভাঁড়দত্তের

ব্যাখ্যা : মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও মঙ্গল কাব্যধারার শেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর রচিত ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যের একটি বিখ্যাত উক্তি এটি। কাব্যে উক্তিটি করেছিল ঈশ্বরী পাটনী। [তথ্যসূত্রঃ লাল নীল দিপাবলী হুমায়ূন আজাদ]

12) চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের উপাস্য ‘চণ্ডী’ কার স্ত্রী?

1) প্রজাপতি
2) বিষ্ণু
3) জগন্নাথ
✔ 4) শিব

Hello BCS

ব্যাখ্যা : চন্ডী শিবের স্ত্রী। তাঁর অপর নাম পার্বতী।

13) 'যথারীতি' কোন সমাসের দৃষ্টান্ত?

✔ 1) অব্যয়ীভাব
2) দ্বিগু
3) দ্বন্দ্ব
4) বহুব্রীহি

ব্যাখ্যা : পূর্বপদে অব্যয়যোগে নিষ্পন্ন সমাসে যদি অব্যয়েরই অর্থের প্রাধান্য থাকে তবে তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে।
- অব্যয়ীভাব সমাসে কেবল অব্যয়ের অর্থযোগে ব্যাসবাক্যটি রচিত হয়।
যেমন -
>অনতিক্রম্যতা (যথা) অর্থে -
- রীতিকে অতিক্রম না করে = যথারীতি,
- সাধ্যকে অতিক্রম না করে = যথাসাধ্য।
এরূপ - যথাবিধি, যথাযোগ্য ইত্যাদি।

উৎস : বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি (২০১৯ সংস্করণ)।

14) নিচের কোন কাব্য কাজী নজরুল ইসলামের উদারনৈতিক ঐতিহ্যভাবনার ধারক?

1) বিষের বাঁশী
✔ 2) অগ্নি-বীণা
3) চক্রবাক
4) সিন্ধু-হিন্দোল

ব্যাখ্যা : অগ্নিবীণা বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের অন্যতম জনপ্রিয় বাঙালি কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। এটি ১৩২৯ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে (অক্টোবর, ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দ) প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে মোট বারোটি কবিতা আছে। কবিতাগুলি হচ্ছে - 'প্রলয়োল্লাস', 'বিদ্রোহী', 'রক্তাম্বর-ধারিণী মা', 'আগমণী', 'ধূমকেতু', 'কামাল পাশা', 'আনোয়ার 'রণভেরী', 'শাত-ইল-আরব', 'খেয়াপারের তরণী', কোরবানী' ও 'মোহররম'। এছাড়া গ্রন্থটির সর্বাগ্রে বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ-কে উৎসর্গ করে লেখা একটি উৎসর্গ কবিতাও আছে। 'অগ্নি-বীণা' প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনা ছিল অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং এঁকেছিলেন তরুণ চিত্রশিল্পী বীরেশ্বর সেন। [তথ্যসূত্রঃ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা ড. সৌমিত্র শেখর]

15) 'মৃত্তিকা দিয়ে তৈরি' - কথাটি সংকোচন করলে হবে -

1) তন্ময়
2) চিন্ময়
✔ 3) মৃন্ময়
4) মন্ময়

Hello BCS

ব্যাখ্যা : বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান অনুসারে,
মৃণ্ময় (বিশেষণ) :
অর্থ - মাটির তৈরি।
- এটি একটি তৎসম শব্দ।
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বাক্য সংকোচন :
মৃত্তিকার দ্বারা নির্মিত- মৃণ্ময়।
তৃণাচ্ছাদিত ভূমি- শ্বাদল।
নীল বর্ণ পদ্ম- ইন্দিবর।
বুকে হেঁটে গমন করে যে- উরগ।
উৎস : ভাষা-শিক্ষা, ড.হায়াৎ মামুদ।

16) নিচের কোনটি উপন্যাস নয়?

1) দিবারাত্রির কাব্য
2) পল্লী-সমাজ
3) শেষের কবিতা
✔ 4) কবিতার কথা

ব্যাখ্যা : কবিতার কথা - জীবনানন্দ দাশ রচিত **প্রবন্ধগ্রন্থ**।
- গ্রন্থটি ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত হয়।
- এ গ্রন্থের বিখ্যাত উক্তি- *'সকলেই কবি নন, কেউ কেউ কবি'*।

অন্যদিকে,
শেষের কবিতা - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত উপন্যাস।
- এটি ১৯২৯ সালে প্রকাশিত। এটিকে কাব্যোপন্যাসও বলা হয়।
- চরিত্র : অমিত, লাবণ্য, কেতকী প্রমুখ।

দিবারাত্রির কাব্য - মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত একটি উপন্যাস।
- উপন্যাসটি ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত।
- এর প্রধান চরিত্র- হেরম্ব ও আনন্দ প্রমুখ।

পল্লী-সমাজ - শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস।
- এটি ১৯১৬ সালে প্রকাশিত। এর আগে "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় উপন্যাসটি ১৯১৫ সালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।
- প্রধান চরিত্রগুলো হলো- রমা, রমেশ, বেণী, বলরাম ইত্যাদি।

উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, বাংলাপিডিয়া এবং Hello BCS লেকচার।

Hello BCS

17) নিচের কোনটি তৎসম শব্দ?

1) হিসাব
2) পছন্দ
✔ 3) ধূলি
4) শৌখিন

ব্যাখ্যা : যে শব্দগুলি সংস্কৃত ভাষার শব্দভাণ্ডার থেকে সরাসরি ও অবিকৃত অবস্থায় বাংলা শব্দভাণ্ডারে প্রবেশ করেছে, তাদের বলে তৎসম শব্দ। সাধারণভাবে যে শব্দের প্রমিত বানানে ঋ বা ঋ-কার, ঈ বা ঈ-কার, ঊ বা ঊ-কার, ণ, ষ, ক্ষ, ঞ-এর মধ্যে যে কোনো একটি থাকবে, সেই শব্দটি অবশ্যই তৎসম শব্দ হবে। যেমনঃ ধূলি, সূর্য, চন্দ্র, জল, গৃহ, মৃত্তিকা ইত্যাদি। [তথ্যসূত্রঃ নবম দশম শ্রেণী বাংলা ব্যাকরণ]

18) 'অভীক' রবীন্দ্রনাথের কোন গল্পের নায়ক?

1) নামঞ্জুর গল্প
2) নষ্টনীড়
✔ 3) রবিবার
4) ল্যাবরেটরি

ব্যাখ্যা : বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পের জনক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম প্রকাশিত ছোটগল্পের নাম ভিখারিণী। এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম ছোটগল্প।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত আধুনিক মনস্তত্ত্ব নিয়ে ছোটগল্প :
- রবিবার
- শেষকথা
- ল্যাবরেটরি।
এই গল্পগুলো রবীন্দ্রনাথের "তিন সঙ্গী" গল্প সংকলনের অন্তর্ভূক্ত। এই ছোটগল্প গুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য - সময়ের প্রাসঙ্গিকতা মেনে মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে নরনারী সম্পর্কের বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণ।

- রবিবার গল্পের চরিত্র - অভীক কুমার বা অভয়চরণ, বিভা।
- উৎস : রবিবার গল্প, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, সৌমিত্র শেখর এবং অন্যান্য গল্প।

19) 'অর্ধচন্দ্র' কথাটির অর্থ -

1) কাস্তে
✔ 2) গলাধাক্কা দেওয়া
3) অমাবস্যা
4) কাছে টানা

ব্যাখ্যা : বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান অনুসারে,
অর্ধচন্দ্র (বিশেষ্য) :

Hello BCS

অর্থ -
১. অর্ধ - প্রকাশিত চন্দ্র
২. গলাধাক্কা
৩. সেনা সমাবেশের কৌশল বিশেষ।
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বাগ্‌ধারা ও তাঁর অর্থ :
'অর্ধচন্দ্র' বাগধারাটির অর্থ - গলা ধাক্কা
'অগ্নি পরীক্ষা' বাগধারাটির অর্থ - কঠিন পরীক্ষা
'অহিনকুল সম্পর্ক' বাগধারাটির অর্থ - ভীষণ শত্রুতা
'আক্কেল গুড়ুম' বাগধারাটির অর্থ - হতবুদ্ধি
[উৎস : ভাষা-শিক্ষা, ড. হায়াৎ মাহমুদ]

20) 'মনোরমা' বঙ্কিমচন্দ্রের কোন উপন্যাসের চরিত্র?

1) কৃষ্ণকান্তের উইল
2) দুর্গেশনন্দিনী
✔ 3) মৃণালিনী
4) বিষবৃক্ষ

ব্যাখ্যা : মৃণালিনী সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয় উপন্যাস। প্রকাশকাল ১৮৬৯। এই উপন্যাসেই প্রথম স্বদেশপ্রেমকে বিষয়বস্তু করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। এই উপন্যাসটি বঙ্কিমচন্দ্র আলিপুরে থাকাকালীন রচনা করেছিলেন। বইটি উৎসর্গ করেছিলেন বন্ধু তথা বিশিষ্ট নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রকে। [তথ্যসূত্রঃ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা ড. সৌমিত্র শেখর]

21) কোনটি জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত গ্রন্থ নয়?

1) শিউলিমালা
2) দোলনচাঁপা
✔ 3) সোনার তরী
4) ব্যথার দান

ব্যাখ্যা : কাজী নজরুল ইসলাম :
- কাজী নজরুল ইসলাম ইসলাম বাংলাদেশের জাতীয় কবি এবং অবিভক্ত বাংলার সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব।
- কাজী নজরুল ইসলাম ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে ১৮৯৯) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- নজরুলের ডাক নাম ছিল 'দুখু মিয়া'।
- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি 'বিদ্রোহী কবি'
- কাজী নজরুল ইসলাম আধুনিক বাংলা গানের জগতে 'বুলবুল' নামে খ্যাত।

তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ :
- অগ্নিবীণা

Hello BCS

- সাম্যবাদী
- ঝিঙে ফুল
দোলনচাঁপা
- সিন্ধু হিন্দোল
- চক্রবাক
- নতুন চাঁদ
- মরুভাস্কর

গল্পগ্রন্থ :
- ব্যথার দান
- রিক্তের বেদন
- শিউলিমালা

নাটক :
- ঝিলিমিলি
- আলেয়া

উল্লেখ্য,
"সোনার তরী" - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ।

উৎস : বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর ও বাংলাপিডিয়া।

22) ‘আনোয়ারা’ উপন্যাসের রচয়িতার নাম—

1) রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন
2) কাজী আবদুল ওদুদ
✔ 3) নজিবর রহমান
4) সৈয়দ মুজতবা আলী

ব্যাখ্যা : আনোয়ারা বাঙ্গালী ঔপন্যাসিক মোহাম্মদ নজিবর রহমান রচিত একটি কালজয়ী সামাজিক উপন্যাস। এটি তার রচিত প্রথম ও সর্বাধিক সার্থক উপন্যাস। এটি ১৯১৪ সালের ১৫ জুলাই (১৩২১ বঙ্গাব্দে) কলকাতা থেকে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। বাঙালি মুসলমান সমাজে মীর মশাররফ হোসেন রচিত “বিষাদ সিন্ধু”র পর এটিই সর্বাধিক পঠিত ও জনপ্রিয় উপন্যাস। নজিবর রহমান রচিত কিছু উপন্যাসঃ প্রেমের সমাধি' সামাজিক উপন্যাস। 'পরিণাম' পারিবারিক ও সামাজিক উপন্যাস। 'গরীবের মেয়ে' একটি আত্মজীবনীমূলক সামাজিক উপন্যাস। 'মেহের-উন্নিসা' সামাজিক উপন্যাস। [তথ্যসূত্র - বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, সৌমিত্র শেখর]

23) নিচের কোনটি বাংলা ‘ধাতু’র দৃষ্টান্ত?

✔ 1) কহ্
2) কথ্

Hello BCS

3) বুধ
4) গঠ

ব্যাখ্যা : যেসব ধাতু বা ক্রিয়ামূল সংস্কৃত থেকে সোজাসুজি আসে নি, সেগুলোকে বাংলা ধাতু বলা হয়। সাধারণত তাচ্ছিল্য অর্থে যে সকল ক্রিয়া আমরা ব্যবহার করি। বাংলা ধাতুঃ আঁক্, কহ্, কাট্, কাঁদ, জান্, নাচ্, পড়, হাস্। [তথ্যসূত্রঃ নবম দশম শ্রেণী বাংলা ব্যাকরণ]

24) 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য' কোথা থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল?

1) পাঠশালা থেকে
✔ 2) গোয়ালঘর থেকে
3) নেপালের রাজদরবার থেকে
4) কান্তজীর মন্দির থেকে

ব্যাখ্যা : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হল বড়ু চণ্ডীদাস রচিত একটি মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্য। এটি আদি মধ্যযুগীয় তথা প্রাক্-চৈতন্য যুগে বাংলা ভাষায় লেখা একমাত্র আখ্যানকাব্য এবং বৌদ্ধ সহজিয়া সংগীত-সংগ্রহ চর্যাপদের পর আদি-মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষার আবিষ্কৃত দ্বিতীয় প্রাচীনতম নিদর্শন। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রামের একটি গোয়ালঘর থেকে এই কাব্যের খণ্ডিত পুথিটি আবিষ্কার করেন। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁরই সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে পুথিটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। [তথ্যসূত্রঃ লাল নীল দিপাবলী হুমায়ূন আজাদ]

25) 'ব্যক্ত প্রেম'' ও 'গুপ্ত প্রেম' কবিতা দুটি রবীন্দ্রনাথের কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?

1) তরী
✔ 2) মানসী
3) কল্পনা
4) খেয়া

ব্যাখ্যা : মানসী হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক রচিত একটি বাংলা কাব্যগ্রন্থ। এটি ১৮৯০ সালে প্রকাশিত হয়। এটি রবীন্দ্রনাথের কাব্য রচনার "মানসী-সোনার তরী পর্ব"-এর অন্তর্গত একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। "মানসী" কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত মোট কবিতা ৬৬ টি। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু কবিতাঃ উপহার ভুলে ভুল-ভাঙা বিরহানন্দ ক্ষণিক মিলন পত্রের প্রত্যাশা বধূ ব্যক্ত প্রেম গুপ্ত প্রেম অপেক্ষা দুরন্ত আশা [তথ্যসূত্রঃ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা ড. সৌমিত্র শেখর]

26) বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য' গ্রন্থ কে রচনা করেছেন?

1) গোপাল হালদার
2) সুকুমার সেন
✔ 3) আহমদ শরীফ
4) দীনেশচন্দ্র সেন

Hello BCS

ব্যাখ্যা : 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য' গ্রন্থের রচয়িতা হলেন- আহমদ শরীফ। আহমদ শরীফ (১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২১ - ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯) একজন বাংলাদেশী ভাষাবিদ, খ্যাতনামা মনীষী এবং বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত বাংলা সাহিত্য ও সাংস্কৃতি পরিমণ্ডলের অন্যতম প্রতিভূ।কলেজ অধ্যাপনার (১৯৪৫-৪৯) পেশাগত জীবন শুরু করেন।এক বছরের বেশি সময় রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্রে অণুষ্ঠান সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনাঃ ১.বাংলার বিপ্লবী পটভূমি ২.এ শতকে আমাদের ৩.জীবনধারার রূপ রেখা ৪.নির্বাচিত প্রবন্ধ ৫.প্রত্যয় ও প্রত্যাশা ৬.বাঙালি ও বাংলা সাহিত্য (দুই খণ্ড। [তথ্যসূত্রঃ ভাষা ও শিক্ষা ড. হায়াৎ মাহমুদ]

27) শুদ্ধ বানান কোনটি?

1) মূমুর্ষ্
2) মুমুর্ষু
✔ 3) মুমূর্ষু
4) মূমূর্ষ

ব্যাখ্যা : সঠিক বানান - গ) মুমূর্ষু

মুমূর্ষু (বিশেষণ) :
- এটি সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত শব্দ।
অর্থ -
- মৃত্যুকাল আসন্ন এমন।
- মরণাপন্ন
- মৃতপ্রায়।

উৎস: বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান।

28) 'দেশের যত নদীর ধারা জল না, ওরা অশ্রুধারা' - এই উক্তিটি নিচের কোন পারিভাষিক অলংকার দ্বারা শোভিত?

✔ 1) অপহ্নতি
2) অর্থোন্নতি
3) যমক
4) অভিযোজন

ব্যাখ্যা : অপহ্নতি :
প্রকৃতকে অর্থাৎ উপমেয়কে নিষেধ করে করে বা গোপন করে অপ্রকৃতকে অর্থাৎ উপমানকে প্রতিষ্ঠা করলে, সেখানে 'অপহ্নতি' অলঙ্কার হয়।
এখানে সাধারণতঃ দু'ভাবে এ নিষেধ হয়ে থাকে-
- প্রথমত : না, নহে, নয় প্রভৃতি না সূচক অব্যয় ব্যবহার করে ;
- দ্বিতীয়ত : ব্যাজ, ছল, ছলনা, ছদ্ম প্রভৃতি সত্য গোপনকারী শব্দ প্রয়োগ করে।
প্রথম ক্ষেত্রে উপমান ও উপমেয় পৃথক বাক্যে আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উপমানও উপমেয় একই বাক্যে অবস্থান করে থাকে।

Hello BCS

কয়েকটি উদাহরণ দ্বারা বিষয়টি স্পষ্ট করা যাচ্ছে। যেমন-
(ক) "মেয়ে ত নয়, হলদে পাখির ছা," - জসীম উদ্দীন
এখানে উপমেয়- 'মেয়ে' ; উপমান- 'ছা' ; না সূচক অব্যয়- 'নয়' ; 'নয়' অব্যয় ব্যবহার করে উপমেয়কে নিষেধ করা হয়েছে এবং উপমানকেই এখানে প্রতিষ্ঠিত করা। হয়েছে।
সুতরাং এটি 'অপহ্নুতি' অলঙ্কার হয়েছে।

(খ) "তারাই আজি নিঃস্ব দেশে, কাঁদছে হয়ে অন্ন হারা ;
দেশের যত নদীর ধারা জল না, ওরা অশ্রু ধারা।"
- নজরুল ইসলাম
উদাহরণে উপমেয়- 'জল' ; উপমান- 'অশ্রু' । কবি এখানে 'না' সূচক অব্যয় 'না' ব্যবহার করে উপমেয়কে অস্বীকার করে উপমানকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।
সুতরাং এখানে 'অপহ্নুতি' অলঙ্কার সৃষ্টি করা হয়েছে।

(গ) "নীর বিন্দু যত
দেখিতে কুসুম-দলে, হে সুধাংশু নিধি,
অভাগীর অশ্রু বিন্দু কহিনু তোমারে।"
- মধুসূদন দত্ত।
এখানে উপমেয়- 'নীর বিন্দু' ; উপমান- 'অশ্রু বিন্দু' ; 'না' সূচক অব্যয় সরাসরি ব্যবহার করা না হলেও ব্যঞ্জনায় তা বোধগম্য হচ্ছে।
তাই এখানে 'অপহ্নুতি' অলঙ্কার হয়েছে।

(ঘ) "নারী নহ, কাব্য তুমি, তোমা 'পরে কবির প্রসাদ",
- বুদ্ধদেব বসু
এখানে উপমেয়- 'নারী' ; উপমান- 'কাব্য' ; 'না' সূচক অব্যয়-'নহ' দ্বারা উপমেয়কে অস্বীকার করে উপমান- 'কাব্য'কে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
সুতরাং 'অপহ্নতি' অলঙ্কার হয়েছে। সুতরাং এখানে 'অপহ্নুতি' অলঙ্কার হয়েছে।

উৎস :প্রাচ্য সাহিত্য সমালোচনা তত্ত্ব ও অলঙ্কার শাস্ত্র [রূপতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, অলঙ্কার ও ছন্দ] : প্রফেসর ড. ধীরেন্দ্রনাথ তরফদার।

29) নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধির দৃষ্টান্ত কোনটি?

✔ 1) গো + অক্ষ = গবাক্ষ
2) পৌ + অক = পাবক
3) যতি + ইন্দ্র = যতীন্দ্র
4) বি + অঙ্গ = বঙ্গ

ব্যাখ্যা : নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি:
- স্বরধ্বনির সাথে স্বরধ্বনির মিলনকে স্বরসন্ধি বলে।

Hello BCS

- কতগুলো সন্ধি এই নিয়মের অনুসরণ করে হয় না। সেগুলোকে **নিপাতনেসিদ্ধ স্বরসন্ধি** বলে।
যেমন -
- কুল + অটা = কুলটা (কুলাটা নয়),
- গো + অক্ষ = গবাক্ষ (গবক্ষ নয়)
- প্র + ঊঢ় = প্রৌঢ় (প্রোঢ় নয়)
- অন্য + অন্য = অন্যান্য
- মার্ত + অণ্ড = মার্তণ্ড
- শুদ্ধ + ওদন = শুদ্ধোদন

অন্যদিকে,
পৌ + অক = পাবক
বি + অঙ্গ = বঙ্গ
যতি + ইন্দ্র = যতীন্দ্র
উপর্যুক্ত শব্দগুলো স্বরসন্ধির নিয়ম অনুসারে গঠিত হয়েছে।

উৎস: মাধ্যমিক বাংলা ব্যাকরণ (২০১৯ সংস্করণ)।

30) নিম্নের কোন পত্রিকাটির প্রকাশনা উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আশীর্বাণী পাঠিয়েছিলেন?

1) শনিবারের চিঠি
2) কল্লোল
3) সবুজপত্র
✔ 4) ধুমকেতু

ব্যাখ্যা : ধূমকেতু কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত একটি অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা, যা ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ২৬ শ্রাবণ (১৯২২ সালের ১১ আগস্ট) প্রথম প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি শুরুতে ফুলস্কেপ কাগজের চার পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হতো এবং পরে আট পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হতো। পত্রিকাটির সর্বশেষ সংস্করণ ১৯২৩ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। এর প্রথম সংখ্যায় নজরুলের কবিতা 'ধূমকেতু' প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাকে আশীর্বাদ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন, কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েষু, আয় চলে আয়রে ধূমকেতু। আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু, দুর্দিনের এই দুর্গশিরে উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন। [তথ্যসূত্রঃ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা ড. সৌমিত্র শেখর]

31) 'সকলের তরে সকলে আমরা/প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।' —কার রচিত পঙ্‌ক্তি?

1) ইসমাইল হোসেন সিরাজী
2) রজনীকান্ত সেন
✔ 3) কামিনী রায়
4) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

ব্যাখ্যা : উদ্ধৃতাংশটি কামিনী রায় রচিত 'পরার্থে' কবিতার একটি অংশ। [তথ্যসূত্রঃ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা,সৌমিত্র শেখর]

Hello BCS

32) 'হরতাল' কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ?

1) পর্তুগিজ
2) হিন্দি
✔ 3) গুজরাটি
4) ফরাসি

ব্যাখ্যা : হরতাল (বিশেষ্য):
শব্দটির উৎসমূল - **গুজরাটি**।
অর্থ -
- প্রতিবাদ বা শক্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বিরোধী রাজনৈতিক দলের আহূত ধর্মঘট
- দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে শ্রমিক সংগঠনের আহূত ধর্মঘট
- বন্ধ

উৎস: বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান।

33) বিদ্যাপতি মূলত কোন ভাষার কবি ছিলেন?

1) হিন্দি
2) গুজরাটি
✔ 3) মৈথিলি
4) মারাঠি

ব্যাখ্যা : মিথিলার রাজসভার কবি ছিলেন - বিদ্যাপতি। তিনি ছিলেন - পঞ্চদশ শতকের কবি।
- কবির রচনায় মোহিত ছিলেন - মিথিলার রাজা শিবসিংহ। এ জন্য সে বিদ্যাপতিকে 'কবিকণ্ঠহার' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।
- বিদ্যাপতি মৈথিলি ভাষায় কাব্য রচনা করতেন।
- বিদ্যাপতি পদাবলী রচনা করেছেন ব্রজবুলি ভাষায়।
- তিনি 'মৈথিল কোকিল' ও অভিনব জয়দেব নামে খ্যাত ছিলেন।

বিদ্যাপতি রচিত কয়েকটি গ্রন্থ হচ্ছে -
- কীর্তিলতা,
- গঙ্গাবাক্যাবলী,
- বিভাগসার।

উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা-ড. সৌমিত্র শেখর ও লাল নীল দীপাবলি, হুমায়ুন আজাদ।

34) নিচের কোনটি বিশ শতকের পত্রিকা?

✔ 1) শনিবারের চিঠি
2) সংবাদ প্রভাকর

Hello BCS

3) বঙ্গদর্শন
4) তত্ত্ববোধিনী

ব্যাখ্যা : শনিবারের চিঠি পত্রিকা :
- শনিবারের চিঠি স্যাটায়ার ধর্মী সাহিত্যিক পত্রিকা। প্রথম দিকে এটি সাপ্তাহিক পরে মাসিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হয়।
- এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হাস্য কৌতুকের মাধ্যমে সমসাময়িক সাহিত্য-চর্চাকে আক্রমণ করা।
- প্রথম প্রকাশিত হয় - ১৯২৪ সালে।
- পত্রিকাটি ১৯৩০ - ৪০ এর দশকে কলকাতা কেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যের জগতে বেশ আলোড়ন তুলেছিলো। এই পত্রিকার সঙ্গে কল্লোল গোষ্ঠীর দ্বন্দ ছিলো আক্রমণাত্মক ; তবে তৎকালীন সাহিত্যকে বিশেষভাবে পত্রিকাটি অনুপ্রাণিত করেছিল।
- পত্রিকার প্রাণপুরুষ ছিলেন - সজনীকান্ত দাস। তিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত পত্রিকাটির প্রকাশনার সাথে জড়িত ছিলেন। এছাড়া তিনি দীর্ঘদিন পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন।

বঙ্গদর্শন পত্রিকা
- ১৮৭২ সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) কর্তৃক 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়।
- উনিশ শতকের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, বিশেষত বাংলা গদ্যের গঠনে এর অবদান অবিস্মরণীয়।
- পত্রিকাটি ১৮৭৬ পর্যন্ত মাত্র চার বছর প্রকাশিত হয়।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা :
- তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র।
- ১৮৪৩ সালের ১৬ আগস্ট দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় ও অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।
- এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সংবাদ প্রভাকর পত্রিকা :
- 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
- তিনি ১৮৩১ সালে সংবাদ প্রভাকর (সাপ্তাহিক) পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন।
- ১৮৩৯ সাল থেকে এটি দৈনিক পত্রিকায় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে,
- শনিবারের চিঠি পত্রিকাটি বিশ শতকে প্রকাশিত হয়।
- অন্যদিকে, বঙ্গদর্শন, তত্ত্ববোধিনী ও সংবাদ প্রভাকর - উনিশ শতকের পত্রিকা।

উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, বাংলাপিডিয়া এবং Hello BCS লেকচার।

35) 'খোকা' ও 'রঞ্জু' মাহমুদুল হক-এর কোন উপন্যাসের চরিত্র?

1) খেলাঘর
2) অনুর পাঠশালা

Hello BCS

3) কালো বরফ

✔ 4) জীবন আমার বোন

ব্যাখ্যা : মাহমুদুল হক একজন বাংলাদেশি লেখক।
- তাঁকে বাংলা সাহিত্যের একজন শক্তিমান কথাশিল্পী বলা হয়ে থাকে।
- তাঁর লেখনশৈলী ও শব্দচয়নের মুনশিয়ানা চমকপ্রদ।

- তাঁর রচিত উপন্যাস হচ্ছে :
- কালো বরফ (এই উপন্যাসে দেশবিভাগের কাহিনী ব্যাপকভাবে উঠে এসেছে)
- জীবন আমার বোন (এই উপন্যাস বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে রচিত)
- খেলাঘর (মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক)
- অনুর পাঠশালা,
- নিরাপদ তন্দ্রা,
- অশরীরী,
- পাতালপুরী,
- মাটির জাহাজ ইত্যাদি।

জীবন আমার বোন উপন্যাস :
- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস 'জীবন আমার বোন' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৬ সালে।
- জাহিদুল কবির খোকা - নামের এক নির্লিপ্ত ও জীবন পলাতক মানুষকে কেন্দ্রে স্থাপন করে মাহমুদুল হক উপন্যাসটি রচনা করেন।
- অন্যান্য চরিত্র : মুরাদ, রহমান, ইয়াসিন, রঞ্জু প্রমুখ।

উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা এবং দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকা রিপোর্ট।

Hello BCS

ঘরে বসেই পড়ুন আর পরীক্ষা দিন হ্যালো বিসিএস এপে। ওয়েবসাইটে এক্সাম দিতে ভিজিট করুনঃ live.hellobcs.com

♣ উত্তরপত্র

৪৫ তম বিসিএস বাংলা

Total questions : 35 Total marks : 35

---

1) নিচের কোনটি যৌগিক শব্দ?

1) প্রবীণ
2) জেঠামি
3) সরোজ
✔ 4) মিতালি

ব্যাখ্যা : যৌগিক শব্দ :
যে সব শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও ব্যবহারিক অর্থ একই, তাদের যৌগিক শব্দ বলে।
অর্থাৎ, শব্দগঠনের প্রক্রিয়ায় যাদের অর্থ পরিবর্তিত হয় না, তাদেরকে যৌগিক শব্দ বলে।
যেমন–
- মিতা + আলি = মিতালি ; যার অর্থ - সখ্য, বন্ধুত্ব, বন্ধুতা।
- গায়ক (মূল শব্দ) - গৈ + অক (শব্দ গঠন অর্থ) ; অর্থ - যে গান করে।
- মধুর = মধু + র ; অর্থ - মধুর মতো মিষ্টি গুণযুক্ত।

অন্যদিকে অপশনের অন্যান্য শব্দগুলোর মধ্যে -
প্রবীণ - একটি রূঢ়ি শব্দ।
এর শাব্দিক অর্থ প্রকৃষ্ট রূপে বীণা বাজাতে পারেন যিনি। কিন্তু শব্দটি 'অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বয়স্ক ব্যক্তি' অর্থে ব্যবহৃত হয়।

জেঠামি - জেঠা + আমি। এটি একটি রূঢ়ি শব্দ।
জেঠা অর্থ বয়স্ক ব্যক্তি আর জেঠামি অর্থ পাকামি ; জেঠামি ; বৃদ্ধ না হয়েও তদ্রূপ আচরণ বা ব্যবহার।

- 'সরোজ' একটি যোগরূঢ় শব্দ।

উৎস : ভাষা শিক্ষা, ড. হায়াৎ মামুদ এবং বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি (২০১৯ সংস্করণ)।

2) 'তাম্বুলিক' শব্দের সমার্থক নয় কোনটি?

1) পান ব্যবসায়ী
2) পর্ণকার
✔ 3) তামসিক
4) বারুই

Hello BCS

ব্যাখ্যা : বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান অনুসারে -
- তাম্বুলিক শব্দের অর্থ - পান ব্যবসায়ী।
- বারুই শব্দের অর্থ - যারা পান উৎপাদন করে এবং বিক্রয় করে।
- পর্ণকার অর্থ - পান বিক্রেতা বা পান ব্যবসায়ী।

অর্থ্যাৎ, তাম্বুলিক শব্দের সমার্থক শব্দ হলো - বারুই ও পর্ণকার।
অন্যদিকে,
তামসিক শব্দের অর্থ - ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন।

3) আখতারুজ্জামান ইলিয়াস জন্মগ্রহণ করেন কোথায়?

✔ 1) গাইবান্ধায়
2) বগুড়ায়
3) ঢাকায়
4) সিরাজগঞ্জে

ব্যাখ্যা : আখতারুজ্জামান ইলিয়াস :
- পূর্ণনাম আখতারুজ্জামান মুহম্মদ ইলিয়াস।
- ১৯৪৩ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি গাইবান্ধা জেলার গোটিয়া গ্রামে মাতুলালয়ে তাঁর জন্ম।
- তাঁর পৈতৃক নিবাস বগুড়া শহরের নিকটবর্তী চেলোপাড়ায়।

• তিনি কথাসাহিত্যিক হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর লেখায় সমাজবাস্তবতা ও কালচেতনা গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।
- বিশেষত, তাঁর রচনাশৈলীর ক্ষেত্রে যে স্বকীয় বর্ণনারীতি ও সংলাপে কথ্যভাষার ব্যবহার লক্ষণীয় তা সমগ্র বাংলা কথাশিল্পে অনন্যসাধারণ।
তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি রচনা হলো :
- অন্যঘরে অন্যস্বর
- দোজখের ওম
- খোয়াবনামা
- সংস্কৃতির ভাঙা সেতু ইত্যাদি।

4) কোনটি কবি জৈনুদ্দিনের কাব্যগ্রন্থ?

✔ 1) রসুল বিজয়
2) মক্কা বিজয়
3) রসুলচরিত
4) মক্কানামা

ব্যাখ্যা : জৈনুদ্দীন :
- জৈনুদ্দীন (১৫শ শতক) মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের কবি।
- তাঁর পিতার নাম মৈনুদ্দীন। তাঁরা নিজেদের খলিফা আবুবকর সিদ্দিকীর বংশধর বলে দাবি করেন।

Hello BCS

- রসুলবিজয় কাব্য রচনা করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন।

- জৈনুদ্দীন ছিলেন সুফি ধারার অনুসারী ; শাহ্ মোহাম্মদ খান ছিলেন তাঁর পীর।
- কবির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন গৌড়ের যুবরাজ ইছপ খান (ইউসুফ খান), যিনি পরে শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ (১৪৭৪-৮২) নামে গৌড়ের সুলতান হন।

রসুলবিজয় যুদ্ধবিষয়ক একটি কাহিনীকাব্য।
- এতে হযরত মুহাম্মদ (স.) ও ইরাকাধিপতি জয়কুমের মধ্যেকার দীর্ঘযুদ্ধের বর্ণনা আছে। যুদ্ধে ইসলামের বিজয় দেখানো হয়েছে।
- কাব্যটিতে রসুলের মধুর বাণী আছে বটে, কিন্তু যুদ্ধের ঘনঘটা ও শৌর্যবীর্যের যে ব্যাপক বর্ণনা আছে, তাতে কবিত্বের পরিচয় আছে কমই।
কাব্যের উৎস ফারসি সাহিত্য হলেও কবি কোন কাব্য অনুসরণ করেছেন তা জানা যায় না।
- একই সময়ে সুলতান বারবক শাহের রাজত্বকালে (১৪৫৯-৭৪) মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য রচনা করেন।
- রসুলবিজয় ও শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যদ্বয় ওই সময়ে সমান গুরুত্বের সঙ্গে যথাক্রমে মুসলিম ও হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করেছে বলে মনে করা হয়।

5) কৃদন্ত পদের পূর্ববর্তী পদকে কী বলে?

- ✔ 1) উপপদ
- 2) প্রাতিপদিক
- 3) প্রপদ
- 4) পূর্বপদ

ব্যাখ্যা : কৃৎ-প্রত্যয় সাধিত পদকে বলা হয় - কৃদন্ত পদ।
- কৃদন্ত পদের পূর্বের পদকে বলা হয় উপপদ।

অন্যভাবে বলা যায় -
কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত শব্দের আগে উপসর্গ ছাড়া অন্য পদ থাকলে তাকে উপপদ বলে।
যেমন : কুম্ভকার = কুম্ভ + কৃ + অ ; এখানে 'কুম্ভ' উপপদ।

সুতরাং
- কৃদন্ত পদের আগে নামপদ যুক্ত হলে থাকে উপপদ বলে।
- আর এই সমাসকে বলা হয় উপপদ তৎপুরুষ সমাস।
যেমন : ছেলেধরা। এখানে, 'ধরা' কৃদন্ত পদের পূর্বে 'ছেলে' নাম পদ যুক্ত হয়েছে বলে 'ছেলে' শব্দটি উপপদ।

6) মীর মশাররফ হোসেনের কোন গ্রন্থের উপজীব্য হিন্দু মুসলমানের বিরোধ?

- ✔ 1) গো-জীবন
- 2) ইসলামের জয়
- 3) এর উপায় কী

Hello BCS

4) বসন্তকুমারী নাটক

ব্যাখ্যা : মীর মশাররফ হোসেন :
- মীর মশাররফ হোসেন ছিলেন একজন ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক।
- মশাররফ হোসেন ছাত্রাবস্থায় সংবাদ প্রভাকর (১৮৩১) ও কুমারখালির গ্রামবার্তা প্রকাশিকা-র (১৮৬৩) মফঃস্বল সংবাদদাতার দায়িত্ব পালন করেন। এখানেই তাঁর সাহিত্যজীবনের শুরু।
- মীর মোশাররফ ছিলেন বঙ্কিমযুগের অন্যতম প্রধান গদ্যশিল্পী ও উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিকদের পথিকৃৎ।
- তার রচিত প্রথম গ্রন্থ হলো - 'রত্নাবতী' (গল্পগ্রন্থ)।
- প্রহসন : 'এর উপায় কি?'
তার রচিত নাটক :
- বসন্তকুমারী নাটক
- জমীদার দর্পণ
- বেহুলা গীতাভিনয়

গো জীবন (১৮৮৯) :
- মীর মশাররফ হোসেনের একটি প্রবন্ধ পুস্তিকা।

- প্রবন্ধটির মূল বক্তব্য হলো, কৃষি নির্ভর অর্থনীতিতে যে কোন কারণেই হোক গো-হত্যা অনুচিত।
- হিন্দু ও মুসলমান এই দুই ধর্মালম্বীদের ঐক্যবদ্ধ করার মানসেই মীর মশাররফ হোসেন এ প্রবন্ধ রচনা করেন। - এ গ্রন্থের জন্য লেখককে মামলাতে জড়িয়ে পরতে হয়।
- অবশেষে মৌলবাদীদের প্রবল চাপের মুখে তিনি প্রবন্ধটি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন।

উৎস : বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর এবং বাংলাপিডিয়া।

7) চর্যাপদের তিব্বতি অনুবাদ প্রকাশ করেন কে?

✔ 1) প্রবোধচন্দ্র বাগচী
2) যতীন্দ্রমোহন বাগচী
3) প্রফুল্ল মোহন বাগচী
4) প্রণয়ভূষণ বাগচী

ব্যাখ্যা : ১৯৩৮ সালে ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী চর্যাপদের তিব্বতী ভাষার অনুবাদ আবিষ্কার করেন এবং তা প্রকাশ করে চর্যার জট উন্মোচন করেন।
- চর্যাপদ তিব্বতি ভাষায় অনুবাদ করেন - কীর্তিচন্দ্র।
• চর্যাপদ :
- চর্যাপদ বাংলা ভাষার প্রথম কাব্যগ্রন্থ/কবিতা সংকলন/ গানের সংকলন।
- এটি বাংলা সাহিত্যের আদি যুগের একমাত্র লিখিত নিদর্শন।
- ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ সালে নেপালের রাজ দরবার গ্রন্থাগার থেকে এটি আবিষ্কার করেন।
- চর্যাপদের চর্যাগুলো রচনা করেন বৌদ্ধ সহজিয়াগণ।

Hello BCS

- চর্যাপদে বৌদ্ধধর্মের কথা বলা হয়েছে।
- সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (প্রথম খন্ড) গ্রন্থে চর্যাপদের ২৪ জন পদকর্তার নাম পাওয়া যায়। - ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত 'Buddhist Mystic Songs' গ্রন্থে চর্যাপদের ২৩ জন কবির নাম উল্লেখ আছে।
- সুকুমার সেন মনে করেন যে, চর্যাপদের পদসংখ্যা - ৫১টি ; তবে তিনি তার 'চর্যাগীতি পদাবলী' গ্রন্থে ৫০টি পদের উল্লেখ করেছেন। আলোচনা অংশে তার বক্তব্য মুনিদত্ত ৫০টি ব্যাখ্যা করেছিলেন।
- আবার ড. শহীদুল্লাহ চর্যাপদের পদ সংখ্যা ৫০টি বলে মনে করেন।
উৎস : বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস- মাহবুবুল আলম, বাংলাপিডিয়া।

8) ধ্বনি' সম্পর্কে নিচের কোন বাক্যটি সঠিক নয়?

- ✔ 1) ধ্বনি দৃশ্যমান
- 2) মানুষের ভাষার মূলে আছে কতগুলো ধ্বনি
- 3) ধ্বনি উচ্চারণীয় ও শ্রবণীয়
- 4) অর্থবোধক ধ্বনিগুলোই মানুষের বিভিন্ন ভাষার বাগ্‌ধ্বনি

ব্যাখ্যা : - ভাষার ক্ষুদ্রতম এককে ধ্বনি বলে।
- ধ্বনি বলতে সাধারণভাবে আমরা যেকোন আওয়াজকেই বুঝে থাকি।
- ভাষার ধ্বনি হলো বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত এমন কিছু ধ্বনি, যা মনের ভাব প্রকাশের জন্য মানুষ ব্যবহার করে থাকে।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, "কোনও ভাষার উচ্চারিত শব্দকে বিশ্লেষণ করলে, আমরা কতগুলি ধ্বনি পাই।"
ধ্বনিতাত্ত্বিক মুহম্মদ আবদুল হাই ‘ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব’ গ্রন্থে লিখেছেন, "অর্থবোধক ধ্বনিগুলোই মানুষের বিভিন্ন ভাষার বাগ্‌ধ্বনি।"
মূল কথা হলো,
- অর্থবোধক ধ্বনি সমষ্টিই ভাষার প্রধান উপাদান।
- কিন্তু ধ্বনি দৃশ্যমান নয়, উচ্চারণীয় ও শ্রবণীয়।
- ধ্বনিকে দৃশ্যমান দেওয়ার জন্য বা লিখিত আকারে প্রকাশ করার জন্যে প্রয়োজন হয় এক প্রকার সংকেত বা চিহ্নের। এই সঙ্কেত বা চিহ্নকে বর্ণ বলে।
- - ধ্বনি দৃশ্যমান না হলেও বর্ণ দৃশ্যমান হয়ে থাকে।

9) তোমার নাম কী?'-এখানে 'কী' কোন প্রকারের পদ?

- 1) প্রশ্নবাচক
- 2) অব্যয়
- ✔ 3) সর্বনাম
- 4) বিশেষণ

Hello BCS

ব্যাখ্যা : সর্বনাম পদ :
বাক্যে বিশেষ্য পদের পরিবর্তে যে পদ ব্যবহৃত হয়, তাকেই সর্বনাম পদ বলে।
যেমন - সুন্দর ফুল, বাজে কথা ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সর্বনামসমূহকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে।
যথা :
১. ব্যক্তিবাচক বা পুরুষবাচক সর্বনাম : আমি, আমরা, তুমি, তোমরা, সে, তারা, তাহারা, তিনি, তাঁরা, এ, এরা, ও, ওরা ইত্যাদি।
২. আত্মবাচক সর্বনাম : স্বয়ং, নিজে, খোদ, আপনি।
৩. সামীপ্যবাচক সর্বনাম : এ, এই, এরা, ইহারা, ইনি ইত্যাদি।
৪. দূরত্ববাচক সর্বনাম : ঐ, ঐসব।
৫. সাকুল্যবাচক সর্বনাম : সব, সকল, সমুদয়, তাবৎ।
৬. প্রশ্নবাচক সর্বনাম : কে, কি, কী, কোন, কাহার, কার, কিসে?

৭. অনির্দিষ্টতাজ্ঞাপক সর্বনাম : কোন, কেহ, কেউ, কিছু।
৮. ব্যতিহারিক সর্বনাম : আপনা আপনি, নিজে নিজে, আপসে, পরস্পর ইত্যাদি।
৯. সংযোগজ্ঞাপক সর্বনাম : যে, যিনি, যাঁরা, যারা, যাহারা ইত্যাদি।
১০. অন্যাদিবাচক সর্বনাম : অন্য, অপর, পর ইত্যাদি।
উৎস : বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি [২০১৯ ও ২০২২ সংস্করণ]।

10) গীতগোবিন্দ' কাব্যের রচয়িতা জয়দেব কার সভাকবি ছিলেন?

1) শশাঙ্কদেবের
✔ 2) লক্ষ্ণণসেনের
3) যশোরবর্ধনের
4) হর্ষবর্ধনের

ব্যাখ্যা : জয়দেব :
জয়দেব (বার'শ শতক) সংস্কৃত ভাষার কবি।
- পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার অজয়নদের তীরবর্তী কেন্দুবিল্ব বা কেঁদুলি গ্রামে তাঁর জন্ম। কেউ কেউ তাঁকে মিথিলা বা উড়িষ্যার অধিবাসী বলেও মনে করেন।

- জয়দেব ছিলেন বাংলার শেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজসভার পঞ্চরত্নের অন্যতম।
- পঞ্চরত্নের অপর চারজন কবি হলেন :
১. গোবর্ধন আচার্য,
২. শরণ,
৩. নধোয়ী ও
৪. উমাপতিধর।
- কারও কারও মতে তিনি কিছুকাল উৎকলরাজেরও সভাপন্ডিত ছিলেন।

Hello BCS

- বাঙ্গালি কবি জয়দেবকে - বৈষ্ণব পদাবলির প্রথম পদকর্তা বলা হয়।
- রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে রচিত 'গীতগোবিন্দম্' কাব্যটি আদি বৈষ্ণব পদাবলির নিদর্শন।
- ২৮৬টি শ্লোক এবং ২৪টি গীতের সমন্বয়ে ১২ সর্গে 'গীতগোবিন্দম্' রচিত।

উৎস : লাল নীল দীপাবলি, হুমায়ুন আজাদ ও বাংলাপিডিয়া।

11) 'তুমি তো ভারি সুন্দর ছবি আঁক!'- বাক্যটিতে কোন প্রকারের অব্যয় পদ ব্যবহৃত হয়েছে?

1) পদান্বয়ী অব্যয়
2) অনুকার অব্যয়
✔ 3) অনন্বয়ী অব্যয়
4) অনুসর্গ অব্যয়

ব্যাখ্যা : অনন্বয়ী অব্যয় :
যে সকল অব্যয় বাক্যের অন্য পদের সঙ্গে কোনো অন্বয় বা সম্বন্ধ না রেখে স্বাধীনভাবে ভাব প্রকাশ করে তাদেরকে অনন্বয়ী অব্যয় বলে।
- অনন্বয়ী অব্যয় বক্তার আনন্দ, উচ্ছ্বাস, বিষাদ প্রভৃতি মনোভাব প্রকাশে সহায়তা করে। যেমন : মরি মরি, উঃ, বটে, ছিঃ প্রভৃতি।
বাক্যে ব্যবহার :
'মরি মরি! কী সুন্দর প্রভাতের রূপ!' - এখানে 'মরি মরি' অনন্বয়ী অব্যয়।
প্রশ্নে আলোচিত বাক্য - 'তুমি তো ভারি সুন্দর ছবি আঁক!'
এখানে, 'ভারি' পদের সাথে অন্য কোন পদের সম্পর্ক নেই। তাই এটি অনন্বয়ী অব্যয় পদ।

12) আমি যখন জেলে যাই তখন ওর বয়স মাত্র কয়েক মাস। ' এখানে' ওর 'বলতে শেখ মুজিবুর রহমান কাকে বুঝিয়েছেন?

1) শেখ নাসেরকে
✔ 2) শেখ কামালকে
3) শেখ হাসিনাকে
4) শেখ রেহেনাকে

ব্যাখ্যা : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান :
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জেলার গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন।
- শেখ লুৎফর রহমান ও মোসাম্মৎ সাহারা খাতুনের চার কন্যা ও দুই পুত্রের মধ্যে তৃতীয় সন্তান শেখ মুজিব। - বাবা-মা ডাকতেন খোকা বলে।
- খোকার শৈশবকাল কাটে টুঙ্গি-পাড়ায়।
তার রচিত গ্রন্থসমূহ :
- অসমাপ্ত আত্মজীবনী,
- কারাগারের রোচনামচা,
- আমার দেখা নয়াচীন।

Hello BCS

অসমাপ্ত আত্মজীবনী :
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচিত অসমাপ্ত আত্মজীবনী (২০১২) গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। - বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী ও সহধর্মিণীর অনুরোধে তিনি ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে রাজবন্দি থাকা অবস্থায় এই আত্মজীবনী লেখা শুরু করেন।
- এখানে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, গভীর উপলব্ধি ও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষণ তিনি সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করেছেন।
- তাঁর এই রচনায় তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অপশাসন, বিনাবিচারে বছরের পর বছর রাজবন্দিদের কারাগারে আটক রাখা, ১৯৫২ সালের জেলজীবন ও জেল থেকে মুক্তি লাভের স্মৃতি বিবৃত হয়েছে।
- 'আমি যখন জেলে যাই তখন ওর বয়স মাত্র কয়েক মাস।'- এখানে 'ওর' বলতে শেখ মুজিবুর রহমান ‘শেখ কামালকে’ বুঝিয়েছেন।
- ১৯৫২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু ফরিদপুরের জেলখানায় অনশনরত অবস্থায় আটক ছিলেন।
- ২৭ তারিখে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির আদেশ জেলখানায় পৌঁছালো।
- প্রায় ২৭/২৮ মাস পর তিনি ফিরে এলেন তাঁর পরিবারের কাছে।
- পরিবার বলতে এখানে তাঁর বাবা-মা ছাড়াও ছিল তাঁর স্ত্রী রেণু ও দুই সন্তান— হাসিনা ও কামাল।
- শেখ কামালের সাথে অনেক দিন পর দেখা হওয়ার পর তাকে কেন্দ্র করে যে ঘটনাটি ঘটেছিল তাঁর উল্লেখ করতেই শেখ মুজিবুর রহমান উক্ত উক্তিটি লিখেছেন।

13) ভাষা চিন্তার শুধু বাহনই নয়, চিন্তার প্রসূতিও।' মন্তব্যটি কোন ভাষা চিন্তকের?

1) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
2) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
3) মুহম্মদ এনামুল হক
✔ 4) সুকুমার সেন

ব্যাখ্যা : প্রশ্নে উল্লেখিত মন্তব্যটি করেন প্রখ্যাত ভাষা-চিন্তক - সুকুমার সেন।
- তিনি তাঁর ‘ভাষার ইতিবৃত্ত’ গ্রন্থের ‘ভাষা ও উপভাষা’ নামক অধ্যায়ে মন্তব্যটি করেন।
- গ্রন্থটি প্রথম ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত হয়।

সুকুমার সেনের ভাষায় -
"মানুষমাত্রেই কোন না কোন সংসার-সীমানার অথবা সমাজগণ্ডীর অন্তর্গত। স্বাভাবিক অবস্থায় কোন ব্যক্তি সংসার অথবা সমাজ বিরহিত নয়। যে সংসার বা সমাজের মধ্যে মানুষ বাস করে সে সংসার ও সমাজভুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে তাহার চিত্তা উদ্দেশ্য এবং কর্মগত সমতা কিছু না কিছু থাকিবেই। ভাষা এই সমতার প্রধান সাধন। ভাষার মধ্য দিয়া আদিম মানুষের সামাজিক প্রবৃত্তির প্রথম অঙ্কুর প্রকাশ পাইয়াছিল । ভাষার মধ্য দিয়াই সেই সামাজিক প্রবৃত্তি নানাদিকে নানাভাবে প্রসারিত হইয়া আদিম নরকে পশুত্বের অন্ধজড়তা হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাকে মননশীল করিয়াছে। প্রকৃতির দাসত্ব হইতে মুক্তি পাইয়া মানুষ প্রকৃতির প্রভুত্বের অধিকারী হইয়াছে। ভাষা চিন্তার শুধু বাহনই নয় চিন্তার প্রসূতিও। লতা যেমন মঞ্চ-অবলম্বন না পাইলে বাড়িতে পারে না চিত্তাও তেমনি ভাষা-অবলম্বন ব্যতিরেকে বিচরণ করিতে অক্ষম।
পশুর সমাজ নাই এবং তাহা থাকিবার কথাও নয়। পশু একাকী অথবা জোড় বাঁধিয়া কিংবা দল লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু পশুর দল পশুর ‘‘সমাজ’’ নয়, সে দলে একটিমাত্র পুরুষ-প্রাণী—কর্তা। সে দলকে সমাজ নয়, বরং

Hello BCS

পরিবার বলিতে পারি। পশুর জীবনধারণ শুধু বাঁচিয়া থাকা, সুতরাং তাহার পক্ষে ভাষা নিতান্ত অনাবশ্যক। তবে শারীরিক প্রয়োজনে অনেক পশু বিশেষ বিশেষ ডাক ডাকে।"

সুকুমার সেন :
- জানুয়ারি, ১৯০০ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৯২ সালে মৃত্যুবরণ করেন।
- তিনি ১৯৬৩ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার, ১৯৮১ সালে বিদ্যাসাগর পুরস্কার লাভ করেন।

তাঁর অন্যান্য রচনা :
- বাংলা স্থান নাম,
- বাংলায় নারীর ভাষা,
- বাংলা সাহিত্যে গদ্য,
- ভারতীয় আর্য সাহিত্যের,
- ভারত কথার গ্রন্থিমোচন,
- রামকথার প্রাক ইতিহাস,
- বটতলার ছাপা ও ছবি,
- বনফুলের ফুলবন,
- কলকাতার কাহিনি ইত্যাদি।

উৎস : ভাষার ইতিবৃত্ত, সুকুমার সেন এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মাহবুবুল হক।

14) Rank' শব্দের বাংলা পরিভাষা কী?

1) পদ
✔ 2) পদমর্যাদা
3) মাত্রা
4) উচ্চতা

ব্যাখ্যা : Rank (Noun):
English Meaning:
1. a number of persons forming a separate class in a social hierarchy or in any graded body.
2. a social or official position or standing, as in the armed forces.
'Rank' - এর বাংলা পরিভাষা - পদমর্যাদা।
এছাড়া,
‘Post’ এর বাংলা পারিভাষিক শব্দ - পদ।
‘Degree’ এর বাংলা পারিভাষিক শব্দ - মাত্রা।
‘Height’ এর বাংলা পারিভাষিক শব্দ - উচ্চতা।

15) প্রথম সাহিত্যিক গদ্যের স্রষ্টা কে?

1) রাজা রামমোহন রায়

Hello BCS

✔ 2) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
3) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
4) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টপাধ্যায়

ব্যাখ্যা : বাংলা গদ্যের বিকাশ :
- বাংলা গদ্যের মূল বিকাশ উনিশ শতকে শুরু হলেও তার আগেই গদ্যের কিছু নমুনা পাওয়া যায়। - বাংলা গদ্যের আদি নিদর্শন বাংলা গদ্যে লেখা সবচেয়ে পুরানো যে-চিঠিটি সময়ের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও রক্ষা পেয়েছে সেটি কোচবিহারের রাজা ১৫৫৫ সালে আসামের রাজাকে লিখেছিলেন বলে দাবি করা হয়। কোনো কোনো পন্ডিত এ বিষয়ে সন্দেহ করেন। তবে এ থেকে অন্তত বোঝা যায় যে, মোটামুটি ওই সময় থেকে কেউ কেউ যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে বাংলা গদ্যে চিঠিপত্র লিখতে শুরু করেন।

- বাংলা গদ্যের বিকাশে "ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ" ব্যাপক ভূমিকা রাখে। - উনিশ শতকের বাংলা গদ্য বাংলা গদ্যে লেখা এবং বাংলা হরফে ছাপা প্রথম মৌলিক গ্রন্থ রামরাম বসুর রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র ১৮০১ সালে প্রকাশিত হয়। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারসহ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে তাঁর সহকর্মীরা তাঁর তুলনায় বেশি সংস্কৃত-প্রভাবিত ভাষায় তাঁদের গ্রন্থগুলি রচনা করেছিলেন। এসব গ্রন্থ ছিল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের জন্যে লেখা পাঠ্যপুস্তক।

- শ্রীরামপুর মিশন থেকে ১৮১৮ সালের মে মাসে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা সমাচার-দর্পণ এবং পরে রামমোহন রায়ের সম্বাদকৌমুদী (১৮২১) ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাচারচন্দ্রিকা (১৮২২) বাংলা গদ্যকে ভাবপ্রকাশের উপযোগিতা দিয়েছিল এবং খানিকটা সরল ও কেজো গদ্যে পরিণত করেছিল। - আরো দুটি সাময়িকপত্রিকা—সম্বাদপ্রভাকর (১৮৩১) এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৮৪৩)—বাংলা গদ্যের বিকাশে সাহায্য করেছিল।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর :

- বাংলা গদ্য সাহিত্যের- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- তিনি বাংলা গদ্যে সুললিত শব্দবিন্যাস, পদবিভাগ ও যতি সন্নিবেশে সুবোধ্য ও শিল্প গুণান্বিত করে তোলেন।
- বাংলা গদ্যের অন্তর্নিহিত ধ্বনিঝংকার ও সুরবিন্যাস তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেন।
- তিনি বাংলা গদ্যকে শ্বাসপর্ব ও অর্থপর্ব অনুসারে ভাগ করে সেখানে যতিচিহ্ন স্থাপন করেন। - তিনি বাংলা গদ্যকে সাহিত্য গুণসম্পন্ন ও সর্বভাব প্রকাশক্ষম করেছিলেন।
- বিদ্যাসাগরের সৃষ্ট গদ্যরীতির প্রভাবেই পরবর্তী পর্যায়ে বাংলা গদ্যের পরিণত রূপের সৃষ্টি হয়।

সুতরাং, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পূর্বে অনেকেরই গদ্যের বিকাশে অবদান থাকলেও, বাংলা ভাষার প্রথম সাহিত্যিক গদ্যের স্রষ্টা তাকেই বলা যায়।
উৎস : বাংলাপিডিয়া, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মাহবুবুল আলম এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর।

Hello BCS

16) স্বরান্ত অক্ষরকে কী বলে?

1) একাক্ষর
✔ 2) মুক্তাক্ষর
3) বদ্ধাক্ষর
4) যুক্তাক্ষর

ব্যাখ্যা : অক্ষর (Syllable) :
- বাগযন্ত্রের ক্ষুদ্রতম প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা শব্দাংশের নাম অক্ষর (Syllable)।
- অক্ষর দু প্রকার।
যথা : মুক্তাক্ষর ও বদ্ধাক্ষর।

মুক্তাক্ষর :

যখন একটি অক্ষরে একটিই বর্ণ থাকে, তখন তাকে মুক্তাক্ষর বলে।
অযুগ্ম বা মুক্ত স্বরান্ত ধ্বনিকে মুক্তাক্ষর বলে। একে স্বরান্ত অক্ষরও বলা হয়।
যেমন : 'ভালোবাসো যদি বলিবে না কেন?'
এখানে (ভা) (লো) (বা) (সো) (দি) (ব) (লি) (বে) (না) (কে) (ন) এই সবগুলোই (১২টি) মুক্তাক্ষর।
- মুক্তাক্ষর U চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়।
- মুক্তাক্ষর উচ্চারণের শেষে মুখ খোলা থাকে, ফলে অক্ষর উচ্চারণ করে ও তাকে প্রয়োজন মতো প্রলম্বিত করা চলে। যেমন : অপরিচিত।

বদ্ধাক্ষর :
ব্যঞ্জনধ্বনি বা অর্ধস্বরধ্বনির মাধ্যমে যে সব অক্ষরের সমাপ্তি ঘটে তাকে বদ্ধাক্ষর বলে।
বদ্ধ অর্থ্যাৎ যুগ্মাস্বরান্ত বা ব্যঞ্জনান্ত ধ্বনিকে বদ্ধাক্ষর বলে।
যেমন : 'সোম বার দিনরাত হরতাল।
এখানে (সোম্) (বার্) (দিন্) (রাত) (হর্) (তাল্) এই সবগুলোই (৬টি) বদ্ধাক্ষর।
বদ্ধাক্ষর (-) চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়।
উৎস : বাংলা কবিতার ছন্দ বিশ্লেষণ এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা- ড. সৌমিত্র শেখর।

17) শচীশ, দামিনী ও শ্রীবিলাস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন উপন্যাসের চরিত্র?

✔ 1) চতুরঙ্গ
2) চার অধ্যায়
3) নৌকাডুবি
4) ঘরে বাইরে

ব্যাখ্যা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর :
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার, চিত্রশিল্পী, প্রাবন্ধিক, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ ও সমাজ-সংস্কারক।

Hello BCS

- মূলত কবি হিসেবেই তাঁর প্রতিভা বিশ্বময় স্বীকৃত।
- ১৯১৩ সালে তাঁকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। এশিয়ার বিদগ্ধ ও বরেণ্য ব্যক্তিদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই পুরস্কার জয়ের গৌরব অর্জন করেন।
- তিনি মোট বারোটি উপন্যাস রচনা করেন।

চতুরঙ্গ উপন্যাস :
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত অন্যতম উপন্যাস - চতুরঙ্গ।
- এটি প্রকাশিত হয় ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে।
- এটি সাধু ভাষায় লিখিত রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ উপন্যাস।

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাসগুলোর মধ্যে সমালোচকদের সবচেয়ে বেশি বিভ্রান্তিতে ফেলেছে চতুরঙ্গ। - ১৩২১ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন সংখ্যা পর্যন্ত মাসিক 'সবুজপত্রে' এই উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।
উপন্যাসের চরিত্র :
- জ্যাঠামশায়,
- শচীশ,
- দামিনী
- শ্রীবিলাস
'সবুজপত্র'র তৎকালীন পাঠকরা ধরে নিয়েছিলেন যে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আলাদা আলাদা গল্প উপহার পাচ্ছেন।
- বস্তুত পত্রিকায় প্রকাশিত হবার সময় উপন্যাসের অধ্যায়গুলোকে আলাদা আলাদা গল্পের শিরোনাম দিয়ে ছাপা হচ্ছিল ।
গল্পগুলোর নাম ছিল যথাক্রমে—
- জ্যাঠামশায়,
- শচীশ,
- দামিনী
- শ্রীবিলাস।
"এই বইখানির নাম চতুরঙ্গ। 'জ্যাঠামশায়', 'শচীশ', 'দামিনী' ও 'শ্রীবিলাস' ইহার চারি অংশ।

18) বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কে?

1) সৈয়দ শামসুল হক
✔ 2) শামসুর রাহমান
3) হাসান হাফিজুর রহমান
4) আহসান হাবীব

ব্যাখ্যা : - ১৯২৯ সালের ২৪শে অক্টোবর মাতুতালয় ঢাকার মাহুতটুলিতে তিনি জন্মগ্রহন করেন।
- আঠারো বছর বয়সে শামসুর রাহমান প্রথম কবিতা লেখা আরম্ভ করেন।
- ১৯৪৩ সালে তাঁর প্রথম কবিতা 'উনিশ শ'উনপঞ্চাশ' প্রকাশিত হয় নলিনীকিশোরগুহ সম্পাদিত সোনার বাংলা পত্রিকায়।

Hello BCS

- বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবনে ১৩জন তরুণ কবির কবিতার সঙ্কলন, নতুন কবিতা-য় তাঁর পাঁচটি কবিতাতাঁর কবি পরিচয়কে সুধী মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

• তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থসমূহ :
- রৌদ্র করোটিতে
- বিধ্বস্ত নীলিমা
- বন্দী শিবির থেকে
- অন্ধকার থেকে আলোয়
- হরিণের হাড়
- না বাস্তব না দুঃস্বপ্ন
- বুক তাঁর বাংলাদেশের হৃদয়,
- অবিরল জলাভূমি।

• তাঁর রচিত উপন্যাস :
- অক্টোপাস
- নিয়ত মন্তাজ
- এলো সে অবেলায়
- অদ্ভুত আঁধার এক

19) নিচের কোন জন যুদ্ধকাব্যের রচয়িতা নন?

1) দৌলত উজির বাহরাম খাঁ
2) সাবিরিদ খাঁ
3) সৈয়দ সুলতান
✔ 4) সৈয়দ নূরুদ্দীন

ব্যাখ্যা : 'জঙ্গনামা' :
- জঙ্গনামা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্যভিত্তিক যুদ্ধবিষয়ক কাব্য।
- ফারসি 'জঙ্গ' শব্দের অর্থ যুদ্ধ, আর 'জঙ্গনামা' শব্দের অর্থ যুদ্ধ বা তদ্বিষয়ক গ্রন্থ বা রচনা। অর্থ্যাৎ 'জঙ্গনামা' কাব্যের বিষয় যুদ্ধ-বিগ্রহ।
- বিশেষত হযরত মুহম্মাদ (স.) ও তাঁর স্বজনদের যুদ্ধই এ শ্রেণীর কাব্যের মূল বিষয়। যেসব যুদ্ধের ঘটনা ও পরিণাম অত্যন্ত করুণ ও মর্মান্তিক, সাধারণত সেসব যুদ্ধের কথাই মানুষকে বেশি আলোড়িত করে। - তাই আরবি-ফারসি সাহিত্যে যেমন, বাংলা সাহিত্যেও তেমনি 'জঙ্গনামা' বলতে বিশেষভাবে কারবালার যুদ্ধ ও তার বিষাদময় ঘটনাবলি সংক্রান্ত রচনাকেই বোঝায়।

প্রশ্নে উল্লিখিত কবিদের মধ্যে -
১. দৌলত উজির বাহরাম খান - কারবালার কাহিনি নিয়ে 'জঙ্গনাম বা মক্তুল হোসেন' নামে জঙ্গনামা বা যুদ্ধকাব্য রচনা করেছেন।
২. সাবিরিদ খাঁ - জঙ্গনামা জাতীয় যুদ্ধকাব্য বিষয়ক গ্রন্থ 'হানিফা- কয়রাপরী' রচনা করেছেন।
৩. সৈয়দ সুলতান - 'জয়কুম রাজার লড়াই' নামে যুদ্ধবিষয়ক কাহিনীকাব্য রচনা করেছেন।

Hello BCS

অন্যদিকে,
সৈয়দ নুরুদ্দিন - মধ্যযুগের ইসলাম ধর্মীয় বিষয় নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন ; তিনি যুদ্ধকাব্য রচনা করেন নি।
- সৈয়দ নুরুদ্দিন মধ্যযুগীয় ধর্মসাহিত্যের কবি। চট্টগ্রামের মির্জাপুরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।
- তাঁর জনৈক পূর্বপুরুষ সৈয়দ হাসান ষোলো শতকে গৌড় থেকে চট্টগ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন।

নুরুদ্দিন মোট চারখানা কাব্য রচনা করেন :
- দাকায়েকুল হেকায়েক :
ইমাম গাজ্জালির একই নামের বিশাল আরবি শাস্ত্রকাব্যের ভাবানুবাদ। এতে মৃত্যু, আজরাইল, রুহ, গোর-আজাব, ইস্রাফিল, কাফন, সাদকা ইত্যাদি সম্পর্কিত ২২টি 'বাব' বা অধ্যায় আছে।
- রাহাতুল কুলব বা কেয়ামতনামা :
কুরআন, হাদীস ও তাফসির থেকে বিষয় নিয়ে রচিত গ্রন্থ।
- বুরহানুল আরেফিন :
হিতোপদেশ সুফিতত্ত্বের কাব্য।
- মুসার সওয়াল :
প্রশ্নোত্তরমূলক ক্ষুদ্র কাব্য।

কারবালা-কেন্দ্রিক কাব্যের অপর নাম মর্সিয়া সাহিত্য।
- আরবি 'মর্সিয়া' শব্দের অর্থ শোক। শোকবিষয়ক রচনাকে মর্সিয়া সাহিত্য বা শোককাব্য বলা হয়। - অতএব জঙ্গনামা ও মর্সিয়া সাহিত্যের মধ্যে বিষয়গত মিল থাকলেও আঙ্গিক ও রসগত পার্থক্য আছে। - জঙ্গনামা ও মর্সিয়া সাহিত্য প্রথমত আরবে, পরে পারস্যে বিকাশ লাভ করে এবং মধ্যযুগে মুসলিম শাসনামলে এ সাহিত্যধারা বাংলাদেশে প্রবেশ করে।
- বাংলায় এ কাব্যধারা মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

উৎস : বাংলাপিডিয়া এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মাহবুবুল আলম।

20) 'সরল' শব্দের বিপরীত শব্দ নয় কোনটি?

1) জটিল
2) বক্র
3) কুটিল
✔ 4) গরল

ব্যাখ্যা : 'সরল' শব্দের বিপরীত শব্দ কুটিল, জটিল, বক্র।
আর গরল শব্দের অর্থ বিষ।
উৎসঃ নবম-দশম শ্রেণীর বাংলা ব্যাকরণ বই।

21) বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ ' গ্রন্থের রচয়িতা কে?

✔ 1) বিনয় ঘোষ
2) সুবিনয় ঘোষ

Hello BCS

3) বিনয় ভট্টাচার্য
4) বিনয় বর্মণ

ব্যাখ্যা : 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ' গ্রন্থের রচয়িতা - বিনয় ঘোষ।
- বিনয় ঘোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বিদ্যাসাগর বক্তৃতা'র প্রথম বক্তা (১৯৫৭) ছিলেন।
- ১৯৫৮-৬০ সাল পর্যন্ত তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয়ে রকফেলার রিসার্চ স্কলার হিসেবে গবেষণারত ছিলেন।

বিনয় ঘোষ :
- বিনয় ঘোষ ছিলেন - সাংবাদিক, সমাজতাত্ত্বিক, লেখক, সাহিত্যসমালোচক, বাংলা ভাষা ও লোকসংস্কৃতির গবেষক।
- তাঁর ছদ্মনাম ছিল 'কালপেঁচা'। ১৯১৭ সালের ১৪ জুন কলকাতায় তাঁর জন্ম, পৈতৃক নিবাস ছিল যশোরে।
- বিনয় ঘোষ ইতিহাস ও রাজনীতিবিষয়ক পর্যালোচনায় বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন।
- তিনি মার্কসবাদে বিশ্বাসী ছিলেন ; তাই তাঁর রচনায় মার্কসীয় জীবনদর্শনের অনুশীলন লক্ষ করা যায়।
তাঁর রাজনীতিবিষয়ক গ্রন্থ :
- আন্তর্জাতিক রাজনীতি,
- সোভিয়েট সভ্যতা (২ খন্ড),
- ফ্যাসিজম ও জনযুদ্ধ,
- সোভিয়েট সমাজ ও সংস্কৃতি প্রভৃতি।

- ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের (১৯৪৩) সঙ্গে বিনয় ঘোষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এখানে তাঁর ল্যাবরেটরী নাটকটি অভিনীত হয়।
- পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ ও ক্ষেত্রসমীক্ষা-ভিত্তিক আলোচনাগ্রন্থ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (১৯৫৭) তাঁর বিশিষ্ট রচনা।
- মার্কসবাদের আলোকে সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ এসব গ্রন্থের প্রধান আকর্ষণ। তাঁর রচিত গবেষণাগ্রন্থ :
- শিল্প সংস্কৃতি ও সমাজ,
- মেট্রোপলিটন মন,
- বাংলার নবজাগৃতি,
- বিদ্যাসাগর ও বাঙালীসমাজ,
- বিদ্রোহী ডিরোজিও,
- সুতানুটি সমাচার,
- বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা,
- মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ,
- বাংলার বিদ্বৎ সমাজ,
- কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত,
- বাংলার লোকসংস্কৃতি ও সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি।

উৎস : বাংলাপিডিয়া।

Hello BCS

22) দুর্দিনের দিনলিপি' স্মৃতিগ্রন্থটি কার লেখা?

✔ 1) আবুল ফজল
2) আবদুল কাদির
3) জাহানারা ইমাম
4) মুশতারি শফী

ব্যাখ্যা : 'দুর্দিনের দিনলিপি' গ্রন্থটির রচয়িতা - আবুল ফজল।
- ১৯০৩ সালে চট্টগ্রাম জেলায় তাঁর জন্ম।
- তিনি মুসলিম সাহিত্য সমাজের অন্যতম কর্ণধার হিসেবে 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন গড়ে তোলেন। - এ আন্দোলনের মুখপত্র শিখা পত্রিকা।

- "দুর্দিনের দিনলিপি" - ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয়।
- এটি তার মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের রোজনামচা।
- মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাক সেনাদের হাত থেকে বাঁচার জন্য আত্মগোপন করেন এবং সে সময় তিনি এই ডায়রি লিখেন।
- 'রেখাচিত্র' আবুল ফজল রচিত একটি দিনিলিপি।
- আবুল ফজল উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, আত্মকথা, ধর্ম, ভ্রমণকাহিনী ইত্যাদি বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি রচনা হলো :
- চৌচির,
- প্রদীপ ও পতঙ্গ,
- মাটির পৃথিবী,
- বিচিত্র কথা,
- রাঙ্গা প্রভাত,
- রেখাচিত্র,
- দুর্দিনের দিনলিপি

23) জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধে মোতাহের হোসেন চৌধুরী কাকে তপোবন প্রেমিক বলেছেন?

1) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে
2) জসীম উদ্দীনকে
✔ 3) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে
4) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে

ব্যাখ্যা : মোতাহের হোসেন চৌধুরী :
- মোতাহের হোসেন চৌধুরী শিক্ষাবিদ, লেখক। নোয়াখালী জেলার কাঞ্চনপুর গ্রামে তাঁর জন্ম।
- মুক্তবুদ্ধিচর্চার প্রবক্তা, উদার মানবতাবাদী ও মননশীল প্রবন্ধকার হিসেবে মোতাহের হোসেন চৌধুরীর বিশেষ খ্যাতি আছে।
- সংস্কৃতি কথা (১৯৫৮) তাঁর প্রধান প্রবন্ধগ্রন্থ।
- মোতাহের হোসেন চৌধুরী রচিত 'সংস্কৃতির কথা' গ্রন্থের বিখ্যাত প্রবন্ধ 'জীবন ও বৃক্ষ'।

Hello BCS

'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধে মোতাহের হোসেন চৌধুরী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে লিখেছেন :
‘অবশ্য রবীন্দ্রনাথ অন্য কথা বলেছেন। ফুলের ফোটা আর নদীর গতির সঙ্গে তুলনা করে তিনি নদীর গতির মধ্যেই মনুষ্যত্বের সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছেন। তাঁর মতে মনুষ্যত্বের বেদনা নদীর গতিতেই উপলব্ধি হয়, ফুলের ফোটায় নয়। ফুলের ফোটা সহজ, নদীর গতি সহজ নয়। তাকে অনেক বাধা ডিঙানোর দুঃখ পেতে হয়। কিন্তু ফুলের ফোটার দিকে না তাকিয়ে বৃক্ষের ফুল ফোটানোর দিকে তাকালে বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ ভালো করতেন। তপোবন-প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ কেন যে তা করলেন না বোঝা মুশকিল।’
উৎস : উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা প্রথম পত্র, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং 'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধ।

24) উচ্চারণের রীতি অনুযায়ী নিচের কোনটি উচ্চমধ্য-সম্মুখ স্বরধ্বনি?

1) অ
2) আ
3) ও
✔ 4) এ

ব্যাখ্যা : স্বরধ্বনির উচ্চারণ :
উচ্চারণের সময়ে জিভের উচ্চতা অনুযায়ী, জিভের সম্মুখ-পশ্চাৎ অবস্থান অনুযায়ী এবং ঠোঁটের উন্মুক্তি অনুযায়ী স্বরধ্বনিকে ভাগ করা হয়।

উচ্চারণের সময়ে জিভ কতটা নিচে নামে সেই অনুযায়ী স্বরধ্বনি চার ভাগে বিভক্ত।
যথা -
১. উচ্চ স্বরধ্বনি - ই, উ।
২. উচ্চ -মধ্য স্বরধ্বনি - এ, ও।
৩. নিম্ন-মধ্য স্বরধ্বনি - অ্যা, অ।
৪. নিম্ন স্বরধ্বনি - অ।

আবার, জিভের সম্মুখ - পশ্চাৎ অবস্থান অনুযায়ী স্বরধ্বনি তিন ভাগে বিভক্ত।
যথা -
১. সম্মুখ স্বরধ্বনি - ই, এ, অ্যা।
২. মধ্য স্বরধ্বনি : আ।
৩. পশ্চাৎ স্বরধ্বনি : অ, ও, উ।

25) নিচের কোনটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগ্রন্থ নয়?

✔ 1) ইছামতি
2) মেঘমল্লার
3) মৌরিফুল
4) যাত্রাবদল

ব্যাখ্যা : মেঘমল্লার, মৌরিফুল, যাত্রাবদল - বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত কয়েকটি গল্পগ্রন্থের মধ্যে অন্যতম। অপরদিকে, ‘ইছামতি’ হলো লেখকের রচিত শেষ রচিত একটি বিখ্যাত উপন্যাস।

Hello BCS

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় :
- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯৪ সালে চব্বিশ পরগনায় মুরারিপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- তিনি বাংলা কথা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় শিল্পী।
- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত শেষ উপন্যাস 'ইছামতী' প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সালে।
- মানুষের জীবনের কথা এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য।
- 'ইছামতী' উপন্যাসের জন্য তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার (১৯৪৯) লাভ করেন।
- ১৯৫০ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হচ্ছে :
- পথের পাঁচালী,
- অপরাজিতা,
- আরণ্যক,
- ইছামতী,
- দৃষ্টিপ্রদীপ।
তাঁর উল্লেখযোগ্য ছোট গল্পগ্রন্থ :
- মেঘমল্লার,
- মৌরীফুল,
- যাত্রাবদল,
- কিন্নরদল ।
'ইছামতি' উপন্যাসের উপজীব্য :
- ইছামতী নদীর তীরবর্তী গ্রামের মানুষের জীবনকথা এই উপন্যাসের মূল উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ভবানী বাড়য্যে কিংবা তার পুত্রত্রয় তিলু, বিলু, নীল লেখকের নিজের অভিজ্ঞতায় দেখা মানুষ। একান্ত অন্তরঙ্গ ভাবমূর্তিতে এদেরকে তিনি গড়ে তুলেছেন।
- ইংরেজ শাসকদের প্রভাবে কৃষিনির্ভর বাঙালির মনে যে বাণিজ্য-চেতনা জাগে নালুপাল যেন তারই প্রতীক। প্রচলিত সংস্কার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে নারী জাগরণের প্রতিনিধি নিস্তারিনী। - নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আছে এ উপন্যাসে।
- একটি ঐতিহাসিক পটভূমিকায় নদীতীরবর্তী সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে উপন্যাসটি চিহ্নিত।

26) মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রবর্তিত' অমিত্রাক্ষর ছন্দ 'প্রকৃত পক্ষে বাংলা কোন ছন্দের নব-রূপায়ণ?

1) স্বরবৃত্ত ছন্দ
✔ 2) অক্ষরবৃত্ত ছন্দ
3) মাত্রাবৃত্ত ছন্দ
4) গৈরিশ ছন্দ

ব্যাখ্যা : মাইকেল মধুসূদন দত্ত :
- মাইকেল মধুসূদন দত্ত একজন মহাকবি, নাট্যকার।
- মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮২৪ সালের ২৫ জানুয়ারি যশোর জেলার কপোতাক্ষ নদের তীরে সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।
- মাইকেল মধুসূদন দত্তএকজন মহাকবি, নাট্যকার।

Hello BCS

- মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলাভাষার সনেট প্রবর্তক।
- মাইকেল মধুসূদন দত্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দ :
- অক্ষরবৃত্ত ছন্দ বাংলা কাব্যের প্রধান ছন্দ।
- অন্য দুটির তুলনায় এ ছন্দের উচ্চারণ অধিকতর স্বাভাবিক এবং গদ্য উচ্চারণভঙ্গির অনুসারী বলেই এটি বাংলা কাব্যের প্রধান ছন্দে পরিণত হয়েছে।
- অক্ষরবৃত্ত শ্বাসাঘাতপ্রধান নয়, তানপ্রধান ছন্দ। তান হচ্ছে স্বরধ্বনি বা সাধারণ উচ্চারণের অতিরিক্ত টান, যা এ ছন্দে পর্বগত দীর্ঘতার জন্য প্রযুক্ত হয়। ৮/৬ বা ৮/১০ মাত্রার সর্বাধিক দীর্ঘ পর্বে অক্ষরবৃত্ত রচিত হয়।
- উনিশ শতকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্তের হাতে এ ছন্দের সুরমুক্তি ঘটে।
- অর্থ্যাৎ, 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ' প্রকৃত পক্ষে বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের নব সংস্করণ।
- এভাবে এ ছন্দ বাংলা সাহিত্যের চিরায়ত কাব্যসমূহ রূপায়ণের মাধ্যমে পরিণত হয়েছে শ্রেষ্ঠ ছন্দে।
- পয়ার ছন্দেরই একটি বিবর্ধিত রূপের নাম হচ্ছে মহাপয়ার। এতে পয়ারের ৬ মাত্রার অন্ত্যপর্বের পরিবর্তে ১০ মাত্রা হয়।

উৎস : বাংলাপিডিয়া এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা।

27) তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষাগরু'- এই কবিতাংশটির রচয়িতা কে?

1) রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
2) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
3) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
✔ 4) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

ব্যাখ্যা : - ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত উনিশ শতকের প্রথমার্ধে একমাত্র কবি যার কবিতা ছিল হালকা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের ভরা। তাঁর কবিতায় কল্পনার স্থানও ছিল না।
- তিনি ছিলেন আধুনিককালের মানুষ কিন্তু তিনি আধুনিকতাকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি।
- 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। এটি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক পত্রিকা। - তিনি ১৮৩১ সালে সংবাদ প্রভাকর (সাপ্তাহিক) পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন।
- ১৮৩৯ সাল থেকে এটি দৈনিক পত্রিকায় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।
এছাড়াও তিনি আরও কিছু পত্রিকা সম্পাদনা করেন
- সংবাদ রত্নাবলী,
- পাষণ্ডপীড়ণ,
- সংবাদ সাধুরঞ্জন ।

"নীলকর" নামক বিখ্যাত কবিতায় মহারানী ভিক্টোরিয়াকে সম্বোধন করে বলেছেন :
"তুমি মা কল্পতরু আমরা সব পোষা গরু
শিখিনি শিং বাঁকানো
কেবল খাবো খোল বিচিলি ঘাষ॥

Hello BCS

আমরা ভুসি পেলেই খুশি হব
ঘুষি খেলে বাঁচব না।"

28) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত বয়সে ছোটগল্পকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন?

1) ১০ বছর
2) ১২ বছর
3) ১৪ বছর
✔ 4) ১৬ বছর

ব্যাখ্যা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর :
- বাংলা ছোট গল্পের জনক হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- তিনি ১১৯ টি ছোট গল্প রচনা করেন।
- তার রচিত প্রথম ছোট গল্প - ভিখারিনী।

- 'ভারতী' পত্রিকার ১২৮৪ বঙ্গাব্দের (১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দ) শ্রাবণ-ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয় - রবীন্দ্রনাথের ভিখারিণী গল্পটি।
- এখন পর্যন্ত যতদূর জানা যায়, এটিই তাঁর লেখা প্রথম গল্প, যা কোনো সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।
- এই গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে মাত্র ষোলো বছর বয়েসেই রবীন্দ্রনাথ ছোট গল্পকার হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন।
- রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর কোনো গ্রন্থে অবশ্য এ গল্পটিকে স্থান দেননি।
- রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের সংকলনের নাম - গল্পগুচ্ছ।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত চারটি অতিপ্রাকৃতিক গল্প :
- ক্ষুধিত পাষাণ
- নিশীতে
- মণিহার
- কঙ্কাল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত আধুনিক মনস্তত্ত্ব নিয়ে ছোটগল্প :
- রবিবার
- শেষকথা
- ল্যাবরেটরি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত সমাজসমস্যামূলক ছোটগল্প :
- দেনাপাওনা
- রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা
- যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ
- অনধিকার প্রবেশ।

উৎস : বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর এবং 'ভিখারিণী' ছোটগল্প- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

Hello BCS

29) শুদ্ধ বানানের গুচ্ছ কোনটি?

✔ 1) শিরশ্ছেদ, দরিদ্রতা, সমীচীন
2) শিরোশ্ছেদ, দারিদ্র্য, সমীচিন
3) শিরঃশ্ছেদ, দরিদ্রতা, সমিচীন
4) শিরচ্ছেদ, দরিদ্রতা, সমীচীন

ব্যাখ্যা : প্রশ্নে প্রদত্ত অপশনগুলোর মধ্যে -
অপশন ক) তে প্রদত্ত ৩টি শব্দ - শিরশ্ছেদ, দরিদ্রতা, সমীচীন - এর বানানই শুদ্ধ।
অপশন খ) এর দারিদ্র্য বানান শুদ্ধ হলেও অন্য দুটি বানান অশুদ্ধ।
অপশন গ) দরিদ্রতা শুদ্ধ হলেও অন্য দুটি বানান অশুদ্ধ।
অপশন ঘ) দরিদ্রতা ও সমীচীন - শুদ্ধ হলেও অন্য বানানটি অশুদ্ধ।

• শিরশ্ছেদ (বিশেষ্য) :
- এর সঠিক উচ্চারণ হচ্ছে শিরোশ্ছেদ।
অর্থ : দেহ থেকে মাথা ছিন্নকরণ।
দরিদ্রতা (বিশেষ্য) :
অর্থ : অসচ্ছলতা, নির্ধনতা ইত্যাদি।
এই শব্দটির অন্য শুদ্ধরূপ - 'দারিদ্র্য'। এটিও বিশেষ্য পদ।
তাই এর সাথে 'তা' প্রত্যয় যোগ করা সঠিক নয়। কারণ পূর্বেই দারিদ্র্য (দারিদ্র্য = দরিদ্র + য) শব্দটির সাথে একটি প্রত্যয় যোগ করা হয়েছে।

সমীচীন (বিশেষণ) :
- এটি সংস্কৃত ভাষার শব্দ।
অর্থ : সংগত, উপযুক্ত, উত্তম।

উৎস : বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান।

30) সুনামীর তান্ডবে অনেকেই সর্বশান্ত হয়েছে।' বাক্যটিতে কয়টি ভুল আছে?

1) একটি
2) দুটি
✔ 3) তিনটি
4) ভুল নেই

ব্যাখ্যা : প্রশ্নে প্রদত্ত বাক্যে তিনটি শব্দের বানান ভুল রয়েছে।
শব্দগুলো যথাক্রমে - সুনামী, তান্ডব, সর্বশান্ত।
বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান অনুসারে,
এদের শুদ্ধ রূপ : সুনামি, তাণ্ডব, সর্বস্বান্ত।
বাক্যটির শুদ্ধ রূপ : সুনামির তাণ্ডবে অনেকেই সর্বস্বান্ত হয়েছে।

Hello BCS

সুনামি (বিশেষ্য) :
শব্দের উৎস : জাপানি ভাষা।
অর্থ :
- সমুদ্রগর্ভে তীব্র ভূকম্পন বা অগ্ন্যুৎ-পাতের ফলে সমুদ্র উপকূলকে প্লাবিত করে এমন প্রবল বেগে ধেয়ে আসা জলোচ্ছ্বাস,
- বেলোর্মি।
তাণ্ডব (বিশেষ্য) :
শব্দের উৎস : সংস্কৃত ভাষা।
অর্থ :
- তণ্ডুমুনি-উদ্ভাবিত নৃত্য,
- উদ্যাম নৃত্য,
- শিবের নৃত্য।
আলংকারিক অর্থ : প্রলয়ংকর ব্যাপার।

সর্বস্বান্ত (বিশেষণ) :
শব্দের উৎস : সংস্কৃত ভাষা।
অর্থ : সব সম্পদ হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছে এমন।

উৎস : বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান।

31) আমার পথ' প্রবন্ধটি কাজী নজরুল ইসলামের কোন গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে?

1) যুগ-বাণী
✔ 2) রুদ্র-মঙ্গল
3) দুর্দিনের যাত্রী
4) রাজবন্দির জবানবন্দি

ব্যাখ্যা : কাজী নজরুল ইসলাম : - কাজী নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশের জাতীয় কবি এবং অবিভক্ত বাংলার সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব।
- নজরুল ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে ১৮৯৯) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। - তাঁর পিতা কাজী ফকির আহমদ ছিলেন মসজিদের ইমাম ও মাযারের খাদেম। - নজরুলের ডাক নাম ছিল ‘দুখু মিয়া’।
কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থ - যুগবাণী।
কাজী নজরুল ইসলাম রচিত অন্যান্য প্রবন্ধগ্রন্থ :
- রাজবন্দীর জবানবন্দি,
- দুর্দিনের যাত্রী,
- রুদ্র মঙ্গল,
- মন্দির ও মসজিদ,
- আমি সৈনিক।

Hello BCS

'আমার পথ' প্রবন্ধটি কাজী নজরুল ইসলামের ‘রুদ্র-মঙ্গল’ প্রবন্ধগ্রন্থের দ্বিতীয় প্রবন্ধ।
- রুদ্র-মঙ্গল গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে।
- গ্রন্থটিতে মোট ৮টি প্রবন্ধ রয়েছে।
‘আমার পথ’ প্রবন্ধের অংশবিশেষ :
‘আমার এই যাত্রা হল শুরু ওগো কর্ণধার, তোমারে করি নমস্কার ।
মাভৈঃ বাণীর ভরসা নিয়ে' ‘জয় প্রলয়ঙ্কর' বলে ‘ধূমকেতু’কে রথ করে আমার আজ নতুন পথে যাত্রা শুরু হল। আমার কর্ণধার আমি। আমায় পথ দেখাবে আমার সত্য। আমার যাত্রা শুরুর আগে আমি সালাম জানাচ্ছি— নমস্কার করছি আমার সত্যকে। যে-পথ আমার সত্যের বিরোধী, সে পথ ছাড়া আর কোনো পথই আমার বিপথ নয়! রাজভয়— লোকভয় কোনো ভয়ই আমায় বিপথে নিয়ে যাবে না। আমি যদি সত্যি করে আমার সত্যকে চিনে থাকি, আমার অন্তরে মিথ্যার ভয় না থাকে, তা হলে বাইরের কোন ভয়ই আমার কিছু করতে পারবে না । যার ভিতরে ভয়, সে-ই বাইরে ভয় পায়।

32) কবি যশোরাজ খান বৈষ্ণবপদ রচনা করেন কোন ভাষায়?

✔ 1) ব্রজবুলি
2) বাংলা
3) সংস্কৃত
4) হিন্দি

ব্যাখ্যা : ব্রজবুলি ভাষা :
- ব্রজবুলি মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের দ্বিতীয় কাব্যভাষা বা উপভাষা।
- মিথিলার কবি বিদ্যাপতি (আনু. ১৩৭৪-১৪৬০) এই কৃত্রিম ভাষার উদ্ভাবক।
- তিনি মৈথিলী ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার মিশ্রণে এই কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা উদ্ভাবন করেন।
- এ ভাষায় তিনি রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক বহু পদ রচনা করেন। পদগুলিতে রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলা বর্ণিত হওয়ায় এর নাম হয়েছে ব্রজবুলি।
- বিদ্যাপতির পদগুলি বাংলায় খুব জনপ্রিয় হয়েছিল ; বিশেষত চৈতন্যদেব এই পদ আস্বাদন করায় এর ভাষার প্রতি বাংলার কবিগণ আকৃষ্ট হন।
- ষোল শতকের বাঙালি বৈষ্ণব কবিরা বিদ্যাপতির পদের ভাষা ও ছন্দের অনুকরণে রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদ রচনা করতে শুরু করেন।
- হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল বৈষ্ণব কবি এ ভাষায় বহু পদ রচনা করেন। এই ধারা উনিশ শতক পর্যন্ত চলেছিল।
- আধুনিক কবিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী রচনা করেছেন এ ভাষায়।
- বাংলাদেশে প্রথম ব্রজবুলি পদ রচনা করেন যশোরাজ খান, আসামে শংকরদেব এবং উড়িষ্যায় রামানন্দ রায়।
- তারা তিনজনই ছিলেন ষোল শতকের কবি। ব্রজবুলির শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি ছিলেন - গোবিন্দদাস কবিরাজ (১৬শ-১৭শ শতক)।

33) প্যারীচাঁদ মিত্রের' আলালের ঘরের দুলাল 'প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় কত সালে?

✔ 1) ১৮৫৮ সালে
2) ১৯৭৮ সালে

Hello BCS

3) ১৮৪৮ সালে
4) ১৮৬৮ সালে

ব্যাখ্যা : প্যারীচাঁদ মিত্র :
- প্যারিচাদ মিত্র ছিলেন লেখক, সাংবাদিক, সংস্কৃতিসেবী, ব্যবসায়ী।
- ১৮১৪ সালের ২২ জুলাই কলকাতায় তাঁর জন্ম।
- ১৮২৭ সালে তিনি হিন্দু কলেজে ভর্তি হন এবং খ্যাতিমান শিক্ষক হেনরি ডিরোজিওর তত্ত্বাবধানে থেকে শিক্ষা সম্পন্ন করেন।
তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের মধ্যে রয়েছে :
- আলালের ঘরের দুলাল,
- মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়,
- রামারঞ্জিকা,
- কৃষিপাঠ,
- ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত এবং
- বামাতোষিণী।

ইংরেজি গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :
- A Biographical Sketch of David Hare,
- The Spiritual Stray Leaves,
- Stray Thought of Spiritualism,
- Life of Dewan Ramkamal Sen এবং
- Life of Coles Worthy Grant।

আলালের ঘরের দুলাল :
- আলালের ঘরের দুলাল বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম উপন্যাস।
- প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর (১৮১৪-১৮৮৩) ১৮৫৭ সালে এটি রচনা করেন।
- ১৮৫৮ সালে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।
- কলকাতার সমকালীন সমাজ এর প্রধান বিষয়বস্তু।
- উচ্চবিত্ত ঘরের আদুরে সন্তান মতিলালের উচ্ছৃঙ্খল জীবনাচার এতে বর্ণিত হয়েছে।
- 'ঠকচাচা' এর অন্য একটি প্রধান চরিত্র। কথ্যভঙ্গির গদ্য ব্যবহার করে লেখক উপন্যাসকে বাস্তবধর্মী করে তুলেছেন। - এর মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার নতুন সম্ভাবনাও আবিষ্কৃত হয়েছে। প্যারীচাঁদ প্রথমবারের মতো এতে যে কথ্য চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন, পরবর্তীকালে তা 'আলালী ভাষা' নামে পরিচিতি লাভ করে।
উল্লেখযোগ্য চরিত্র-
- মতিলাল,
- বাবুরাম,
- মোকাজান মিঞা বা ঠকচাচা,

উৎস : বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর এবং বাংলাপিডিয়া।

Hello BCS

34) সর্বপ্রথম বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন কে?

✔ 1) মনোএল দ্য আসসুম্পসাও
2) রাজা রামমোহন রায়
3) রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী
4) ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড

ব্যাখ্যা : বাংলা ব্যাকরণ রচনা সম্পর্কিত আলোচনা :
- প্রথম বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন - মানোএল দ্য আস্সুম্পসাঁও।
- পর্তুগালের রাজধানী লিসবন থেকে ১৭৪৩ সালে পোর্তুগীজ ভাষায় এটি প্রকাশিত হয়।
- গ্রন্থের নাম ছিলো - Vocabulario em Idioma Bengalla E Portugues।
- কিন্তু সেটা বাংলা ভাষার ব্যাকরণের কোনো গ্রন্থ ছিল না, একটা অধ্যায়ে বাংলা ভাষা নিয়ে কিছু আলোচনা করেছিলেন মাত্র।
অন্যদিকে,
- বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেন - নাথায়িল ব্রাসি হ্যালহেড।
- এই বইয়ের নাম ছিল - A Grammar of the Bengal Language।
- গ্রন্থটি হুগলী থেকে প্রকাশিত হয় - ১৭৭৮ সালে।
- এটি ছিলো ইংরেজি ভাষায় রচিত গ্রন্থ।

আবার,
- বাংলা ভাষায় বাংলা ব্যাকরণগ্রন্থ রচনা করেন - রাজা রামমোহন রায়।
- তার রচিত বইয়ের নাম ছিল - 'গোড়ীয় ব্যাকরণ'।
- গৌড়ীয় ব্যাকরণ প্রকাশিত হয় ১৮৩৩ সালে।

উৎস : ভাষা শিক্ষা, ড. হায়াৎ মামুদ এবং বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি (২০২২ সংস্করণ)।

35) আরবি 'কলম' শব্দটি 'কলমোস' শব্দ থেকে এসেছে। 'কলমোস' কোন ভাষার শব্দ?

1) পাঞ্জাবি
2) ফরাসি
✔ 3) গ্রিক
4) স্পেনিশ

ব্যাখ্যা : কলম (qalam) :
- শব্দটি আরবি ভাষা থেকে আগত।
অর্থ : কোনো শক্ত দণ্ডের প্রান্তে বল বা নিব সংযুক্ত করে তৈরি লেখনী।
ইংরেজি Pen শব্দের সাথে এর

কলম (qalam) শব্দটি আদি উৎস কলমোস (Kalamos/Κάλαμος) যা মূলত গ্রিক ভাষার শব্দ।
Kalamos/Κάλαμος শব্দের অর্থ - a reed, a pen.

Hello BCS

- It refers to the writing instrument made from a reed or a similar material. This term was borrowed into various languages, including Arabic.

উৎস : আধুনিক বাংলা অভিধান ও Etymology (Language Forum) ওয়েবসাইট।

ঘরে বসেই পড়ুন আর পরীক্ষা দিন হ্যালো বিসিএস এপে। ওয়েবসাইটে এক্সাম দিতে ভিজিট করুনঃ live.hellobcs.com

Hello BCS